গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৩

বিষয়ঃ প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্কভাতা কর্মসূচির প্রভাব শীর্ষক গবেষণার প্রতিবেদন।

গবেষক: মোঃ আলাউদ্দিন
প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব
এবং
গবেষণা পরিচালক,
সমাজসেবা অধিদপ্তর আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর সরকারি বেসরকারিভাবে অসংখ্য গবেষণা পরিচালিত হয়। তবে দেশের নানা প্রকার দুস্থ ,অসহায় এবং জীবনমরণাপন্ন মানুষের কল্যাণার্থে গবেষণা খুবই কম হয়েছে।সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের দুস্থ মানুষের জন্য নানারকম কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির বাস্তবায়নের সমস্যা, বাস্তবায়ন সুফল এবং এই কর্মসূচি সমূহের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আমরা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রের আওতায় প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়ে গবেষণার ইচ্ছা পোষণ করি। সে প্রেক্ষিতে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব শিরোনামে গবেষণার প্রস্তাব পেশ করি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ডক্টর আবু সালেহ মুস্তাফা কামাল এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন গবেষণা পরিচালনা পর্ষদ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অফিসার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতায় আমি এই গবেষণাটি পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশের বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদানের জন্য আমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ শুভ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষক বৃন্দের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাদের শিক্ষায় আমি এই গবেষণা পরিচালনার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি।

গবেষণার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন এবং পদ্ধতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আশরাফুল আলম আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ আমার গবেষণা কাজে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন কাগজপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এজন্য আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।এই গবেষণা কাজের জন্য আমি প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, বিআইডিএস, সমাজ কল্যাণ গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, বিআইডিএস লাইব্রেরী এবং বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, আমার সহধর্মিণী মিসেস শামীম নাজিবা গবেষণা উপলক্ষে বিভিন্ন সময় গবেষণা বিষয়ক কাগজপত্রের সংগ্রহ, ফটোকপি করা টাইপের কাজে সহযোগিতা এবং আমাকে বিভিন্ন সময় গবেষণার কাজে উৎসাহিত করেছেন। এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার পরিবারের সকল সদস্য, স্ত্রী, কন্যা, জামাতা বিশেষ করে আমার নাতনি সামাওয়াত এবং আমিনাত এর প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাকে তাদের সময় দিয়ে এই গবেষণা কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করেছে। এই গবেষণায় আমার সহকর্মী ড. জাগাগীর আলম, সহযোগী অধ্যাপক, জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এবং জনাব মোঃ আবু তাহের তথ্য সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন জেলায় উপজেলায় ভ্রমণ করেছেন এবং তথ্য বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেছেন, তাদের এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		১-২
সূচিপত্র		৩
সারণি তালিকা		৪-৫
বক্স তালিকা		৬
গবেষণার সারসংক্ষেপ		৭-৯
প্রথম অধ্যায় (ভূমিকা)		
১.১	গবেষণার প্রেক্ষাপট	১০-১১
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	১১-১৩
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	১৩
১.৪	গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো	১৩-১৪
১.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
২.১	গবেষণা পদ্ধতি	১৪
২.২	গবেষণা এলাকা	১৮
২.৩	নমুনায়ন ও নমুনার আকার	১৮-১৯
২.৪	তথ্যের উৎস,তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়		
৩.১	ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	২০-৭৬
৩.২	পাচঁটি এফ জি ডি আলোচনার সারসংক্ষেপ	৭৭-৮৭
	চতুর্থ অধ্যায় (সুপারিশমালা ও উপসংহার)	
৪.১	সুপারিশমালা	৮৮-৯০
৪.২	উপসংহার	৯০-৯১
	তথ্য সূত্র	৯২
পরিশিষ্ট		
	পরিশিষ্ট-১: কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি	
	পরিশষ্ট-২: বয়স্ক ভাতা নীতিমালা	
	পরিশষ্ট-৩: খসড়া প্রতিবেদনের উপর সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের বাস্তবায়ন বিবরণী	

সারণি তালিকা

সারণি নং	সারণি বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১	শিক্ষার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	২১
সারণি ২	পুরুষ ও মাহিলা সংখা ভিত্তিক সারণি।	২২
সারণি ৩	বয়সের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেনী বিন্যাস	২৩
সারণি ৪	পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস	২৪
সারণি ৫	আয়ের উৎসের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	২৫
সারণি ৬	পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	২৬
সারণি ৭	মাসিক আয়ের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	২৭
সারনি ৮	জমির মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণি বিন্যাস।	২৮
সারণি ৯	বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	২৯
সারণি ১০	টয়লেট ব্যবহারের ভিত্তিতে ভাতাভোগীর শ্রেণীবিন্যাস	৩০
সারণি ১১	ভাতাভোগী কার আশ্রয়ে বসবাস করেন তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩১
সারনি ১২	পরিবারের সদস্যদের সাথে বয়স্ক ভাতাগ্রহীতার সম্পর্কের ভিত্তিতে সারণি।	৩৩
সারণি ১৩	ভাতা পাওয়ার পর আত্নীয়-স্বজনের সাথে ভাতাভোগীর সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩৪
সারণি ১৪	ভাতা ভোগীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রাপ্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩৫
সারণি ১৫	সমাজে শিক্ষা, সমিতি, ধর্মীয় কোন বড় অনুষ্ঠানে ভাতাভোগীর সুপারিশ গ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস।	৩৬
সারণি ১৬	ভাতাভোগীদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩৭
সারণি ১৭	পরিবারের সদস্যরা ভাতাভোগিদের কোন দৃষ্টিতে দেখেন সেই ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩৮
সারনী ১৮	পরিবারের সদস্যের সাপোর্টের ভিত্তিতে সারণি	৩৯
সারণি ১৯	অবসর সময়ে ভাতাভোগীদের বিনোদনমূলক কাজের ভিত্তিতে সারণি	৪০
সারণি ২০	সমাজ কর্তৃক ভাতাভোগীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সারণি	৪১
সারণি ২১	শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস	৪২
সারণি ২২	ভাতাভোগীরা যে সকল রোগে ভুগছেন তার ভিত্তিতে সারণি	৪৩
সারণি ২৩	ভাতাভোগীরা সচরাচর কোথায় চিকিৎসা গ্রহণ করেন তার ভিত্তিতে সারণি	৪৪
সারণি ২৪	চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের টাকার উৎসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৪৫-৪৬
সারণি ২৫	বিষন্নতার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস।	৪৭
সারণি ২৬	বয়স্ক ভাতাভোগীরা পরিবার কর্তৃক অত্যাচার ও নিপীড়নের ভিত্তিতে সারণি	৪৮
সারণি ২৭	বয়স্ক ভাতাভোগীদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি	৪৯
সারণি ২৮	প্রবীণ ব্যক্তিদের চিত্ত বিনোদনের সম্ভাব্য ব্যবস্থার বিষয়ে ভাতাভোগীদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সারণি	৫০
সারনি ২৯	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রবীণদের সাহার্যার্থে গৃহীত সুরক্ষা ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম সম্পর্কে ভাতাভোগীদের অবহিতির ভিত্তিতে সারণি	৫১
সারণি ৩০	সমাজসেবা দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপত্তা কর্মসূচি বাইরে অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় সরকারি ভাতা পান কিনা তার ভিত্তিতে সারণি	৫২
সারণি ৩১	ভাতার কার্ড পাওয়ার জন্য কাউকে অবৈধ সুবিধা দিতে হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে বিন্যাস	৫৩
সারণি ৩২	ভাতার টাকা ব্যয়ের খাত অনুসারে সারণি	৫৪
সারণি ৩৩	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকারে আসছে তার ভিত্তিতে সারণি	৫৫-৫৬
সারণি ৩৪	ভাতাভোগীদের প্রত্যাশিত মাসিক ভাতার পরিমাণের ভিত্তিতে সারণি	৫৭-৫৮
সারণি-৩৫	ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীর সাথে পরিবারের সদস্যের আচরণের ভিত্তিতে সারণি	৫৯
সারণি ৩৬	ভাতাভোগীরা বয়স্কভাতার টাকা না পেতেন সেক্ষেত্রে সৃষ্ট সম্ভ্যাব্য সমস্যার ভিত্তিতে সারণি	৬০

সারনি ৩৭	ভাতাভোগীদের বিবেচনায় বয়স্ক মানুষের সম্ভাব্য অধিকারের ভিত্তিতে সারণি	৬১
সারনি ৩৮	প্রবীণ বয়স্ক মানুষের অধিকার রক্ষায় ও পুনর্বাসনে গৃহীত কর্মসূচি যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে ভাতাভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে সারণি	৬২
সারনি ৩৯	প্রশ্নের উত্তর না হলে অধিকার রক্ষায় গৃহীতব্য পদক্ষেপের ভিত্তিতে	৬৩
সারনি ৪০	বয়স্ক ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীদের পরিবারে সম্মান ও গুরুত্বের ভিত্তিতে সারনি	৬৪
সারণি- ৪১	ভাতা পাওয়ায় সমাজে ভাতাভোগীদের গুরুত্ব ও সম্মানের ভিত্তিতে সারণি	৬৫
সারণি ৪২	ভাতাভোগীর পরিবারে ও সমাজে মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি	৬৬
সারণি ৪৩	ভাতাভোগীদের ব্যক্তিগত ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৬৭
সারণি ৪৪	ভাতা পাওয়ায় আত্মীয়-স্বজনের নিকট ভাতাগ্রহীতার গুরুত্বের ভিত্তিতে সারণি	৬৮
সারণি ৪৫	ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ভিত্তিতে সারণি	৬৯
সারণি ৪৬	ভাতাভোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৭০
সারণি ৪৭	পুষ্টিকর খাবারের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি	৭১-৭২
সারণি ৪৮	বিনোদন সুযোগের ভিত্তিতে ভাতাভোগীর শ্রেণীবিন্যাস	৭৩
সারণি ৪৯	ভাতাভোগীদের মানসিক প্রশান্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৭৪
সারণি ৫০	বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে সারণি	৭৫
সারণি ৫১	প্রবীণদের সুরক্ষায় ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য ভাতাভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে সারণি	৭৬

বক্স তালিকা

বক্স	বিবরণ	পৃষ্ঠা
বক্স নং-১	পরিবারের সদস্যদের সাথে বয়স্ক ভাতাগ্রহীতার সম্পর্ক	৩৩
বক্স নং-২	পরিবারের সদস্যদের সাথে বয়স্ক ভাতাগ্রহীতার সম্পর্ক	৩৩
বক্স নং-৩	চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের টাকার উৎস	৪৬
বক্স নং-৪	বিষন্নতার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের অবস্থা	৪৭
বক্স নং-৫	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৫
বক্স নং-৬	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৬
বক্স নং-৭	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৬
বক্স নং-৮	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৬
বক্স নং-৯	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৬
বক্স নং-১০	ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে	৫৬
বক্স নং-১১	ভাতাভোগীদের প্রত্যাশিত মাসিক ভাতার পরিমাণ	৫৭
বক্স নং-১২	ভাতাভোগীদের প্রত্যাশিত মাসিক ভাতার পরিমাণ	৫৮
বক্স নং-১৩	ভাতাভোগীরা বয়স্কভাতার টাকা না পেলে সম্ভাব্য সমস্যা	৬০
বক্স নং-১৪	ভাতাভোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের স্থান সুযোগ	৭০
বক্স নং-১৫	পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সম্ভাব্য সুযোগ	৭২
বক্স নং-১৬	পুষ্টিকর খাবারের সম্ভাব্য সুযোগ	৭২
বক্স নং-১৭	ভাতাভোগীদের মানসিক প্রশান্তির অবস্থা	৭৪

গবেষণা সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক মানুষের জীবনের গোধূলিলগ্ন সময়টি বয়স্ক বা বার্ধক্যকাল। জীবনের শৈশব, কৈশোর যৌবন এবং প্রবীণ কাল পেরিয়ে মানুষ বার্ধক্যকালে প্রবেশ করে। প্রতিটি মানুষের জীবনে বার্ধক্যকাল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে প্রতিটি মানুষ বয়সের কারণে, শারীরিক কারণে, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। বার্ধক্যকালে ব্যক্তি নারী পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সামাজিক সাহায্য সহায়তার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সামাজিক মূল্যবোধ, আদশ, নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সহযোগিতা খুবই কম পাচ্ছেন। অপরদিকে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে ও শহরায়নের সম্প্রসারনে গ্রামীণ যৌথ পরিবার ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে নিউক্লিয়ার পরিবারে রূপান্তর হচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক এরূপ পরিবর্তন বয়স্ক মানুষের জীবনযাত্রার জন্য চরম প্রতিকূল অবস্থা। বাংলাদেশে বর্তমানে এক কোটি ৯৭ লক্ষ বয়স্ক মানুষ বাস করছেন যাদের বয়স ৬৫ বছরের উপরে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০৫০ সালে বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় চার কোটি। দেশে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করেছে।

বাংলাদেশের বয়স্ক নারী-পুরুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করে। প্রায় ২৭ বছর যাবত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর রয়েছে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা ৫৭.১০ লক্ষ নারী পুরুষ। তারা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা ভাতা হিসেবে পাচ্ছেন। জাতীয় পর্যায়ে চলমান সরকারি কর্মসূচির মধ্যে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি একটি জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী সরকারি কার্যক্রম। ইতিমধ্যে এই কর্মসূচি দেশে এবং বিদেশে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাংলাদেশের ভাতাগ্রহীতাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য এই গবেষণাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বয়স্ক ভাতা বা বয়স্ক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব বেশি গবেষণা হয়নি।

বাংলাদেশে সমাজসেবা দপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বয়স্ক মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য গবেষণার পদ্ধতি এলাকা এবং কলাকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রধানত সংখ্যাবাচক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে পাঁচটি উপজেলায় ৫টি এফজিডি করা হয়েছে। এফ জি ডি এর মাধ্যমে গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের ৭টি জেলা হতে ৮টি উপজেলা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব জানার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চলককে প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় মোট উত্তর দাতার সংখ্যা ৩২০ জন। মহিলা ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান।গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় বয়স্ক লোকদের মধ্যে ৮০-১০০ বৎসর বয়সের মানুষের সংখ্যা বেশি। উত্তরদাতাদের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ৭৫.৩%, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন উত্তর দাতা সংখ্যা ১৫.৩%, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় লেখাপড়া করেছে এমন উত্তর দাতার সংখ্যা যথাক্রমে ৪.১% এবং ২.৮% জন। প্রায় ৩০% উত্তরদাতা কৃষিকাজ ও কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল যে ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তর দাতা প্রায় ৩৬.৩% অন্যান্য কাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করেন। উত্তর দাতার পরিবারে ১জন বা ২ জন সদস্য সামান্য আয় উপার্জন করতে পারে।

মোট দাতাদের সবচেয়ে কম উপার্জন করেন ৩৯জন (১২.২%) উত্তরদাতা। অন্যদিকে কোন উপার্জন করেন না এমন উত্তরদাতা সংখ্যা ৫৪জন (১৬.৯%)। জমির মালিকানায় দেখা যায় ২০জন (৬.৩%) উত্তরদাতা ভূমিহীন অপর উত্তরদাতা এক শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত সকলেরই বাস্তুভিটা আছে। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৪জন গৃহহীন, ২৪৮ জন (৭৭.৫%) টিনের ঘরে বসবাস করে এবং ৩৩ জন (১০.৩%) আধা পাকা করে বসবাস করছেন। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৬০.৬% আধাপাকা টয়লেট ব্যবহার করেন। গাজীপুর জেলায় ৪৭.৫%ভাতাভোগী পাকা পায়খানা ব্যবহার করে।

ভাতাভোগীদের সামাজিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে তাদের পারিবারিক সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় ১৪৪ (৪৫.১০%) উত্তরদাতা পারিবারিকভাবে ভালো সম্পর্ক রয়েছে যেথায় ১৭ (৫.৩%) উত্তরদাতার পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ। সামাজিকভাবে অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ও দাওয়াত পান। ৪১জন (১২.৮%) উত্তরদাতা সমাজে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পান না। এক্ষেত্রে ১৪ জন উত্তরদাতা আমন্ত্রণ পাওয়ার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। অধিকাংশ উত্তরদাতা পরিবারে কাজকর্ম করেন। তার মধ্যে ২৯জন বাজার করেন, বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া করেন, ২১ জন মহিলা উত্তরদাতা বলেছেন তারা ঘরে রান্নাবান্না করেন। ৪২জন উত্তরদাতা শারীরিকভাবে কাজ করতে অক্ষম।

মোট উত্তরদাতার মধ্যে ১২৬ (৩৯%)জন পুত্রের নিকট থেকে বেশি সেবাশুশ্রষা পান। ৬৬ জন উত্তরদাতা তাদের স্ত্রীর নিকট থেকে বেশি সাপোর্ট পেয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৯ জন (২.৮%) পুত্রবধূর সেবা পান। গ্রামীণ প্রবীণদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ১৭৮ (৫৫.৬২%) জন উত্তরদাতা খোশ গল্প আলাপ আলোচনা করে সময় কাটান। বাস্তবে গ্রামীণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদনের কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। অতীতে গ্রামে নানা প্রকার গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিরা চিত্তবিনোদনের সুযোগ পেতেন। বর্তমানে গ্রামীণ সমাজে পূর্বের মতো গান-বাজনা, নাটক, জারি গান না থাকায় বয়স্ক লোকের বিনোদনের সুযোগ একেবারে শূন্যের কোঠায়।

বয়স্ক মানুষের সামাজিক মানসিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজের অনুকূল পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায় ২২৩জন (৬৯.৭০%) উত্তরদাতা সমাজে আন্তরিকভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। অন্যদিকে ১৮ জন উত্তর দাতা বলেছেন তারা সমাজে অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন। সার্বিকভাবে দেখা যায় ৯৭ জন উত্তরদাতা (৩০.৩০%) সমাজে অবহেলিত হচ্ছেন। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ২৮৪ (৮৮.৭৫%) জন উত্তরদাতা বলেছেন তারা শারীরিকভাবে মোটেই ভালো নেই। মাত্র ২০ জন উত্তরদাতা সুস্থ আছে মর্মে জানিয়েছে। গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা নানাবিধ শারীরিক অসুবিধার জন্য চলাচল করতে পারেননা। মোট উত্তরদাতার মধ্য ১৪১ জন (৪৪.১%) উত্তর দাতা নানা প্রকার রোগে ভুগছেন। ৩২০ জন উত্তর দাতার মধ্য ২৮৭জন (৮৯.৬৯%) অন্যান্য রোগে আক্রান্ত। তারা সাধারণত স্থানীয় ক্লিনিকে, পল্লী চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করে। অধিকাংশ বয়স্ক ভাতাগ্রহীতা ১০৪ জন পল্লী চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করান। ডাক্তারের ভিজিট দিয়ে চিকিৎসা করার মত সামর্থ্য তাদের নেই। তাই গ্রামের চিকিৎসকের নিকট কথাবার্তা বলে অল্প টাকায় ঔষধপত্র সংগ্রহ করে সেবন করে। অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বিষণ্নতা, একাকীত্ব এবং দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। মোট উত্তরদাতা ৩২০ জনের মধ্যে ১৭৩ জন (৫৪.০৬%) উত্তরদাতা বিষণ্নতায় ভুগছেন। পরিবার কর্তৃক শারীরিক-মানসিক ও আর্থিক নির্যাতনের প্রশ্নে গবেষণায় দেখা গিয়েছে মোট উত্তরদাতার মধ্যে ১৫ জন (৪.৭%) উত্তরদাতা নিয়মিতভাবে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ৫০ জন উত্তরদাতা (১৫.৭%)মাঝে মাঝে

পারিবারিক অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে যাচ্ছেন। বয়স্ক ভাতা টাকা খরচের খাত সম্পর্কে গবেষণা দেখা যায় ১৩০ জন ভাতাভোগী ভাতার টাকা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। ৫৯জন (১৭.৫%) উত্তরদাতা খাদ্য দ্রব্যের জন্য ভাতার টাকা ব্যয় করে। ২০৮জন (৬৫%) উত্তারদাতা বলেছেন ভাতার টাকায় তাদের মোটামুটি উপকার হচ্ছে। ৫১ জন উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা তেমন কোন উপকার হয়নি। বর্তমান মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার পরিবর্তে মাসে কমপক্ষে ১০০০ টাকা থেকে ৭০০০ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন। তার মধ্যে মাসিক ১০০০-২০০০ টাকা বরাদ্দ করার জন্য ১৭৮ জন উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবীণ অধিকার রক্ষায় পর্যাপ্ত নয় বলে ২৯৩ জন (৯১.৬%) উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাত্র ১৯ জন (৫.৯%) উত্তরদাতা বলে বলেছেন গৃহীত কর্মসূচি প্রবীণ অধিকার রক্ষায় পর্যাপ্ত। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান রয়েছে। যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের সামাজিক পারিবারিক আর্থিক বর্তমান অবস্থার সাথে পূর্বের আর্থিক সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা তুলনা করার জন্য ১০টি নির্ধারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন পরিবারে ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে, মানসিক প্রশান্তিও বেড়েছে এবং সাথে সাথে তাদের আত্মবিশ্বাস পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গবেষণা দেখা যায় ১৩৫ জন উত্তরদাতা (৪২.২%) মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭৩ জন (২২.৮%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের মানসিক অবস্থা আগের মতই আছে। বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ও পরিচালনায় দৃশ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে উত্তরদাতাগণ মতামত দিয়েছেন। ৭৩জন (২২.৮%)উত্তরদাতা বলেছেন বর্তমানে মাসিক ভাতার পরিমাণটা খুবই কম। ৪২জন উত্তর দাতা বলেছেন সরকার যে পরিমাণ প্রবীণ কে বয়স্ক ভাতা দিচ্ছে সে তুলনায় দেশে প্রবীণ লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। লোকের সংখ্যা অনুসারে বয়স্ক ভাতা কার্ড প্রদান করা হয়নি। অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা বলেছেন ভাতা প্রার্থী বাছাই বস্তুনিষ্ঠ হয় না।

ইত:পূর্বে পেশকৃত গবেষনার খসড়া প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক রিভিউ করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের রিভিউ অনুসারে ৭টি জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৩) ।

প্রথম অধ্যায় (ভূমিকা)

গবেষণার প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৬৮.৪৯ গ্রামে এবং শতকরা ৩১.৫১ শহরে বসবাস করে। (বিবিএস জন ও গৃহ গণসংখ্যা শুমারী ২০২২)। গ্রামে বসবাসরত মানুষ সাধারণত শিশু, কিশোর, যুবক, প্রবীণ এবং বৃদ্ধ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে শিশু ও বৃদ্ধরাই বেশি অসহায়। অপেক্ষাকৃত শিশুদের চেয়ে বৃদ্ধরাই বেশি অসহায়। কারণ প্রত্যেক শিশুর দেখাশোনা ও যত্ন আদর করার জন্য তার পিতা-মাতা ,পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজন থাকে। এছাড়াও সামাজিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ শিশুদেরকে ভালবাসতে কোন রকম কার্পণ্যতা করে না। অপরদিকে, বয়স্ক বা বৃদ্ধনারী পুরুষকে পরিবারের সদস্যগণ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি সমাজের লোকেরাও ইতিবাচকভাবে দেখে না। বয়োবৃদ্ধিকালে বৃদ্ধ নারী- পুরুষ নানাবিধ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক,আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হন। শারীরিক অসুস্থতা, শারীরিক দুর্বলতা এবং বুদ্ধি বৈকল্যতার কারণে তারা প্রাত্যহিক জীবনে উপস্থিত সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে না। ব্যক্তিগত ও শারীরিক সমস্যা ছাড়াও বয়স্করা মৌলিক মানবিক প্রয়োজনসমূহ দরিদ্রতা, পারিবারিক কারণ ও শারিরীক কারণে ন্যূনতমভাবে পূরণ করতে পারেনা। বৃদ্ধ নর-নারীর আর্থিক মানসিক এরূপ দৈন্যদশা সারা বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে অহরহ লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধদের কষ্টকর অবস্থা শহরেও বিদ্যমান তবে তাদের দুরবস্থার মাত্রা ও প্রসারতা গ্রামীণ বৃদ্ধদের তুলনায় অনেকটা তীব্রতর। বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু ৭২.৪ বছর হয়েছে। জন ও গৃহ গণসংখ্যা শুমারী ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে দেশে ৬০ বছরের বেশি বয়সী লোকের সংখ্যা ১,৫৩,২৬,৭১৯ জন। বর্তমানে বয়স্ক জনসংখ্যার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৯.২৮ ভাগ। ২০২০ সালে বাংলাদেশের ৬০ বছরের উপরে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১.৩১ কোটি (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ) যা ২০৫০ সালে বেড়ে হবে ২.১৯ কোটি যা মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩১.৯%। (ডক্টর মোঃ আমিনুল হক অধ্যাপক পপুলেসন সাইন্স বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দৈনিক সমকাল ১লা অক্টোবর-২০২৩০)। এশিয়া পেসিফিক রিপোট হতে জানা যায় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়া পেসিফিক অঞ্চলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৭২ মিলিয়ন। ২০৮০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা হবে ১.৩ বিলিয়ন। এই জনসংখ্যা পৃথিবীর ৬৩% মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে অবস্থান করবে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে "বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৫৩ লক্ষ প্রবীণ, ২০২৫ সালে হবে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ, ২০৫০ সালে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ এবং ২০৬১ সাল নাগাদ বয়স্ক জনসংখ্যা হবে হবে প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ। আবার প্রবীণ জনসংখ্যার মধ্যে অতি প্রবীণের ৮০+বৃদ্ধির হার মধ্যম প্রবীণ (৭০-৮০বছর) এবং তরুণ প্রবীণদের (৬০-৭০বছর) চেয়ে দ্রুততর। ২০৫০ সালে এ দেশের শিশু ও প্রবীণদের অনুপাত হবে মোট জনসংখ্যা ১৯.২০ শতাংশ"। অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত ও মাননীয় সংসদ সদস্য, সমকাল পত্রিকা, তারিখ ১লা অক্টোবর ২০২৩। তখন বাংলাদেশের প্রবীণদের সংখ্যা হবে প্রায় ৪.৫ কোটি। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এর প্রাক্কলন সূত্রে জানা যায় যে ২০২৫-২০২৬সালে প্রবীণ সংখ্যা হবে ২ কোটি। ২০৫০ বয়স্ক লোকের সংখ্যা হবে প্রায় ৪ কোটি। যা তখনকার জনসংখ্যার ২১ শতাংশ।

আমাদের চিরাচরিত সমাজে প্রবীণরা জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ও জীবন দর্শনে প্রাজ্ঞ। শুধু বয়স্ক ভাতা বা অন্যান্য আথিক সাহায্য দিলেই হবে না। তাদের জীবনে বিদ্যমান সকল সমস্যা ভালোভাবে জেনে শুনে পরিবার, গ্রাম সমাজ, ইউনিয়ন, পাড়া-মহল্লা সব জায়গায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবেশবান্ধব অবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বয়স বৈষম্য। যেক্ষেত্রে গ্লোবাল স্ট্রাটেজি এন্ড একশন

প্লান অন এইজিং এন্ড হেলথ (২০১৬-২০২০) প্রতিবেদন অনুসারে প্রবীণ কৌশল নীতির মধ্যে মানবিক অধিকার, ন্যায্যতা, সাম্যতা এবং বৈসাম্যহীনতা প্রধান। আমাদের সমাজে বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বা একক পরিবার। পরিবর্তিত সমাজ কাঠামো তথা নবীন প্রবীণদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অভাবেই প্রবীণদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শণে ও সেবা যত্নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে (মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর এর বাণী, ১ অক্টোবর২০২৩, প্রবীণ দিবসের বাণী)।

২০২৩ সালে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্যঃ

"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা।" আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫ ঘ অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধানে প্রদত্ত এ অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করেন। (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০২২, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)।

সমাজে বয়স্কদের এরূপ প্রতিকূল অবস্থা প্রত্যেক মানুষকেই ব্যথিত করে এবং দায়বদ্ধ করে। ব্যক্তি বিবেচনায় বৃদ্ধদের এই বিষয়টি আমাদের বেশ প্রভাবিত করেছে। সামাজিক চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সরকারি কাজে নাগরিক হিসেবে সহযোগিতা করার মানসিকতায় এই গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

গবেষণার উপযোগিতা ও যৌক্তিকতাঃ

বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশের প্রবীণদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজরা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ভাতাসহ বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ৬০ বছর বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আই, জি, আই গ্লোবাল এর সংজ্ঞা অনুসারে "বার্ধক্য একটি প্রক্রিয়া। সাধারনত কালানুক্রমিক বয়স দ্বারা পরিমাপ করা হয়। একটি নিয়ম হিসাবে ৬৫ বৎসর বা তার বেশী একজন ব্যক্তিকে প্রায়শ বয়স্ক হিসাবে গন্য করা হয়।" বাংলাদেশ ইতিমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ মাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালে সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য প্রবীণদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০২৯-২০৪৭ সনের মধ্যে আঠারো বছরেবাংলাদেশ প্রবীণ সমাজ হতে বয়স্ক সমাজে রূপান্তরিত হবে (ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রস্পেক্ট ২০২০ অনলাইন এডিশন)। প্রবীণদের পিছনে ফেলে কোনো মতেই এসডিজি ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়।

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটি বড় অংশই বৃদ্ধ যারা বার্ধক্যে অবস্থিত, যা ধীরগতিতে ক্রমে বাড়ছে। বার্ধক্যে থাকা জনসংখ্যার এই বৃদ্ধিকে বিবেচনায় এনে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ বিষয়ক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে ভিয়েনায় "ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান অফ একশন অন এইজিং" এবং ২০০২ সালে মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল প্লান অফ অ্যাকশন অন এইজিং গৃহীত হয় যা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক

অনুমোদিত হয়েছ। ভিয়েনা এবং মাদ্রিদের ঘোষণা অনুসারে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের স্বার্থে সকল প্রকার কর্মসূচি ও নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। বিস্ময়ের সাথে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আজ পর্যন্ত নির্ভরশীল সর্বজনীন তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলা হয়নি। কার্যকরভাবে প্রবীণদের সেবা প্রদানের জন্য তাদের মূল সমস্যা, তাদের সামাজিক, মানসিক, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের চাহিদা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রবীণ তথ্য ভান্ডার বা প্রবীন সূচক (এইজিং ইনডেক্স) সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। আজ অবধি প্রবীণ প্রান্তিক বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষম প্রবীণ সূচক তৈরি করা হয়নি। সক্ষম প্রবীণ সূচকের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেবা অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক, ব্যক্তিগত এবং আচরণগত অবস্থা জেনে বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা দেয়ার বিষয়ে কর্মসূচি ও পলিসি গ্রহণ করা সহজ হয়। বাস্তব কারণে বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত সক্ষম বয়স সূচক এখনও তৈরি করা হয়নি। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নেয়ার জন্য বয়স সূচকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য চলমান কর্মসূচি এবং ভবিষ্যতে গৃহীত কর্মসূচি যা হবে তার জন্য বয়স্ক প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা অবধারিত এই প্রত্যাশায় গবেষণা করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রবীণদের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি গ্রামীণ প্রবীণদের জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, দুঃস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-১৯৯৮ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্রপ্রবণ পূর্বের ১১২টি এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নির্বাচিত ১৫০ টি উপজেলাসহ মোট ২৬২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তিযোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারের মত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।

বয়স্ক মানুষের জন্য দুই যুগের বেশি চলমান বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির উপর বেইজলাইন গবেষণা বা জরিপ করা হয়নি। যার কারনে বয়স্ক ভাতার সফলতা, দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জানা সম্ভব হয় না। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিকে অধিকতর কল্যাণমুখী এবং কার্যকর করার জন্য মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিদ্যমান অবস্থা, ভাতা গ্রহণের পর ভাতাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সরাসরিভাবে জানার জন্য এ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে সরকারিভাবে প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় ও পুনর্বাসনে পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতিমালা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতে ভাতা সুবিধাভোগীদের জন্য স্মার্ট কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও ফলাফল সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সম্পর্কে বেইজ লাইন গবেষণা না থাকার কারণে ভাতাগ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য এই গবেষণা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার

মাধ্যমে যে সকল তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে এবং সুপারিশমালা পেশ করা হবে তার ভিত্তিতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির ত্রুটি-বিচ্যুতি জেনে কর্মসূচিকে পরিমার্জন ও সংশোধন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে এই গবেষণা উক্ত বিষয়ের ভিত্তি গবেষণা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৩। গবেষণা উদ্দেশ্যঃ গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং এর প্রভাব সম্পর্কেতথ্য সংগ্রহ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ কে সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

ক) **সাধারণ উদ্দেশ্যঃ** গ্রামীণ প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে জানা।

খ) **বিশেষ উদ্দেশ্যঃ**

২.১) প্রবীণদের জনমিতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা;
২.২) প্রবীণদের মাঝে বিদ্যমান নানাবিধ আর্থসামাজিক, মানসিক, শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে জানা;
২.৩) প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা;
২.৪) বয়স্ক ভাতার কর্মসূচির সফলতা ব্যর্থতা সীমাবদ্ধতা কর্মকৌশলের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা;
২.৫) বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ মালা পেশ করা।

৪। গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামোঃ

গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

১ম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
২য় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, নমুনায়ন ও নমুনার আকার এবং তথ্য উপস্থাপনের উপায় উপকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।
৩য় অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।
শেষ অধ্যায়ে মূলতঃ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কে আরও কার্যকর করার নিমিত্ত বেশ ১৭টি সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

৫। গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রবর্তনের মেয়াদ দুই যুগের বেশি হলেও বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। সরকারি কর্মসূচি হিসেবে বয়স্ক ভাতার উপর বেসরকারি এবং এনজিও কর্তৃক তেমন কোন স্টাডি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়নি। বাংলাদেশে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা সম্পর্কে গঠনমূলক ও গবেষণামূলক সাহিত্যের বইপত্র ও খুবই কম। আলোচ্য গবেষণায় বয়স্কভাতার কর্মসূচির প্রভাব জানার জন্য কোন বেইজ লাইন জরীপ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। গ্রাম অঞ্চলে সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা অনেক বেশি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ পরিবেশে অনেক সময় তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। গবেষণা এলাকায়

(উলিপুর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা ও কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ) আকস্মিক বন্যা আক্রান্ত হওয়ায় এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রতি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অনেক সময় মুষ্টিমেয় উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহকারীর সাথে খোলা মেলা মনে তথ্য প্রদান করেন না। তাদের মাঝে ভুল ধারণা কাজ করে যে সঠিক তথ্য দিলে হয়তোবা তাদের ভাতা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হতে পারে।

এটা স্বীকার্য যে, সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সমাজ ক্ষেত্র প্রাচীর বিহীন গবেষণাগার। অনেক সময় উত্তর দাতার সাহায্যকারী, আত্মীয়-স্বজন, ওয়ার্ডের সদস্য, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন সমাজ কর্মীদের সামনে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাদের উপস্থিতিতে উত্তরদাতাগণ স্বাধীনভাবে অনেক তথ্য, তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে কথা বলতে পারেননি।

উক্ত গবেষণার তথ্য সমগ্র বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। গবেষণা এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের কেবল ৮টি জেলা নির্বাচন করে ঐ সকল জেলার অধীন ৮টি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কারণে সমগ্র বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার কর্মসূচির প্রভাব এ গবেষণায় উঠে আসেনি।

গবেষণাটি সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। নমুনার মাধ্যমে সমগ্রক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নমুনা জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে ফলাফল অনেক সময় যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে।

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা অনেকেই শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং কথা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কথা বুঝতে পারতেন না। সে ক্ষেত্রে তার স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা পুত্র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণা প্রক্রিয়া:

এটি একটি সামাজিক গবেষণা। গবেষণাটি মূলত সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক তথ্য ও সংগ্রহ করা হয়েছে। সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি, নমুনায়ন এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত গুনবাচক তথ্য/মন্তব্য উত্তরদাতার বক্তব্য আক্ষরিকভাবে প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২ **গবেষণা এলাকাঃ** গবেষণাটি বাংলাদেশের ৩টি বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলার বয়স্ক ভাতাগ্রহীতাদের উপর পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার সময় এবং আর্থিক বরাদ্দ বিবেচনায় রেখে ৩টি বিভাগ হতে ৭টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় ভাতাভোগী উত্তর দাতার সংখ্যা ছিল ৪০ জন। মোট উত্তর দাতা ৪০*৮=৩২০ জন পুরুষ ও মহিলা। উপজেলার ২টি ইউনিয়ন হতে ২০ জন পুরুষ ও ২০ মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	ভাওয়ালগড়	১২০
			মির্জাপুর, ভবানিপুর	
	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	কাদির জঙ্গাল	
			জাফরাবাদ	
	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	কামালপুর	
			লখীন্দর	
রংপুর	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	ধামশ্রেণী	৮০
			তবকপুর	
		রৌমারী	রৌমারী	
			বন্দবের	
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়ীয়া	কালাদহ	১২০
			বাক্তা	
	নেত্রকনা	কলমাকান্দা	কলমাকান্দা	
			রংছাতিয়া	
	জামালপুর	বকশিগঞ্জ	নিলক্ষীয়া	
			ধানুয়া কামালপুর	

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় ৫৭.০১ লক্ষ বয়স্ক মহিলা ও পুরুষ বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাবধি প্রত্যক্ষভাবে কোন গবেষণা

কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। এতদবিষয়ে অত্র গবেষণাটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক এবং মাল্টি ডাইমেনশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৫৭.০১ লক্ষ বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের মধ্যে ৩২০ জন উত্তর দাতার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষক দল বিবেচনায় রেখেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মানুষের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা এক রকম নয়। একেক জেলার আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক রীতিনীতি ও মুল্যবোধ একেক রকম। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সরকারিভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ভাতাভোগী মহিলা-পুরুষ নির্বাচন করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যে অধিক পরিমাণ সাদৃশ্যতা, বৈসাদৃশ্যএবং ভিন্নতা জানার জন্য প্রথমত তিনটি প্রশাসনিক বিভাগ হতে সাতটি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য জেলা হতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্নও বিসদৃশ। তথ্যের বৈচিত্র্য, ভাতা ব্যবস্থাপনার কলা কৌশল এবং ভাতা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বহুমুখী ধারণা অর্জনের জন্য ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন উপজেলা নির্বাচন করা হয়। শহর অঞ্চলের বয়স্ক মহিলা পুরুষের জীবনে ভাতার প্রভাব কেমন তা জানার জন্য গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাচন করা হয়। হাওর অঞ্চলের বয়স্ক ভাতা গ্রহীতাদের অবস্থা, পুনর্বাসন এবং ভাতা ব্যবস্থাপনা জানার জন্য কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এবং সম্পদশালী উপজেলা ঘাটাইলে বয়স্ক ভাতা গ্রহিতাদের অবস্থা কেমন, তাদের মতামত পরামর্শ কেমন ইত্যাদি জানার জন্য টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলা নির্বাচন করা হয়।

বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা কুড়িগ্রাম। ঐ জেলার রৌমারী এবং উলিপুর বন্যা আক্রান্ত এবং নদী ভাঙ্গন উপজেলা। উক্ত দুই উপজেলায় বয়স্ক ভাতার প্রভাব এবং দরিদ্রতম বয়স্ক মানুষের অধিকার ও পুনর্বাসন অবস্থা কেমন তা জানার জন্য এই উপজেলা দুইটি নির্বাচন করা হয়। প্রসঙ্গত, রংপুর বিভাগে কুড়িগ্রামের দুইটি উপজেলাকেই গবেষণা উপজেলা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ইহার কারণ রংপুর বিভাগের অন্য জেলার কোন উপজেলা দরিদ্রতার মানদন্ডে কুড়িগ্রাম জেলার কোন উপজেলার পর্যায়ে নেই। এছাড়া গবেষণার সময় স্বল্পতা, গবেষণা এলাকার দুরুত্ব, যোগাযোগ সুবিধা বিবেচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, চরম দরিদ্রতা এবং প্রায়শ বন্যা আক্রান্ত এলাকা হিসেবে এই দুটি উপজেলা একই জেলা হতে নির্বাচন করা হয়েছে। বিশেষ ধরনের গবেষণা হিসেবে গবেষক দল এই অসামঞ্জস্যতা বিবেচনায় রেখে রংপুরের বিভাগের অন্যান্য জেলা হতে কোনো উপজেলা নির্বাচন না করে কুড়িগ্রাম হতেই দরিদ্রতম পাশাপাশি দুটি উপজেলা নির্বাচন করেছেন।

ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে ফুলবাড়িয়া একটি কৃষিভিত্তিক উপজেলা। হত দরিদ্র লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। কৃষি নির্ভর একটি উপজেলায় বয়স্ক মানুষের অধিকার ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রভাব জানার জন্য এই উপজেলাটি নির্বাচন করা হয়। কমলাকান্দা উপজেলাটি আংশিক পাহাড়ি এলাকা, আংশিক সমতল বনাম হাওড় এলাকা। এই উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নে গারো, হাজং এবং সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বয়স্ক মহিলা ও পুরুষ তাদের অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব এবং তাদের পারিবারিক অবস্থা জানার জন্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা কলমাকান্দা নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে অন্যতম দরিদ্র জেলা জামালপুর। বকশীগঞ্জ জামালপুরের একটি সীমান্তবর্তী উপজেলা এবং নদী ভাঙ্গন এলাকা। অত্র উপজেলায় দরিদ্র পরিবেশে বয়স্ক মহিলা পুরুষের পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা এবং বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থাপনায় প্রার্থী নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য এই

উপজেলা নির্বাচন করা হয়। উক্ত অসম এলাকা নির্বাচনে গবেষকদল প্রত্যাশা করেছে আটটি উপজেলা হতে প্রার্থী বাছাই বা ভাতা ব্যবস্থাপনা, ভাতা বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র ধরনের তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে। গবেষণা দলের ধারণা যথাযথ প্রমাণিত হয়েছে কারণ ভাতা ব্যবস্থাপনা, প্রার্থী সিলেকশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিটি উপজেলা সিস্টেম অন্য অপর উপজেলা থেকে অনেকটা ভিন্ন বা পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় , দুই একটি উপজেলায় প্রার্থী নির্বাচনে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা শোনা গিয়েছে। আবার দুই একটি উপজেলায় প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে করা হয়েছ। আবার দু একটি উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তাদের স্বেচ্ছাধীন বয়স্ক ভাতা প্রার্থী নির্বাচন করেছেন। মুসলিম পরিবারে বয়স্ক মানুষের সেবাযত্ন, অধিকার যতটুকু নিশ্চিত হয়েছে, তার চেয়ে গারো, হাজং পরিবারে বয়স্ক মানুষের অধিকার অধিক সুরক্ষিত রয়েছে। অঞ্চল বিশেষ, জীবন জীবিকা পদ্ধতি নির্বিশেষে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে বয়স্ক মানুষের অধিকার ও পুনর্বাসনে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা তুলনা করার জন্য অসম গবেষণা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। অসম গবেষণা এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি গবেষণায় উত্থিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্য দাতাদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা জানার জন্য ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার দিক থেকে গাজীপুর জেলা অন্য জেলাগুলোর চেয়ে সামাজিক ও আর্থিকভাবে অনেকটা উন্নত। অপরদিকে দারিদ্র্যের দিক থেকে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর প্রায় কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য বহন করে। অন্যদিকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে বয়স্ক ভাতার সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে তুলনা করার জন্য নেত্রকোনার নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা কলমাকান্দা নির্বাচন করা হয়েছে। হাওর এলাকার বসবাসরত বয়স্ক নারী পুরুষের আর্থিক অবস্থা ও ভাতার প্রভাব জানার জন্য কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলাটি নির্বাচন করা হয়েছ।

২.২.১। **গবেষণার মূল পদ্ধতিঃ**

গবেষণাটির প্রকৃতি প্রধানত সংখ্যাত্মক, যেখানে সামাজিক নমুনা সমগ্রক থেকে জরিপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাজে বয়স্ক ভাতার প্রভাব চিহ্নিত করার জন্য ফোকাস দল আলোচনা সম্পুরক পদ্ধতি অনুসরণ করে যারা ভাতার সুবিধা ভোগ করেন না এমন লোকের নিকট হতে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বয়স্ক ভাতার প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই গবেষণায় সংখ্যাবাচক পদ্ধতির প্রাধান্য রয়েছে। সংখ্যাবাচক পদ্ধতির সম্পুরক হিসেবে গ্রুপ ডিসকাশন সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালায় উত্তরদাতা প্রশ্নের লিখিত নির্ধারিত উত্তরের বাইরে কোনো অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের সুযোগ পায়নি। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য প্রবীনদের সামাজিক, আর্থিক এবং মানসিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষ করে সামাজিক এবং মানসিক অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে প্রবীন ব্যক্তিরা অত্যন্ত সংবেদনশীল। সাক্ষাৎকার প্রশ্নে উত্তর লেখা থাকার কারণে তাদের নিকট থেকে আবেগ ও মনের ব্যাকুলতা প্রসূত প্রতিক্রিয়া সার্বিকভাবে জানার সুযোগ ছিল না। সমাজে বিদ্যমান বয়স্ক মহিলা ও পুরুষেরা প্রাত্যহিক জীবনে নানা দুঃখ-কষ্ট, উৎপীড়ন, হতাশা এবং মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন। যার সাথে বয়স্ক মানুষের আবেগ, রাগ অনুরাগ ও বিরাগ জড়িত রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যের নিরিখে তাদের আবেগ, উচ্ছাস , বয়োবৃদ্ধ জীবনের আশা-হতাশা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক লোকের অধিকার সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের অবস্থা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা করা যায়। এই প্রেক্ষিতে ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাসন পদ্ধতিতে গুনবাচক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এই গবেষণায় এফজিডি ব্যবহার করা হয়েছে। ফোকাস

গ্রুপ ডিসকাশন বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ধারা হিসেবে সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গবেষণায় গুণবাচক তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য সমজাতীয় নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ৮ থেকে ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত দলের সাথে প্রবীণ অধিকার, পারিবারিক, সামাজিক অবস্থা এবং বয়স্ক ভাতা নিরাপত্তার কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। দলীয়ভাবে আলাপ-আলোচনা করে সামাজিক জীবনে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের অধিকার সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে, গ্রাম অঞ্চলের বয়স্ক মানুষের জীবনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কতটুকু উপকার বা কল্যাণ সাধন করেছে সে সম্পর্কে গুণবাচক ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে সরাসরি ভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, কৃষক, ছাত্র, সরকারী কর্মচারী এবং সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বর্গের সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আনুমানিক ২ ঘন্টা সময় আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলোঃ

(১) বয়স্ক ভাতা প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের কি রকম সহায়তা করছে;

(২) বয়স্ক ভাতার প্রার্থী বাছাই যথাযথ কিনা ;

(৩) প্রদত্ত ভাতার পরিমান যথেষ্ট কিনা।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গবেষকের প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়েছে। এই যুক্তিতেই সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির পাশাপাশি গুনাত্নক পদ্ধতি ব্যবহার করে মিশ্র পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সচেতন নাগরিক, স্থানীয় দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি বর্গ যারা বয়স্ক ভাতা পাননি ভাতা কর্মসূচি সম্পর্কে তারা মতামত এবং প্রস্তাব পেশ করেছেন। এতে সংখ্যাবাচক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও মন্তব্য ইত্যাদি গুনাত্নক তথ্যের সাথে তুলনা করে প্রাপ্ত তথ্যের অর্থাৎ ভাতার প্রভাবের অকাট্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে।

২.২.২। **নমুনায়ন এবং নমুনা আকারঃ**

এই গবেষণায় নমুনার আকার ৩২০জন প্রবীণ উত্তর দাতা। উদ্দেশ্য মূলক ভাবে ৩২০ জন বয়স্ক ভাতা ভোগকারী প্রবীণ কে চিহ্নিত করে তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত ৩২০ জন উত্তর দাতার মধ্যে অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী ছিল। গবেষণায় বৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য বর্ণিত ৩২০ জন উত্তর দাতা কে ৭ জেলার ৮টি উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন হতে নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনায়ন করা হয়েছে। গবেষণার মূল বিষয় প্রবীন অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতার প্রভাব সম্পর্কে জানা। মহিলা যাদের বয়স ৬২ এবং তার উপরে ও পুরুষ যাদের বয়স ৬৫ এবং তার উপরে উভয় শ্রেণীর উত্তরদাতার সমন্বয়ে গবেষণার সমগ্রক গঠিত হয়েছে। প্রবীণ হিসেবে মহিলা পুরুষ যারা উক্ত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন তারা এই গবেষণার উত্তরদাতা হতে পারবেন যদি তারা বয়স্ক ভাতা পান। উল্লেখ্য যে, যারা পূর্বোক্ত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন কিন্তু ভাতা পাচ্ছেন না তাদেরকে নমুনায়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুসারে গবেষক দল ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন গ্রহণ করেছেন। গবেষক দল বিবেচনা করেছেন ঐ মহিলা ও পুরুষকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে যিনি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর যথার্থ প্রতিনিধি হতে পারে। নমুনায়ন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারণীকরণ না করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা চয়ন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজন মতো যথার্থ উত্তর দাতা নির্বাচন করে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের নিকট হতে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে।

অপরদিকে দৈবচয়ন নমুনায়ন করার জন্য সকল ভাতা গ্রহীতা নামের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের বয়স লিঙ্গ ইত্যাদি বিবেচনা করে দৈবচয়ন নমুনায়ন অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বাস্তবে প্রতি ইউনিয়নে ৫০০ থেকে ৪০০০ হাজারের বেশি বয়স্ক ভাতা ভোগী রয়েছেন। দৈবচয়ন নমুনায়ন করা হলে একটি ইউনিয়নের ২০ জন উত্তর দাতা ৫-৭টি গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সম্ভবনা বেশি। নদী ভাঙ্গন, অকাল বন্যা, হাওড় এলাকায় পানি প্রবেশ, যোগাযোগের অসুবিধার কারণে এক গ্রাম হতে একজন বা দুইজন ভাতাভোগীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা বাস্তবে দূরুহ। এই গবেষণাটি বিশেষ শ্রেণির উপর গবেষণা এবং তাদের বিশেষ অবস্থা জানার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এজন্যই দৈব চয়ন পদ্ধতিতে নমুনার আকার নির্বাচন করা উক্ত গবেষণার জন্য উপযোগী হবে না মর্মে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব জানার জন্য উদ্দেশ্য মূলক নমুনার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।

ফোকাস দল আলোচনার জন্য ৫টি দল গঠন করে নির্ধারিত প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মতামত গুণবাচক তথ্য হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২.৪। **তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণঃ**

গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সমাজকর্মীর সাথে যোগাযোগ করে উত্তরদাতাদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার আগে ফুলবাড়িয়া উপজেলার বাক্তা ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুরে গ্রামে প্রশ্নমালার ফিল্ড টেস্ট করা হয়েছে। ফিল্ড টেস্ট করার পর পুনরায় প্রশ্নমালা সংশোধন করে প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.২.৫। **তথ্য সংগ্রহের উপকরণঃ**

তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলা ভাষায় ৭৬ টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। ফোকাস দলের আলোচনা সুবিধার্থে ১৫ টি মৌলিক আর্থসামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালা সূচি তৈরি করে করে উহার ভিত্তিতে আলোচনা সঞ্চালন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল বয়স্ক ভাতাভোগীদের আর্থ-সামাজিক এবং মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

তৃতীয় অধ্যায়

৩। গবেষণার ফলাফল, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনঃ

৩.১। মাঠ পর্যায়ে হতে তথ্য সংগ্রহের পর প্রাপ্ত তথ্যগুলো প্রথমে এডিটিং এবং কোডিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্যগুলো গুনাত্মক ও সংখ্যাত্নক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে সংখ্যাত্নক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। তবে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন আত্মগত, আত্মনিষ্ঠ চিন্তা প্রতিফলনের জন্য গুণাত্মক বিশ্লেষণ ও করা হয়েছে। এই গবেষণায় সংখ্যাত্নক বিশ্লেষণ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরিসংখ্যানিক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংখ্যাত্নক বিশ্লেষণে পরিমাপ ও প্রমাণ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। সংখ্যাত্নক বিশ্লেষণে গণসংখ্যা নিবেশন, শতকরা এবং সারণি ব্যবহার করা হয়েছে। সারণির মাধ্যমে উপাত্ত উপস্থাপনে এক চলক বিশিষ্ট সারণি, দুই চলক বিশিষ্ট সারণি এবং বহু চলক বিশিষ্ট সারণি ব্যবহার করা হয়েছ। ফোকাস দলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ও উত্তরদাতার মতামত আক্ষরিকভাবে (ভেরবাটিম) প্রতিবেদনে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.২। সংখ্যাবাচক তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য এসপিএসএস (স্টাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস) সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি সারনি হাতে কলমে তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্যের বৈশিষ্ট্যাবলী সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য সরাসরি (ভারভাটিম কোটেশন) সংখ্যা বাচক তথ্যের পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি নং ১

শিক্ষার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

গবেষণা এলাকার ৭টি জেলার উত্তরদাতার নিরক্ষর, স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, প্রথম শ্রেনী হতে পঞ্চম, ৬ষ্ট শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেনী এবং এসএসসি পাশ পযর্ন্ত লেখাপড়ার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে বর্ণিত ৭ জেলাতে নিরক্ষর এবং মাত্র স্বাক্ষর দিতে পারে উত্তরদাতার সংখ্যা অত্যধিক বেশি। কুড়িগ্রাম জেলায় ৮০ জনের মধ্যে ৫৭জন নিরক্ষর, ১৪জন স্বাক্ষর দিতে পারে, ৬ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছে। অপরদিকে ময়মনসিংহ জেলায় ৪০ জনের মধ্যে ২৬ জন নিরক্ষর। ১৮ জন স্বাক্ষর দিতে পারে। অবশিষ্ট ৩জন প্রথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধ্যয়ন করেছেন। ১ জন মাত্র এসএসসি পাশ করেছেন। ৭টি জেলার সার্বিক হিসেবে ৩২০ জনের মধ্যে ২৪১জন (৭৫.৩%)) নিরক্ষর। (১৫.৩%) স্বাক্ষর জ্ঞানে, (৪.১%) প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী , (২.৮%) ষষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেনী পযর্ন্ত অধ্যয়ন করেছেন। এসএসসি পাশ করেছেন মাত্র (১.৩০%)। উত্তরদাতার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট উত্তরদাতার (৩২০) জন বেশির ভাগই অর্থাৎ (৭৫.৩%) নিরক্ষর, ১৫.৩% স্বাক্ষর দিতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী পযর্ন্ত পড়েছেন ৪.১%। ১০ম শ্রেনী পযর্ন্ত ২.৮%। মাত্র ১.৩% জন এস এস সি পাশ করেছেন। লক্ষ্যনীয়, কুড়িগ্রামে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫৭) জন, ময়মনসিংহে সবচেয়ে কম ৪০ জনের মধ্যে ২৬জন।

শিক্ষা										
গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			নিরক্ষর	স্বাক্ষর	(১-৫) ক্লাস	(৬-১০) ক্লাস	এসএসসি	এইচএসসি	ব্যাচেলর-মাস্টার	মোট
জেলা	ময়মনসিংহহ	গণসংখ্যা	২৬	১০	২	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৮.১%	৩.১%	০.৬%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৩২	৫	১	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	১০.০%	১.৬%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩১	৬	১	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৯.৭%	১.৯%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩৬	২	১	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	১১.৩%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩২	৪	০	২	১	০	০	৪০
		শতকরা	১০.০%	১.৩%	০.০%	০.৬%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৫৭	১৪	৪	২	২	১	১	৮০
		শতকরা	১৭.৮%	৪.৪%	১.৩%	০.৬%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২৭	৮	৪	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৮.৪%	২.৫%	১.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৪১	৪৯	১৩	৯	৪	৩	১	১
		শতকরা	৭৫.৩%	১৫.৩%	৪.১%	২.৮%	১.৩%	০.৯%	০.৩%	০.৩%

সারণি নং ২

পুরুষ ও মাহিলা সংখা ভিত্তিক সারণি।

৩টি বিভাগের ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিং এর ৬টি জেলা হতে সমানুপাতে পুরুষ ও মহিলা উত্তরদাতার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ৪জন মহিলা উত্তরদাতাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তাদের স্থলে ৪ জন পুরুষ ভাতাভোগীর সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। এই কারণে ১৬৪ জন পুরুষ এবং ১৫৬জন মহিলা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সারণি-২ অনুসারে এ গবেষণা পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১৬৪:১৫৬। শতকরা হারে ৫১.২ অনুপাত ৪৮.৮।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			লিঙ্গ		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২০	২০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	৬.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২০	২০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	৬.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২০	২০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	৬.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	২৪	১৬	৪০
		শতকরা	৭.৫%	৫.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২০	২০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	৬.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৪০	৪০	৮০
		শতকরা	১২.৫%	১২.৫%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২০	২০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	৬.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৬৪	১৫৬	৩২০
		শতকরা	৫১.২%	৪৮.৮%	১০০.০%

সারণি ৩

বয়সের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেনী বিন্যাস

পুরুষ ভাতাভোগী ১৬৪ জনের মধ্যে ৬০-৬৪ বছরের মধ্যে বয়সী ২২জন, ৬৫-৬৯ বছর বয়সের ৭১জন, ৭০-৭৪ বছর বয়সের ৯১ জন (২৮.৪%)। ৭৫-৭৯ বছরের ৭০জন, ৮০-১০০+ বছরের মধ্যে বয়সী ৬৬জন বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে। উল্লেখ যে, ৬০ বছরের কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত হয়নি। যাদের বয়স ৬২,৬৩,৬৪ ও ৬৫++ তারা এই শ্রেনীর মধ্যে পড়েছে। ৬৫-৬৯ বছরের মধ্যে ৭১, ৭০-৭৪ বছরের মধ্যে ৯১, ৭৫-৭৯ বছরের ৭০জন, ৮০-১০০ বছরের মধ্যে ৬৬ রয়েছে। সারণি-৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭০-৭৪ বছরের মধ্যে বয়সি পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি ৯১জন। ৮০-১০০বছরের বয়সী লোক(২০.৬%)। আরো লক্ষ্যনীয় যে, ৭০-৭৪ বছরের বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৯১জন (শতকরা ২৮.৪জন)। ৬৫-৬৯ বছর বয়সি উত্তরদাতার সংখ্যা ৭১জন (শতকরা ২২.২%)। এখানে দেখা যায় যে বয়স যত বাড়ছে বয়স্ক লোকের সংখ্যা তত বাড়ছে। ৮০-১০০ বছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬৬ জন। বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে ৭০-৭৪ বছরের উত্তর দাতার সংখ্যা ৬৫-৬৯ বছরের চেয়ে বেশী।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বয়স					মোট
			৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪	৭৫-৭৯	৮০-১০০+	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	১২	১২	৮	৬	৪০
		শতকরা	০.৬%	৩.৮%	৩.৮%	২.৫%	১.৯%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	৯	১২	১০	৯	৪০
		শতকরা	০.০%	২.৮%	৩.৮%	৩.১%	২.৮%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	৬	৭	১১	১৪	৪০
		শতকরা	০.৬%	১.৯%	২.২%	৩.৪%	৪.৪%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১	৪	১৩	৯	১৩	৪০
		শতকরা	০.৩%	১.৩%	৪.১%	২.৮%	৪.১%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	৮	১৫	৬	৭	৪০
		শতকরা	১.৩%	২.৫%	৪.৭%	১.৯%	২.২%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১১	২৭	১৮	১৪	১০	৮০
		শতকরা	৩.৪%	৮.৪%	৫.৬%	৪.৪%	৩.১%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২	৫	১৪	১২	৭	৪০
		শতকরা	০.৬%	১.৬%	৪.৪%	৩.৮%	২.২%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২২	৭১	৯১	৭০	৬৬	৩২০
		শতকরা	৬.৯%	২২.২%	২৮.৪%	২১.৯%	২০.৬%	১০০.০%

সারণি নং ৪

পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস

ছয়টি জেলার মধ্যে ১জন করে সদস্য আছে এমন পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২৫ টি। ২জন করে সদস্য আছেন এরূপ পরিবার ৬৬ টি। ৩জন সদস্য আছে এমন পরিবার ৩৯ টি। ৪জন সদস্য আছে এমন পরিবার ৪৫ টি। ৫জন সদস্য সম্পন্ন পরিবার ৪২টি এবং ৬ জন সদস্য সম্পন্ন পরিবার ৪৮ টি।

সারণি ৪ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২জন সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ৬১ টি। ৪, ৫ ও ৬ জন সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট পরিবার যথাক্রমে ৪৫, ৪২ এবং ৪৮ টি। ১, ২, ৩ জন (০.৯%) সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫, ৬৬, ও ৩৯ টি। ১ ও ৩জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ৬৪ টি পরিবার। এ ধরনের পরিবারে বয়স্ক লোকেরা পারিবারিক সেবা ও সাপোর্ট কম পায়। এ সময় বয়স্ক ব্যক্তির পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাপোর্টের বেশি দরকার হয়। অপরদিকে ৪, ৫ ও ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট মোট পরিবারের সংখ্যা ১৩৫ টি। এ পরিবারগুলো মাঝারি আকারের ,যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা ও সেবা যত্ন পান। সদস্য সংখ্যা ১ ও ৩জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সদস্যগণ বিশেষ করে বয়স্কদের নিজেদের উপরই নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে ১জন সদস্যর পরিবারের বয়স্ক লোকটি একাকীত্ব ও বিষণ্নতায় ভোগে। ২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের বয়স্ক লোকজনের দেখাশোনার কোন লোক নেই। অধিকাংশ উত্তরদাতা (ভাতাভোগী) স্বামী ও স্ত্রী বাস করে। কদাচিৎ স্বামী বা স্ত্রী অন্য লোকের সাথে বাস করে।

জেলা * পরিবারের_সংখ্যা ক্রস সারণি

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			পরিবারের_সংখ্যা									
			১ সদস্য	২ সদস্য	৩ সদস্য	৪ সদস্য	৫ সদস্য	৬ সদস্য	৭ সদস্য	৮ সদস্য	৯ সদস্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩	১৪	৪	৪	৪	৬	২	২	১	৪০
		শতকরা	০.৯%	৪.৪%	১.৩%	১.৩%	১.৩%	১.৯%	০.৬%	০.৬%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৫	১৪	৫	৩	৫	৪	৩	০	১	৪০
		শতকরা	১.৬%	৪.৪%	১.৬%	০.৯%	১.৬%	১.৩%	০.৯%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	৩	৫	৫	১০	৬	৩	৪	২	৪০
		শতকরা	০.৬%	০.৯%	১.৬%	১.৬%	৩.১%	১.৯%	০.৯%	১.৩%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৪	৯	৯	৫	১	১০	২	০	০	৪০
		শতকরা	১.৩%	২.৮%	২.৮%	১.৬%	০.৩%	৩.১%	০.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৯	১০	২	৭	২	২	৭	০	১	৪০
		শতকরা	২.৮%	৩.১%	০.৬%	২.২%	০.৬%	০.৬%	২.২%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২	৯	৯	১৪	১৬	১৬	৪	৮	২	৮০
		শতকরা	০.৬%	২.৮%	২.৮%	৪.৪%	৫.০%	৫.০%	১.৩%	২.৫%	০.৬%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	৭	৫	৭	৪	৪	৬	৬	১	৪০
		শতকরা	০.০%	২.২%	১.৬%	২.২%	১.৩%	১.৩%	১.৯%	১.৯%	০.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৫	৬৬	৩৯	৪৫	৪২	৪৮	২৭	২০	৮	৩২০
		শতকরা	৭.৮%	২০.৬%	১২.২%	১৪.১%	১৩.১%	১৫.০%	৮.৪%	৬.৩%	২.৫%	১০০.০%

সারণি নং ৫

আয়ের উৎসের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

গবেষণা এলাকায় বর্ণিত সাতটি জেলা প্রধানত কৃষি প্রধান এলাকা। তাই সেখানকার উত্তরদাতারা অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক কাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের আয়ের উৎস হিসেবে ছোট ব্যবসা, চাকরি, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজ করে থাকেন। ব্যবসা বনাম অন্যান্য এবং ব্যবসা বনাম চাকরিও করেন। তারা অনেকেই একাধিক উৎস হতে আয় করেন। সারণি ৫ বিশ্লেষণে করে দেখা যায় কৃষিকাজে ১১৯ জন,অন্যান্য কাজে(মাছ ধরা, মজুরীখাটা, দোকান পাহারা, সবজির দোকান, মসজিদের খাদেম, ইমাম, দিনমজুর, দোকানদার) ১১৬ জন (৫.০%) , ছোট খাটো ব্যবসায় ৪২ জন, চাকরিজীবী, ২৯ জ্ন, কৃষি ও সেবা, চাকরি করেন ৭ জন, কৃষি ও অন্যান্য কাজে ৪ জ্ন, ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে ২জন নিয়োজিত আছেন। ব্যবসা ও চাকরি হচ্ছে তাদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস। অধিকাংশ উত্তরদাতার স্ত্রী বা ছেলে কন্যা বর্ণিত কাজ করে আয় করেন। তবে তারা জানিয়েছেন আয়ের তুলনায় তাদের পারিবারিক খরচ অনেক বেশি হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সারণি হতে দেখা যায় কৃষিকাজ প্রধান আয়ের উৎস ১১৯ জন (৩৭.২%) ভাতাভোগীর,দ্বিতীয় প্রধান আয়ের উৎস অন্যান্য কাজ কর্ম সংখ্যায় ১১৬ জন (৩৬.৩%), ব্যবসা-বাণিজ্য ৪২ জন, চাকুরিজীবী ২৯ জন, কৃষি বনাম অন্যন্য কাজ ৪জন উত্তরদাতার জীবিকা নির্বাহের উৎস। ভাতাগ্রহীতারা অধিকাংশই ভূমিহীন। মুষ্টিমেয় উত্তরদাতা খুবই অল্প পরিমাণ জমির মালিক, সেখানে তাদের বসতবাড়ি বিদ্যামান। অধিকাংশ উত্তরদাতা অন্য মানুষের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। গ্রামীণ সমাজে মাছবিক্রি, সবজিবিক্রি, মনোহারী দোকান, মোদির দোকান, গরু-ছাগলের পাইকারি ইত্যাদি কাজ ব্যবসা হিসেবে গন্য করা হয়। ভাতাগ্রহীতার ছেলে-মেয়ে ,নাতি-নাতনীরা গার্মেন্টস, রাইস মিল, দোকানে কাজ করেন। কৃষিকাজ ব্যবসা চাকরি সবই অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত। বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধা খুবই কম। অনেক সময় নিয়মিত বেতন ভাতা পায় না। মহিলা কর্মী হিসেবে মজুরি ও বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। সারণি হতে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের মাসিক আয়ের উৎস নিশ্চিত ও নির্ভরশীল নয়। যেকোনো সময় তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে হয়ে যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে ভাতাভোগী পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ শারীরিকভাবে কাজকর্ম করতে অক্ষম। ভাতাভোগীরা নিজে উপার্জন করতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। স্পষ্টত বোঝা যায় ভাতার টাকা ছাড়া ভাতাভোগীদের অন্য কোন স্থায়ী বা নিশ্চিত আয়ের উৎস নেই।

			আয়ের উৎস								মোট
			ব্যবসা	সেবা	কৃষি	অন্যান্য	সেবা ও কৃষি	কৃষি ও অন্যান্য	ব্যবসা ও অন্যান্য	ব্যবসা ও সেবা	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	৬	১৩	১৬	০	২	১	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	১.৯%	৪.১%	৫.০%	০.০%	০.৬%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১১	২	৭	১৯	০	০	১	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	০.৬%	২.২%	৫.৯%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩	৩	২৩	১০	০	১	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.৯%	৭.২%	৩.১%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	৩	২০	১৩	০	১	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.৯%	৬.৩%	৪.১%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৬	১	১২	২১	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	০.৩%	৩.৮%	৬.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১১	৮	৩৪	২০	৭	০	০	০	৮০
		শতকরা	৩.৪%	২.৫%	১০.৬%	৬.৩%	২.২%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৬	৬	১০	১৭	০	০	০	১	৪০
		শতকরা	১.৯%	১.৯%	৩.১%	৫.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪২	২৯	১১৯	১১৬	৭	৪	২	১	৩২০
		শতকরা	১৩.১%	৯.১%	৩৭.২%	৩৬.৩%	২.২%	১.৩%	০.৬%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৬

পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

অধিকাংশ ভাতাভোগীরা অসুস্থতা, শারিরীকভাবে দূর্বল এবং অতি বয়সের কারণে নিজে উপার্জন করতে পারেনা। তাদের পরিবারে পিতা, সন্তান অথবা নিজে বা অন্যান্য ব্যক্তি উপার্জন করে। সারণি ৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় ভাতাভোগীদের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হলো সন্তান সন্ততি ১৭২ জন (৫৩.৯%), ৭৮ জন (২৪.৫%) নিজেরা উপার্জন করে এবং অন্যান্য উপার্জনকারী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৪ জন (১৬.৯%)। পিতা ও মাতা এবং অন্যান্য উপার্জনকারীর সংখ্যা খুবই কম। এ তথ্য হতে বুঝা যায় ৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ১৭২ জন (৫৩.৯০%)ভাতাভোগী সন্তানের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। মাত্র ৭৮ জন ভাতাভোগী নানাবিধ কাজ করে (সারণি ৫ অনুসারে কৃষি কাজ, মোদির দোকান, কাঁচামালের দোকান পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে)। ৫৪ জন ভাতাভোগী অন্য লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য লোক বলতে সাধারণত ভাতাভোগীর ভাই, কন্যা, কন্যার জামাতা, ভাতিজা ও ভাতিজিদের গণ্য করা হয়। সন্তানের উপর নির্ভরশীল সংখ্যা শতকরা ৫৩.৯ ভাগ। যেথায় নিজে উপার্জন করে এমন ভাতাভোগীর সংখ্যা শতকরা ২৪.৫% ভাগ। এখানে লক্ষ্য করা যায় বয়স্কলোকেরা সন্তানের উপর অধিক নির্ভর করে। সন্তানদের মন মানসিকতার উপর নির্ভর করে বয়স্ক পুরুষ-মহিলার সেবা যত্ন ও আচার-আচরণ। যে সকল বয়স্ক লোক নিজে উপার্জন করে তাদের চেয়ে সন্তান নির্ভর বয়স্কলোকের অবস্থা অনেকেটাই সংবেদনশীল ও বিপদাপন্ন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			প্রধান_উপার্জনকারী							মোট
			পিতা	শিশু	অন্যান্য	স্বীয়	অন্যান্য ও স্বীয়	পিতা ও স্বীয়	শিশু ও অন্যান্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১	১৮	২	১৮	০	০	১	৪০
		শতকরা	০.৩%	৫.৬%	০.৬%	৫.৬%	০.০%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	১৯	৪	১৬	০	১	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৬.০%	১.৩%	৫.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	০	২৩	৪	৮	৩	০	১	৩৯
		শতকরা	০.০%	৭.২%	১.৩%	২.৫%	০.৯%	০.০%	০.৩%	১২.২%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৫	১৮	৪	১৩	০	০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	৫.৬%	১.৩%	৪.১%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	০	২২	৫	১১	০	২	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৬.৯%	১.৬%	৩.৪%	০.০%	০.৬%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	০	৫২	২২	৬	০	০	০	৮০
		শতকরা	০.০%	১৬.৩%	৬.৯%	১.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.১%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	২০	১৩	৬	১	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৬.৩%	৪.১%	১.৯%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৬	১৭২	৫৪	৭৮	৪	৩	২	৩১৯
		শতকরা	১.৯%	৫৩.৯%	১৬.৯%	২৪.৫%	১.৩%	০.৯%	০.৬%	১০০.০%

সারণি নং ৭

মাসিক আয়ের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

মাসিক আয়ের সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ আয় ১৫ হাজারের বেশি এবং কোনো আয় নেই, এই ৭টি স্লাবে ভাতাভোগীদের বিন্যাস করা হয়েছে। সারণিতে দেখা গিয়েছে যে মাসিক ১০০০-৩০০০ টাকা আয় করেন ৩৯ জন। ৩১০০-৫০০০ টাকা আয় করেন ৩৮ জন। ৫১০০-৭০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন ৩৪ জন। ৭১০০-৯০০০ টাকা আয় করেন ৪৬ জন (শতকরা ১৪.৪ ভাগ)। ৯১০০-১৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন ৪৬ জন এবং মোটেই আয় করেনা ৫৪ জন (শতকরা ১৬.৯ জন)। আয়ের বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণে বোঝা যায় মাসে ৯০০০ থেকে ১৫ হাজার টাকা উপার্জনকারী ৮৬ জন। শতকরা ২৬.৯% জন বয়স্ক ব্যক্তির এখনও আয় রোজগারে সংশ্লিষ্ট আছেন। মাসে ১০০০-৩০০০টাকা উপারজন সংখ্যা ৩৯ জন শতকরা ১২.২ ভাগ। মাসিক ৭১০০ টাকা থেকে ৯০০০ হাজার টাকা উপার্জনকারী বয়স্ক প্রবীণের সংখ্যা ৪৬ জন(শতকরা ১৪.৪%)। পরবর্তী শ্রেণীর আয় উপার্জনকারীর প্রায় অর্ধেক। আয়শুন্য উত্তরদাতার সংখ্যা ৩২০ জনের মধ্যে ৫৪ জন (১৬.৯%)। আয়শূন্য উত্তরদাতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আয়শূন্য প্রবীণরা সরকারি সাহায্য বা ভাতা ও আত্নীয়সজনের সহায়তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে এবং এফ জি ডি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে জানা গেছে আয়হীন প্রবীণরা প্রধানত ভাতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্য, দান, খয়রাতের উপর বেশি নির্ভর করে।

			মাসিক_আয়							মোট
			১০০০-৩০০০	৩১০০-৫০০০	৫১০০-৭০০০	৭১০০-৯০০০	৯১০০-১৫০০০	১৫০০০+	কোন আয় নাই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	৬	২	৪	৯	৪	১৩	৪০
		শতকরা	০.৬%	১.৯%	০.৬%	১.৩%	২.৮%	১.৩%	৪.১%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৯	৮	৮	৩	৬	৩	৩	৪০
		শতকরা	২.৮%	২.৫%	২.৫%	০.৯%	১.৯%	০.৯%	০.৯%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৮	২	৩	৭	৯	৪	৭	৪০
		শতকরা	২.৫%	০.৬%	০.৯%	২.২%	২.৮%	১.৩%	২.২%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	৬	৯	৪	১০	৫	৩	৪০
		শতকরা	০.৯%	১.৯%	২.৮%	১.৩%	৩.১%	১.৬%	০.৯%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	৩	৫	৭	১৪	৩	৪	৪০
		শতকরা	১.৩%	০.৯%	১.৬%	২.২%	৪.৪%	০.৯%	১.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৭	১০	৪	১৪	২৫	৩	১৭	৮০
		শতকরা	২.২%	৩.১%	১.৩%	৪.৪%	৭.৮%	০.৯%	৫.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৬	৩	৩	৭	১৩	১	৭	৪০
		শতকরা	১.৯%	০.৯%	০.৯%	২.২%	৪.১%	০.৩%	২.২%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৩৯	৩৮	৩৪	৪৬	৮৬	২৩	৫৪	৩২০
		শতকরা	১২.২%	১১.৯%	১০.৬%	১৪.৪%	২৬.৯%	৭.২%	১৬.৯%	১০০.০%

সারনি নং ০৮

জমির মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

জমির মালিকানা ও ভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের ভূমিহীন, ১-৩ শতাংশের, ৪-৭ শতাংশের মালিকানা এবং ৮ শতাংশের মালিকানা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। সারনি-৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় ভূমিহীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ জন, মাত্র বসতভিটার মালিক ৫ জন, ১-৩ শতাংশ জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি ৫৬ জন। ৪-৭ শতাংশের জমির মালিকানা ৯৬ জন। এবং ৮ শতকের বেশি মালিকানা ব্যক্তির সংখ্যা ১৪৩ জন (৪৪.৭%)। সারনি-৮ বিশ্লেষনে আরো দেখা যায় যে, ৪-৭ শতাশং ভূমি যাদের আছে তারা ও ভাতাভোগী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন (৯৬.৩০%)। ৮ শতক বা তার বেশি পরিমাণ ভূমির মালিকরাও বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কুড়িগ্রাম জেলার ২টি উপজেলার ৮০ জন ভাতাভোগীরর মধ্যে ৩৯ জন ভাতাভোগী ৮ শতাংশের বেশি জমির মালিক। অত্র সারণির মোট জমির ২৫.০০%। আরো লক্ষ্যণীয় ৪-৭ শতাংশ জমির মালিকানা সম্পন্ন ৯৬ জন (৩০%) বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। এ ভূমির পরিমাণ স্লাবে কুড়িগ্রামে ২৩ জন। নেত্রকোনা জেলায় যেথায় ৪-৭ শতকের মালিকানা সমেত ভাতাভোগির সংখ্যা ১৫ জন (৪.৭%)। টাঙ্গাইল জেলায় এ গ্রুপে তালিকাভুক্ত ভাতাভোগীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৭জন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি নীতিমালা সংশোধিত ২০১৩ অনুচ্ছেদে ০৮ এর ক্রমিক (ঙ) অনুযায়ী ভূমিহীন সেই ব্যক্তি যার জমির পরিমাণ ০.৫ একরে কম। সারণি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ৪-৭ শতাংশের এবং ৮ শতক এর বেশি জমির মালিকের সংখ্যা ১৪৩ জন। মোট ৩২০জনের মধ্যে ৩২০ জন ভাতাভোগী নীতিমালা অনুসারে ভূমিহীন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			জমির পরিমাণ					মোট
			ভূমিহীন	বাস্তুভিটা মাত্র	(১-৩) ভূমি শতাংশ	(৪-৭) শতাংশ	৮শতাংশ এর বেশি	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	০	০	৯	১২	১৯	৪০
		শতকরা	০.০%	০.০%	২.৮%	৩.৮%	৫.৯%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২	০	৬	১১	২১	৪০
		শতকরা	০.৬%	০.০%	১.৯%	৩.৪%	৬.৬%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩	২	৩	১৫	১৭	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.৬%	০.৯%	৪.৭%	৫.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৬	৩	৩	৭	২১	৪০
		শতকরা	১.৯%	০.৯%	০.৯%	২.২%	৬.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩	০	১১	১৪	১২	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.০%	৩.৪%	৪.৪%	৩.৮%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২	০	১৬	২৩	৩৯	৮০
		শতকরা	০.৬%	০.০%	৫.০%	৭.২%	১২.২%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৪	০	৮	১৪	১৪	৪০
		শতকরা	১.৩%	০.০%	২.৫%	৪.৪%	৪.৪%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২০	৫	৫৬	৯৬	১৪৩	৩২০
		শতকরা	৬.৩%	১.৬%	১৭.৫%	৩০.০%	৪৪.৭%	১০০.০%

সারণি নং ৯

বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

উত্তরদাতাদের আবাসিক অবস্থা জানার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে ভাতাভোগীরা জানান তাদের অনেকের বাসস্থান নেই অপরের আশ্রিত হিসেবে থাকে। মুষ্টিমেয় উত্তরদাতা বলেন তারা খুপরি ঘরে বসবাস করে। কিছু সংখ্যক উত্তর দাতা বলেন তারা মাটির ঘরে অর্থাৎ মাটির উপরে সন বা টিন দিয়ে ঘর করেছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতা জানান তাদের একাধিক ঘর আছে। সারণি ৯ হতে দেখা যায় ৪জন উত্তরদাতা গৃহহীন, ৬ জন খড়ের ঘরে, ২৩ জন মাটির ঘরে, ২৪৮ জন টিনের ঘরে এবং আধাপাকা ঘরে ৩৩ জন (১০.৩%) এবং পাকা ভবনে ৪জন ভাতাভোগী বসবাস করেন। বয়স্ক ভাতাভোগীদের জীবনমান পরিমাপের জন্য আবাসিক অবস্থা একটি মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সারণি ৯ বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় ২৪৮ (৭৭.৫%) জন ভাতাভোগী টিনের ঘরে, আধাপাকা ও পাকা ভবনে বাস করে ৩৭ জন (১১.৬%) ভাতাভোগী । কুড়িগ্রাম জেলায় টিনের ঘরে বসবাস করা ভাতাভোগী সংখ্যা ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০ জন (২১.৯%) টিনের ঘরে বসবাস করেন। আধা পাকা ঘরে ৩৩ জন (১০.৩%) এবং পাকা ঘরে ৪জন বাস করে। কুড়িগ্রামের ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে কেউগৃহহীন নন,পরের ঘরে বাস করে না। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম ও গাজীপুরে ভাতাভোগীদের মধ্যে কেউই গৃহহীন নন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বাসস্থানের ধরণ								মোট
			গৃহহীন	খড়ের ঘর	মাটির ঘর	সিআই শীট	অর্ধেক বিল্ডিং	বিল্ডিং	গৃহহীন ও মাটির ঘর	খড়ের ঘর ও মাটির ঘর	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	০	১	৫	৩২	১	১	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	০.৩%	১.৬%	১০.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১	০	২	৩৬	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.০%	০.৬%	১১.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১	১	০	৩২	৫	০	১	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.৩%	০.০%	১০.০%	১.৬%	০.০%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	০	৩	৮	২৯	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	০.৯%	২.৫%	৯.১%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২	০	৪	২৭	৫	১	০	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	০.০%	১.৩%	৮.৪%	১.৬%	০.৩%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	০	০	০	৭০	৯	১	০	০	৮০
		শতকরা	০.০%	০.০%	০.০%	২১.৯%	২.৮%	০.৩%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	১	৪	২২	১২	১	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	০.৩%	১.৩%	৬.৯%	৩.৮%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪	৬	২৩	২৪৮	৩৩	৪	১	১	৩২০
		শতকরা	১.৩%	১.৯%	৭.২%	৭৭.৫%	১০.৩%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ১০

টয়লেট ব্যবহারের ভিত্তিতে ভাতাভোগীর শ্রেণীবিন্যাস

বয়স্ক ভাতাভোগীদের সামাজিক অবস্থা জানার জন্য তাদের পায়খানা ব্যবহারের ধরণকে মানদন্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। ভাতাভোগী সামাজিক ও আর্থিকভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মাধ্যমে কতটুকু প্রভাবিত তা পরিমাপ করার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারণি ১০ এ দেখা যায় ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭.৫% ভাতাভোগী বাড়ির সন্নিকটস্থ ঝাড় জঙ্গাল শস্যক্ষেত, খাল-বিল পারে খোলা জায়গায় পায়খানা করে। তাদের নিজস্ব কোন পায়খানা নেই। খোলা জায়গায় পায়খানা করার ভাতাভোগীর সংখ্যা ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের জেলায় বেশি। ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহারের সংখ্যা ২৭.৫% ভাতাভোগী খোলা জায়গায় পায়খানা করে। ৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ১৮.৮% ভাতাভোগী ঝুলন্ত/কাঁচা পায়খানা (বাঁশের বেড়ার তৈরি) ব্যবহার করেন। ঝুলন্ত পায়খানার সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী কিশোরগঞ্জ জেলার ভাতাভোগীরা। এখানে ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করার সংখ্যা ৪.৭% ভাগ। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করা হয় জামালপুর ও টাঙ্গাইলে। জামালপুর ও টাঙ্গাইলে পায়খানা ব্যবহারের হার যথাক্রমে ২.৮% এবং ২.৮%। আধাপাকা বা স্লাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহার করেন ৬০.৬% ভাগ। কুড়িগ্রাম জেলায় ২০.৩% শতাংশ স্লাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্লা্বযুক্ত পায়খানা ব্যবহারকারী নেত্রকোনা জেলার ভাতাভোগীরা শতকরা ৯.১% ভাগ। অন্যান্য জেলায় ও স্লাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহার সন্তোষজনক। গাজীপুরে স্লাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহারের মাত্রা সবচেয়ে কম। পাকা পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা ১১.%। পায়খানা ব্যবহারের অবস্থা প্রমাণ করে ভাতাভোগীদের সামাজিক জীবনে বয়স্ক ভাতার প্রভাব রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			টয়লেটের_প্রকার					মোট
			খোলা জায়গা	ঝুলন্ত টয়লেট	স্ল্যাব টেইলেট	মেটালড টয়লেট	অন্যান্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১১	৩	২২	৪	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	০.৯%	৬.৯%	১.৩%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১	৯	২৭	৩	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	২.৮%	৮.৪%	০.৯%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	৭	২৯	০	২	৪০
		শতকরা	০.৬%	২.২%	৯.১%	০.০%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৮	৯	২২	১	০	৪০
		শতকরা	২.৫%	২.৮%	৬.৯%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১	১৫	১৬	৬	২	৪০
		শতকরা	০.৩%	৪.৭%	৫.০%	১.৯%	০.৬%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১	৯	৬৫	৫	০	৮০
		শতকরা	০.৩%	২.৮%	২০.৩%	১.৬%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	৮	১৩	১৯	০	৪০
		শতকরা	০.০%	২.৫%	৪.১%	৫.৯%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৪	৬০	১৯৪	৩৮	৪	৩২০
		শতকরা	৭.৫%	১৮.৮%	৬০.৬%	১১.৯%	১.৩%	১০০.০%

সারণি নং ১১

ভাতাভোগী কার আশ্রয়ে বসবাস করেন তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ভাতাভোগীরা স্বাভাবিকভাবে একা থাকতে পারেন না। অধিকাংশ উত্তরদাতা বিধবা বা বিপত্নীক। তারা কার আশ্রয়ে বসবাস করেন এমন বিষয় জানতে চাইলে তারা জানান যে কেহ ছেলে, কেহ কন্যা, কেহ স্বামী/স্ত্রী কেহ একাই এবং নিজের সন্তানসহ বসবাস করেন। সারণি ১১ বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পুত্রের আশ্রয়ে ১৪৭ জন (৪৫.৯%), কন্যার আশ্রয় ২৭ জন (৮.৪%) স্বামীর আশ্রয়ে একত্রে বসবাস করে ২৬ জন (৮.১%), নিজে বা একাকী থাকেন ১ ১১ জন (৩৪.৭%) । সারণির এ তথ্য হতে বুঝা যায় ১৪৭ জন (৪৫.৯%) ভাতাভোগী, সন্তান অর্থাৎ ছেলের আশ্রয় থাকে। কন্যার আশ্রয়ে থাকে মাত্র ২৭ জন। পুত্রের আশ্রিতের তুলনায় কন্যার আশ্রিতের পরিমান প্রায় ৫ গুণ কম। এখানে একটা বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে ১১১ জন বয়স্ক ভাতাভোগী নিজের আশ্রয়ে বসবাস করেন। তাঁরা পরিবার, স্বামী বা স্ত্রীর সাহায্য হতে বঞ্চিত। ফলশ্রুতিতে, কতিপয় ভাতাভোগী একাকীত্ব এবং বিষন্নতায় ভুগছেন মর্মে আকার-ইঙ্গিতে তাঁরা প্রকাশ করেছেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বসবাসের_আশ্রয়							মোট
			পুত্র	কন্যা	স্বামী	স্বীয়	পুত্র + স্বয়ং	পুত্র + পত্নী	পত্নী + স্বীয়	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৯	১	১১	৯	০	০	০	৪০
		শতকরা	৫.৯%	০.৩%	৩.৪%	২.৮%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১২	২	৩	২৩	০	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৮%	০.৬%	০.৯%	৭.২%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২২	৮	০	৯	১	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৯%	২.৫%	০.০%	২.৮%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৫	২	০	২৩	০	০	০	৪০
		শতকরা	৪.৭%	০.৬%	০.০%	৭.২%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২০	৩	৪	১৩	০	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	০.৯%	১.৩%	৪.১%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৪৩	৭	৫	১৯	১	৫	০	৮০
		শতকরা	১৩.৪%	২.২%	১.৬%	৫.৯%	০.৩%	১.৬%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১৬	৪	৩	১৫	০	১	১	৪০
		শতকরা	৫.০%	১.৩%	০.৯%	৪.৭%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৪৭	২৭	২৬	১১১	২	৬	১	৩২০
		শতকরা	৪৫.৯%	৮.৪%	৮.১%	৩৪.৭%	০.৬%	১.৯%	০.৩%	১০০.০%

সারনি নং ১২

পরিবারের সদস্যদের সাথে বয়স্ক ভাতাগ্রহীতার সম্পর্কের ভিত্তিতে সারণি

বিস্ময়জনকভাবে সত্য যে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক ভালো নয়। ভূমিহীন ও হতদরিদ্র পরিবারের সম্পর্কের টানাপোড়েন এটা অতি স্বাভাবিক বিষয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা অপরের কাছে সমাদৃত এবং পরিবারের রোল মডেল থাকে না। এটা চরম সত্য স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে অবহেলার পাত্র হয়ে ওঠে। দরিদ্র পরিবার কাঠামোতে ভাতাগ্রহীতার সাথে তার স্ত্রী বা স্বামীর, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনির সাথে কেমন সম্পর্ক এটি জানার জন্য প্রশ্নটি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারনি ১২ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩২ জন (১০%) ভাতাভোগী বলেছেন পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুবই ভালো। ১৪৪ জন (৪৫.১%) ভাতাভোগী বলেছেন পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল, ৮২জন (২৫.৭%) ভাতাভোগী সর্ম্পক স্বাভাবিক। অরপরদিকে ১৭ জন (৫.৩%) ভাতাভোগী পরিবারের সাথে সম্পর্ক খারাপ। ৫ জন (১.৬%) বলেছেন খুবই খারাপ। ৩৭ জন উত্তরদাতা ১১.৬% কোন মতামত দেননি। ১জন ভাতাভোগী বলেছেন ভালো ও মন্দ উভয় রকম সম্পর্ক রয়েছে। সারণি ১১ বিশ্লেষনে দেখা যায় ৩২০ জনের মধ্যে ১৭৬ জন খুব ভালো, ৩২ জন ভালো, ১৪৪ জন ভাতাগ্রহীতা বলেছেন পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো। ৮২জন বলেছেন পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক। ১৭ জন (৫.৩%) বলেছেন পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ এবং ৫জন ভাতাগ্রহীতা বলেছেন সম্পর্ক খুবই খারাপ। পরিবারের সাথে সম্পর্ক খারাপ ও খুব খারাপ এমন উত্তর দাতার সংখ্যা ২২ জন ৬.৯%। ৩৭ (১১.৬%) জন ভাতাগ্রহীতা প্রশ্নের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। এতে স্বাভাবিক যে উক্ত- ৩৭ জন (১১.৬%) ভাতাগ্রহীতার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক নেতিবাচক। সেক্ষেত্রে পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুব খারাপ ও খারাপ উত্তরদাতার সংখ্যা ২২ জন এবং মতামত দেয়নি এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৭ জন (১১.৬%)। ৩ প্রকার উত্তরদাতার মোট সংখ্যা ৬০ জন। মোট উত্তরদাতা ৩২০ এর শতকরা ১৮.৭৫% ভাগ। সারণি হতে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, জেলা ওয়ারী খুব খারাপ, খারাপ সম্পর্কের প্রায় একই মানের পর্যায়ের। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে প্রায় ১৮.৭৫% বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের পারিবারিক সম্পর্ক ভালো নয়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			সম্পর্ক_পরিবারের_সদস্য								মোট
			খুব ভালো	ভাল	স্বাভাবিক	খারাপ	খুব খারাপ	মন্তব্য নেই	স্বাভাবিক, খারাপ	ভাল, মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৯	১৬	৫	২	১	৬	০	১	৪০
		শতকরা	২.৮%	৫.০%	১.৬%	০.৬%	০.৩%	১.৯%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১০	১৭	৮	১	০	৪	০	০	৪০
		শতকরা	৩.১%	৫.৩%	২.৫%	০.৩%	০.০%	১.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১	৩২	৪	১	০	২	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	১০.০%	১.৩%	০.৩%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৬	২০	৪	১	১	৭	১	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	৬.৩%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	২.২%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১	২০	১১	৩	০	৫	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	৬.৩%	৩.৪%	০.৯%	০.০%	১.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১	২৪	৩৯	৫	৩	৮	০	০	৮০
		শতকরা	০.৩%	৭.৫%	১২.২%	১.৬%	০.৯%	২.৫%	০.০%	০.০%	২৫.১%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৪	১৫	১১	৪	০	৫	০	০	৩৯
		শতকরা	১.৩%	৪.৭%	৩.৪%	১.৩%	০.০%	১.৬%	০.০%	০.০%	১২.২%
মোট		গণসংখ্যা	৩২	১৪৪	৮২	১৭	৫	৩৭	১	১	৩১৯
		শতকরা	১০.০%	৪৫.১%	২৫.৭%	৫.৩%	১.৬%	১১.৬%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

বক্স নং-১

“জনাব নিরাশা বলেন তার মত অনেক মহিলা পুরুষ আছে যারা ভাতা পাওয়ার জন্যই ঘর সংসার করতে পারছেন। অন্যথায় হয়তো সংসার-ই টেকতনা।তিনি আবেগ ভরে বলেন বয়স্ক ভাতা না পেলে হয়তো আমার আত্মহত্যা করতে হতো। সরকার ভাতা দিয়ে আমার জীবনটা বাঁচিয়ে রাখছে। ”

বক্স নং-২

“ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন সরকার তিনি আরো উল্লেখ করেন তার ইউনিয়নে অনেক বয়স্ক মানুষ পরিবারের মধ্যে অনেকটা অবাঞ্চিত ছিল। বয়স্ক ভাতা পাওয়ার পর তাদের পারিবারিক অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। বলতে গেলে তারা পুনরবাসিত হয়েছেন”

সারণি নং ১৩

ভাতা পাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাতাভোগীর সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

পরিবারের বাইরে আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাতাভোগীর সম্পর্ক কেমন এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তারা অনেকেই খুব ভালো, স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে বলে উত্তর দেন। বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা জানান তাদের সাথে আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্ক খুব খারাপ/ভালো নয়। আবার কোনো উত্তরদাতা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মন্তব্য নাই মর্মে রিজার্ভ থাকেন। সারণি ১৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৮ (৮.৮%) জন উত্তরদাতা বলেছেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো। উত্তরদাতা ৩২০ জনের মধ্যে ১৬০ (৫০%) জন বলেছেন সম্পর্ক ভালো। ১১১ (৩৪.৭%) জন উত্তরদাতা বলেছেন আত্মীয়দের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদ্যমান। খারাপ সম্পর্কের কথা বলেছেন যথাক্রমে ৯জন (২.৮%), মন্তব্য নেই এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ১১ জন (৩.৪%)। খারাপ ও খুব খারাপ, মন্তব্য নেই এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হতে বুঝা যায় ভাতাভোগীদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কে গরমিল রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা যত্নের জন্য আত্মীয়-স্বজনের সাপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, তারা শারীরিক অসুবিধার সাথে সাথে মানসিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের সাপোর্ট বয়স্ক ব্যক্তির জন্য সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। বিশ্লেষণে আরো দেখা যাচ্ছে যে, জামালপুর, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইলে আত্মীয় স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক নেই। আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক থাকলে বয়স্ক ব্যক্তিদের সুরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়সী মানুষের জন্য আত্মীয় স্বজনের সমর্থন অত্যাবশ্যক। তথ্য সংগ্রহকালে বিভিন্ন আলোচনায় স্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের বাস্তব জ্ঞান থেকে এই কথাগুলো বলেছেন।

			আত্মীয় স্বজনের সাথে সর্ম্পক						মোট
			খুব ভাল	ভাল	স্বাভাবিক	খারাপ	খুব খারাপ	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৫	১৮	১৬	১	০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	৫.৬%	৫.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৮	২২	১০	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.৫%	৬.৯%	৩.১%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	২৯	৯	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	৯.১%	২.৮%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৪	২২	১১	০	০	৩	৪০
		শতকরা	১.৩%	৬.৯%	৩.৪%	০.০%	০.০%	০.৯%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২	২৫	৯	২	০	২	৪০
		শতকরা	০.৬%	৭.৮%	২.৮%	০.৬%	০.০%	০.৬%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২	৩২	৩৯	৩	০	৪	৮০
		শতকরা	০.৬%	১০.০%	১২.২%	০.৯%	০.০%	১.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৫	১২	১৭	৩	১	২	৪০
		শতকরা	১.৬%	৩.৮%	৫.৩%	০.৯%	০.৩%	০.৬%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৮	১৬০	১১১	৯	১	১১	৩২০
		শতকরা	৮.৮%	৫০.০%	৩৪.৭%	২.৮%	০.৩%	৩.৪%	১০০.০%

সারণি নং ১৪

ভাতা ভোগীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রাপ্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগীদের সামাজিক অবস্থা জানার জন্য এই প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিবারবেষ্ঠিত সামাজিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক যেকোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তাদের মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি করে এবং একাকীত্বের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে। গবেষণা এলাকা বা জেলায় সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করার রীতি রয়েছে। বিবাহ, মুসলিমদের জন্য ধর্ম সভা ও পুজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যাওয়া অনেকটা সামাজিক সম্মানের বিষয়। এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় ৩২০ জনের মধ্যে নিয়মিত ৬৪ জন (২০%), ৫২ জন (১৬.৩%) মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানে দাওয়াত পান। কদাচিৎ দাওয়াত পান ১৪৯ (৪৬.৬%), ৪১ জন (১২.৮%) উত্তরদাতা জানান যে তাঁরা কখনো আমন্ত্রণ পান না। ১৪ জন (৪.৪%) উত্তরদাতা এ ব্যাপারে কোন উত্তর দেননি। ৩২০জনের মধ্যে ২৬৫ জন আমন্ত্রন পান। এটা সমাজের একটি ইতিবাচক দিক। ভাতাভোগীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সামাজিক রীতি হিসেবে তারা আমন্ত্রণ পান। ৪১ জন সমাজের বাসিন্দা তারা আমন্ত্রণ পাচ্ছে না। এর কারণটা স্পষ্টভাবে কোন উত্তরদাতা বলেননি। আমন্ত্রণ না পাওয়াটাই একটি সামাজিক রীতি বা প্রথার ব্যত্যয়। এরকম নেতিবাচক অবস্থার কারনাবলী পরোক্ষভাবে ভাতাভোগীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত। অপরদিকে যে ২৬৫ জন ভাতাভোগী আমন্ত্রণ পাচ্ছেন তারা সামাজিকভাবে সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ। তারা নিজেদের সমাজে সম্মানিত বোধ করেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			আমন্ত্রণ_থেকে_সামাজিক_ফেকশন					মোট
			নিয়মিত	মাঝে মাঝে	কদাচিৎ	কখনও না	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৮	২	২৭	৩	০	৪০
		শতকরা	২.৫%	০.৬%	৮.৪%	০.৯%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৮	৩	২৫	৪	০	৪০
		শতকরা	২.৫%	০.৯%	৭.৮%	১.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৩	১৪	১৩	০	০	৪০
		শতকরা	৪.১%	৪.৪%	৪.১%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১০	৫	১১	১৩	১	৪০
		শতকরা	৩.১%	১.৬%	৩.৪%	৪.১%	০.৩%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৮	৪	২৫	২	১	৪০
		শতকরা	২.৫%	১.৩%	৭.৮%	০.৬%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৬	১৭	৩৫	১৩	৯	৮০
		শতকরা	১.৯%	৫.৩%	১০.৯%	৪.১%	২.৮%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১১	৭	১৩	৬	৩	৪০
		শতকরা	৩.৪%	২.২%	৪.১%	১.৯%	০.৯%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৬৪	৫২	১৪৯	৪১	১৪	৩২০
		শতকরা	২০.০%	১৬.৩%	৪৬.৬%	১২.৮%	৪.৪%	১০০.০%

সারণি নং ১৫

সমাজে শিক্ষা, সমিতি, ধর্মীয় কোন বড় অনুষ্ঠানে ভাতাভোগীর সুপারিশ গ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

সমাজে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, স্কুল, হাই স্কুল, কল্যাণ সমিতির বিষয়ে অংশগ্রহণ এবং তাদের মূল্যায়ন কেমন হয় তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। সারণি ১৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫৫ (১৭.২%) জন উত্তরদাতার মতামত প্রায়শ গ্রহণ করা হয়। ১১৪ জন (৩৫.৬%) মতামত/পরামর্শ মাঝে মাঝে গৃহীত হয়। ৪৪ জন (১৩.৮%) মতামত বা সুপারিশ কদাচিৎ গৃহীত হয়। ৭৯ জন (২৪.৭%) উত্তরদাতার সুপারিশ কখনো গ্রহণ করা হয় না। ২৮ জন (৮.৮%) উত্তরদাতা এ প্রশ্নের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। সারণিতে উল্লেখিত তথ্য অনুসারে ২১৩ জনের মতামত বা সুপারিশ সমাজে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়। ২১৩ জন (৬৬.৫৬%) উত্তরদাতা সামাজিক কাজকর্মে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ, মতামত প্রদান তাদের বার্ধক্য জীবনকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। অপরদিকে ১০৭ জন উত্তরদাতা বয়স্ক ভাতার দ্বারা কোনভাবে জীবন নির্বাহ করছে কিন্তু সমাজে তারা তেমন অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য সমাজে বিদ্যমান প্রধান প্রধান সিস্টেমের সাথে ভাতাভোগীদের সম্পৃক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে মর্মে এ সারনী হতে বুঝা যায়। সামাজিক কল্যাণ, সমাজ সংগঠন এবং সামাজিক উন্নয়ন কাজকর্মে ভাতাভোগীদের অংশগ্রহণ এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা								মোট
			প্রায়শ	মাঝে মাঝে	কদাচিৎ	কখনও না	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১	২৪	০	১১	৪	৪০
		শতকরা	০.৩%	৭.৫%	০.০%	৩.৪%	১.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৬	১৬	৬	১১	১	৪০
		শতকরা	১.৯%	৫.০%	১.৯%	৩.৪%	০.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৮	১৭	৪	০	১	৪০
		শতকরা	৫.৬%	৫.৩%	১.৩%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৫	১২	৭	১৬	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	৩.৮%	২.২%	৫.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৮	১৪	৩	১৪	১	৪০
		শতকরা	২.৫%	৪.৪%	০.৯%	৪.৪%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১০	২২	১৫	২১	১২	৮০
		শতকরা	৩.১%	৬.৯%	৪.৭%	৬.৬%	৩.৮%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৭	৯	৯	৬	৯	৪০
		শতকরা	২.২%	২.৮%	২.৮%	১.৯%	২.৮%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৫৫	১১৪	৪৪	৭৯	২৮	৩২০
		শতকরা	১৭.২%	৩৫.৬%	১৩.৮%	২৪.৭%	৮.৮%	১০০.০%

সারণি নং ১৬

ভাতাভোগীদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

বয়স্ক ভাতাভোগীরা দৈনন্দিন জীবনে পরিবারে কি, কি কাজ করেন এই বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্নটি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে কাজটি উত্তরদাতা পরিবারে বেশি বেশি এবং সব সময় করেন, কাজটি তার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সেই কাজটি উত্তরদাতার নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নমালায় উল্লেখিত নয়টি কাজই গ্রামীণ সমাজের মহিলা ও পুরুষরা করেন। সারণি ১৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২২ জন (৬.৯%) উত্তরদাতা বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া করেন, ৫০জন (১৫.৬%) উত্তরদাতা হাট-বাজার করেন। ৩১জন (৯.৭%) উত্তর দাতা পরিবারে নাতি-নাতনির সাথে সময় কাটান। অপরদিকে ২৭জন (৮.৪%)ঘরে গৃহস্থালি কাজ করেন ২০জন (৬.৩%) উত্তরদাতা ঘর ধোয়া মুছার কাজ করেন। ১৫ (৪.৭%) জন উত্তরদাতা কাপড়-চোপড় ধৌত করে। ৩৯জন (১২.২%) উত্তরদাতা রান্না করেন। উল্লেখ্য, ঘরে রান্নার কাজ অধিকাংশ বয়স্ক মহিলারাই করেন। লক্ষণীয় যে ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০জন (২১.৯%)উত্তরদাতা বয়সজনিত কারণে কোন কাজই করতে পারে না। তারা শারীরিকভাবে কাজ করতে অক্ষম। ৪৬জন (১৪.৪%)উত্তর দাতা অন্যান্য কাজ করে। অন্যান্য কাজের মধ্যে সংসারের কাজে সহযোগিতা করা, রান্নাবান্নায় জোগাড়ে হিসেবে কাজ করা , বাচ্চা লালন পালন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করা। হাঁস-মুরগি দেখা এবং সামান্য শাক সবজির চাষ করা সহ ছোটখাটো কাজকর্ম করা।

ছেলে-মেয়েকে স্কুলে আনা নেয়া করছেন ২২ জন উত্তরদাতা। ৫০ জন উত্তরদাতা পরিবারের জন্য হাট বাজার করেন। ৩১ জন উত্তরদাতা বাড়িতে অবস্থানরত নাতি-নাতনির সাথে সময় কাটান। চিন্তার বিষয় যে, উক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যায় ৭০ জন (২১.৯ %)উত্তরদাতা বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোন কাজ করতে পারেন না। শারীরিক অক্ষমতার কারণে তারা বর্তমানে পরিবারে কোনরকম অবদান রাখতে পারছেন না। শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাঁরা ভাতাভোগী পরিবারের কাছে অনেকটা অবহেলার পাত্র হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। ভাতা ভোগী নিজেও শারীরিক অক্ষমতাকে তার অসহায়ত্বের একটা অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			কার্যক্রম_এ_পরিবার_সেবা_৩১									মোট
			শিশুদের স্কুলে নিয়ে যায়	কেনাকাটা করে	সন্তানের সাথে সময় কাটায়	কাজ করে	ঘর পরিষ্কার করে	কাপড় ধোয়	রান্না করে	কাজ করতে অক্ষম	অন্যান্য	
জেলা	ময়মনসিং	গণসংখ্যা	৪	১১	৫	৩	৩	৩	৩	৫	৩	৪০
		শতকরা	১.৩%	৩.৪%	১.৬%	০.৯%	০.৯%	০.৯%	০.৯%	১.৬%	০.৯%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৪	৮	২	৩	৩	৩	৪	৮	৫	৪০
		শতকরা	১.৩%	২.৫%	০.৬%	০.৯%	০.৯%	০.৯%	১.৩%	২.৫%	১.৬%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	৭	৭	৪	৩	৩	৩	৭	৪	৪০
		শতকরা	০.৬%	২.২%	২.২%	১.৩%	০.৯%	০.৯%	০.৯%	২.২%	১.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	৪	৩	৬	১	২	৫	৬	১০	৪০
		শতকরা	০.৯%	১.৩%	০.৯%	১.৯%	০.৩%	০.৬%	১.৬%	১.৯%	৩.১%	১২.৫%
	কিশোরগং	গণসংখ্যা	১	৩	৬	১	৮	২	৯	৯	১	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.৯%	১.৯%	০.৩%	২.৫%	০.৬%	২.৮%	২.৮%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৭	১৫	৬	৫	১	১	৭	২৫	১৩	৮০
		শতকরা	২.২%	৪.৭%	১.৯%	১.৬%	০.৩%	০.৩%	২.২%	৭.৮%	৪.১%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১	২	২	৫	১	১	৮	১০	১০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.৬%	০.৬%	১.৬%	০.৩%	০.৩%	২.৫%	৩.১%	৩.১%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২২	৫০	৩১	২৭	২০	১৫	৩৯	৭০	৪৬	৩২০
		শতকরা	৬.৯%	১৫.৬%	৯.৭%	৮.৪%	৬.৩%	৪.৭%	১২.২%	২১.৯%	১৪.৪%	১০০.০%

সারণি নং ১৭

পরিবারের সদস্যরা ভাতাভোগিদের কোন দৃষ্টিতে দেখেন সেই ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাগ্রহীতার পরিবারে যারা বসবাস করেন তাদের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাতাভোগীর প্রতি মনোভাব কেমন তা পরিমাপ করার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়। সারণি ১৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৯৬ জন (৩০%) ভাতাভোগী-কে পরিবারের সদস্যরা খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখেন। ১৮৭ জন (৫৮.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই দেখে। ৩২ জন (১০%) উত্তরদাতা বলেছেন পরিবারের সদস্যরা তাদের বোঝা মনে করে। ৪ জন (১.৩%) উত্তরদাতা তাদের কোনো মতামত প্রদান করেননি। লক্ষ্যনীয় যে নেত্রকোনা জেলায় কলমাকান্দা উপজেলায় কাউকে বোঝা মনে করা হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, কলমাকান্দার ২টি ইউনিয়নের মাঝে তিনটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধিবেষ্টিত এলাকা। সেখানে গারোও হাজংরা বাস করে। পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধ অত্যন্ত দৃঢ়। অপরদিকে অন্য একটি ইউনিয়ন হিন্দু প্রধান এলাকা, উত্তরদাতারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ধর্মীয় দিক থেকে তারা পিতা মাতাকে দেবতুল্য সম্মান করে। ধারণা করা যায় ধর্মীয় প্রভাবের কারণে হিন্দুরা বয়স্ক ব্যক্তিদের বোঝা মনে করেন না। শতকরা ১০ ভাগ বয়স্ক নারী-পুরুষ পরিবারের নিকট বোঝা হিসেবে গণ্য হয়। এটা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি স্বরূপ। পরিবার বয়স্ক পুরুষ- মহিলার ঐতিহ্যবাহী বার্ধক্যের জীবনের আশ্রয়। সরকারি সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকরণে পরিবারের সহযোগিতা আবশ্যক। ১৮৭ জনের উত্তরদাতা জানিয়েছেন সম্পর্ক স্বাভাবিক। স্বাভাবিক সম্পর্ক বয়স্ক ব্যক্তির কাছে কাঙ্খিত। তারা আরো আন্তরিক ও মানবিক সম্পর্ক প্রত্যাশা করে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা								মোট
			গুরুত্ব সহকারে	স্বাভাবিক	বোঝা	মন্তব্য নেই	অন্যান্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৭	২৮	৫	০	০	৪০
		শতকরা	২.২%	৮.৮%	১.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৪	২০	৫	১	০	৪০
		শতকরা	৪.৪%	৬.৩%	১.৬%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৪	২৬	০	০	০	৪০
		শতকরা	৪.৪%	৮.১%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৫	১৫	৬	৩	১	৪০
		শতকরা	৪.৭%	৪.৭%	১.৯%	০.৯%	০.৩%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১১	২২	৭	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	৬.৯%	২.২%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৪	৫৮	৮	০	০	৮০
		শতকরা	৪.৪%	১৮.১%	২.৫%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২১	১৮	১	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৬%	৫.৬%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৯৬	১৮৭	৩২	৪	১	৩২০
		শতকরা	৩০.০%	৫৮.৪%	১০.০%	১.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারনী নং ১৮

পরিবারের সদস্যের সাপোর্টের ভিত্তিতে সারণি

সাধারণত সামাজিক বাস্তবতা হতে দেখা যায় পরিবারের সকল সদস্য সমানভাবে বয়স্ক সদস্যেকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন না। এটা স্বীকার্য যে, প্রত্যেক পরিবারে দু একজন সদস্য কনিষ্ঠ/বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য থাকেন যিনি বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা বেশি করেন। পরিবারের উত্তরদাতাকে বেশি সাপোর্ট করে এটা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়েছে। সারণি ১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২৬ জন (৩৯.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন পুত্র/পুত্রগণ বেশি সাপোর্ট করেন। ৬৬ জন (২০.৬%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন উত্তরদাতার স্ত্রী সাপোর্ট করেন। ৯জন উত্তরদাতা বলেছেন পুত্রবধু বেশি সাপোর্ট করেন। ৯ জন (২.৮%) বলেছেন নাতি/নাতনি বেশি সহযোগিতা করেন। ছেলে, কন্যা, স্ত্রী ও পুত্রবধুর বাহিরের অন্যান্য লোকেরা সাহায্য করে এমন উত্তর দিয়েছে ২৫ জন (৭.৮%)। বিশ্লেষনে দেখা যায় পুত্রের সমর্থন ১২৬ (৩৯.৪%) এক্ষেত্রে স্ত্রীর সমর্থন পায় মাত্র ৬৬ জন (২০.৬%)। ছেলের সমর্থনের তুলনায় স্ত্রীর সাপোরটের পরিমান অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি। ছেলের সমর্থন স্ত্রীর সমর্থন চেয়ে (২০.৬%-৩৯.৪)=১৮.৮% বেশি। এখানে লক্ষ্যনীয় পুরুষ ভাতাভোগিরা বেশি সমর্থন পায় স্ত্রীর নিকট থেকে। এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা দেখা যাচ্ছে, বযস্ক পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পুত্রের সাপোর্ট বেশি পাচ্ছে। আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা হিবেসে ধরা যায় যে, সামাজিকভাবে পুত্রবধুদের কোনোদিনও আপন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না। এ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩২০জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৯জন (২.৮%)ভাতাভোগি পুত্র বধুর সাপোর্ট পান। ৪৪জন (১৩.৮%) কন্যা ভাতাগ্রহীতা পিতা মাতাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন। এখানে এটা স্বীকৃত যে, কন্যা সর্বদাই পিতা মাতার সেবা সাপোর্টে তৎপর ও আন্তরিক।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা		পরিবার_সমর্থন_৩৩																	মোট
		পুত্র	স্ত্রী	কন্যা	মেয়ের জামাই	নাতি/নাতনি	অন্যান্য	১+২+৩	১+২	১+৩	২+৩	১+২+৩+৪	৩+৫	৪+৫	২+৬	১+২+৬	১+৩+৪	১+৪	
জেলা	ময়মনসিং	২১	৪	৩	৪	২	৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		৬.৬%	১.৩%	০.৯%	১.৩%	০.৬%	১.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	১৪	১১	২	২	১	৬	০	৩	০	০	১	০	০	০	০	০	০	৪০
		৪.৪%	৩.৪%	০.৬%	০.৬%	০.৩%	১.৯%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	১৮	৯	১০	১	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		৫.৬%	২.৮%	৩.১%	০.৩%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	১১	১৬	৭	০	০	২	০	০	২	২	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		৩.৪%	৫.০%	২.২%	০.০%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.৬%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	১৯	৯	২	১	২	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১	৪০
		৫.৯%	২.৮%	০.৬%	০.৩%	০.৬%	১.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	৩৩	১৩	১৬	০	১	১	২	১২	২	০	০	০	০	০	০	০	০	৮০
		১০.৩%	৪.১%	৫.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.৬%	৩.৮%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	১০	৪	৪	১	৩	৩	১	৩	৩	৩	১	১	১	১	১	০	০	৪০
		৩.১%	১.৩%	১.৩%	০.৩%	০.৯%	০.৯%	০.৩%	০.৯%	০.৯%	০.৯%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		১২৬	৬৬	৪৪	৯	৯	২৫	৩	১৮	৭	৫	২	১	১	১	১	১	১	৩২০
		৩৯.৪%	২০.৬%	১৩.৮%	২.৮%	২.৮%	৭.৮%	০.৯%	৫.৬%	২.২%	১.৬%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ১৯

অবসর সময়ে ভাতাভোগীদের বিনোদনমূলক কাজের ভিত্তিতে সারণি

বয়সের কারণে অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা নানাবিধ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ লোক বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন (দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর-২০২৩)। এরূপ মানসিক অবস্থায় চিত্ত বিনোদনের জন্য ভাতাভোগীরা কি কি কাজ করেন সেটি জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি চিত্ত বিনোদনমূলক কাজের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্নমালায় প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে হতে তারা উত্তর দিয়েছেন। সারণি ১৯ পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭৮ জন (৫৫.৬%) উত্তরদাতা খোশগল্প করে অবসর সময় কাটান। ১১ জন (৩.৪%) উত্তরদাতা টিভি দেখেন। ৪জন (১.৩%) উত্তরদাতা নানা বিষয়ে ধর্মীয় বই পত্র পড়ে অবসর সময় কাটান। ১১৭ জন (৩৬.৬%) উত্তরদাতা অন্যান্য কাজ করে সময় কাটান। উল্লেখ্য অন্যান্য কাজের মধ্যে এবাদত করা, মাছ ধরা, ঘরে ছোটখাটো কাজ করা, ছাগল ও গরু পোষা, নাতি-নাতনীর সাথে সময় দেয়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সারণি ১৯ বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে ১৭৮ জন ভাতাভোগী আলাপ-আলোচনা করে দিন কাটায়। বয়স্ক মানুষের জন্য বয়স উপযোগী কোন চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম নয়। বাধ্য হয়ে তারা সময় কাটানোর জন্য ঘরের বাইরে দোকান, চা স্টলে খোশ গল্প করে সময় কাটান। এখানে বিশেষভাবে ভাতাভোগী বয়স্ক পুরুষ মহিলাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। যদিও চিত্ত বিনোদন তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার। ১১ জন (৩.৪%) উত্তরদাতা টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে অবসর সময় কাটান। ৪ জন উত্তরদাতা বলেছেন তারা বই পড়েন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য যায় যে, করা অধিকাংশ উত্তরদাতা নিরক্ষর এবং বয়সের কারণে অনেক পড়তেও পারেন না। ১১৭ জন অন্যান্য কাজ করে অবসর সময় কাটান। তবে তাদের সাথে এবং অন্যান্য অবস্থা পর্যবেক্ষণে বুঝা গিয়েছে গ্রামীণ জীবনে বর্তমান চিত্ত বিনোদনমূলক কাজের কোন ব্যবস্থা নেই। সুদূর অতীতে গ্রাম অঞ্চলে নানা প্রকার খেলাধুলা গান-বাজনা জারি গান, সারি গান, দলীয় গান, নাটক প্রচলন ছিল। বর্তমানে এ সকল আনন্দময় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বিনোদন_অবসর_সময়						মোট
			খোশগল্প	টিভি দেখা	বই পড়া	অন্যান্য	খোশগল্প, টিভি দেখা	খোশগল্প ও অন্যান্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২৯	১	১	৮	০	১	৪০
		শতকরা	৯.১%	০.৩%	০.৩%	২.৫%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২৬	১	০	১৩	০	০	৪০
		শতকরা	৮.১%	০.৩%	০.০%	৪.১%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২০	৩	১	১৬	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	০.৯%	০.৩%	৫.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৫	১	২	২০	০	২	৪০
		শতকরা	৪.৭%	০.৩%	০.৬%	৬.৩%	০.০%	০.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩১	২	০	৭	০	০	৪০
		শতকরা	৯.৭%	০.৬%	০.০%	২.২%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৫১	৩	০	২১	৫	০	৮০
		শতকরা	১৫.৯%	০.৯%	০.০%	৬.৬%	১.৬%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৬	০	০	৩২	২	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	০.০%	০.০%	১০.০%	০.৬%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৭৮	১১	৪	১১৭	৭	৩	৩২০
		শতকরা	৫৫.৬%	৩.৪%	১.৩%	৩৬.৬%	২.২%	০.৯%	১০০.০%

সারণি নং ২০

সমাজ কর্তৃক ভাতাভোগীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সারণি

সমাজে ভাতাভোগীদের অবস্থান, ভাতাভোগী নন তাদের চেয়ে ভিন্ন। যারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন সমাজের মানুষ তাদেরকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেন। তাদের মূল্যায়ন কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়। ভাতাভোগীদের প্রতি সমাজের মানুষ কেমন আচরণ করেন বা কোন ভাবে দেখে তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়েছে। সারণি ২০ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২২৩ জন (৬৯.৭%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা সমাজে আন্তরিকভাবে সমাদৃত এবং গৃহীত হচ্ছেন। ৩১ জন (৯.৭%) উত্তরদাতা বলেছেন সমাজে তাদের লোকদেখানো সম্মান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সমাজের মানুষের প্রকৃত আচরণ নয়। ১৮ জন (৫.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা সমাজে অবহেলার শিকার হচ্ছেন। সমাজের অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে অবহেলা ও ঘৃণাভরে দেখেন। ১৪ জন (৪.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতাভোগী হিসেবে তারা সমাজে উপেক্ষিত। অনেকেই তাদের পরিহার করে চলে। ৩ জন (০.৯%) ভাতাভোগী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। সারণিটির সার্বিক চিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সমাজে ৩২০ জন ভাতাভোগির মধ্যে ২৪৩ জন (৬৯.৭%) উত্তরদাতা আন্তরিকভাবে গৃহীত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৯৭ জন (৩০.৩০%) ভাতাভোগী হিসাবে সমাজে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছেন না। ভাতাভোগী লোক হিসেবে সমাজে তার কোন প্রভাব বা মূল্যায়ন নেই। এটা স্বীকার্য যে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের সামাজিক অবস্থান খুবই দুর্বল। তারা সামাজিক দিক হতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। সামাজিক স্বীকৃতি, মূল্যায়ন এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া তাদের প্রত্যাশিত হলেও তা পাচ্ছেন না। সামাজিক অবহেলা বা সামাজিক পরিহার ভাতাভোগীদের সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ প্রত্যেক জেলায় ৬ জন ভাতাভোগি বলেছেন তাদেরকে লোক দেখানো সমাদর ও সম্মান করা হয়। কিশোরগঞ্জের ৫জন উত্তরদাতা বলেছেন তাদের অবহেলার চোখে দেখা হয়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			মূল্যায়ন_সমাজ_৩৫						মোট
			আন্তরিকভাবে	লোক দেখানো	অবজ্ঞার সাথে	এরিড়ে চলে	মন্তব্য নেই	আন্তরিকভাবে, লোকদেখানো	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩২	৪	১	৩	০	০	৪০
		শতকরা	১০.০%	১.৩%	০.৩%	০.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২৯	৬	১	৪	০	০	৪০
		শতকরা	৯.১%	১.৯%	০.৩%	১.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩৮	২	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	১১.৯%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	২১	৬	৪	১	৭	১	৪০
		শতকরা	৬.৬%	১.৯%	১.৩%	০.৩%	২.২%	০.৩%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২৬	৬	৫	৩	০	০	৪০
		শতকরা	৮.১%	১.৯%	১.৬%	০.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৫০	৬	৫	৩	১৬	০	৮০
		শতকরা	১৫.৬%	১.৯%	১.৬%	০.৯%	৫.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২৭	১	২	০	১০	০	৪০
		শতকরা	৮.৪%	০.৩%	০.৬%	০.০%	৩.১%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২২৩	৩১	১৮	১৪	৩৩	১	৩২০
		শতকরা	৬৯.৭%	৯.৭%	৫.৬%	৪.৪%	১০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ২১

শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগীরা বয়সজনিত কারণে নানারকম রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত। বার্ধক্যজনিত রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, দৃষ্টিহীনতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ডিমেন্সিয়া, বাত্বজর, শরীর ব্যাথা, ইত্যাদি রোগে ভুগছেন। ভাতাভোগীদের সামাজিক অবস্থার সাথে তাদের শারীরিক অবস্থাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাতাভোগীদের জীবন, শারীরিকভাবে কি অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। সারণি ২১ হতে দেখা যায় উত্তরদাতারা বলেছেন তারা ভালো আছেন। ১৩৯ জন (৪৩.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা মোটামুটি ভালো আছেন। ১৩০ জন (৪০.৬ %) উত্তরদাতা বলেছেন তারা শারীরিকভাবে ভালো নেই। তারা বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসা করারও ওষুধ পত্র কেনার মত সামর্থ্য তাদের নেই। ১৫ জন (৪.৭%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। তারা অনেকেই ধারাবাহিক রোগে আক্রান্ত। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজে চলতে পারে না, হাত পা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় মাত্র ৩৬ জন (১১.৩%) উত্তরদাতা ভালো অবস্থায় আছেন। অবশিষ্ট ৩২০ জনের মধ্যে ২৮৪ জন (৮৮.৭৫%) ভাতাভোগী শারীরিকভাবে ভালো নেই। ভাতাভোগীর অধিকার রক্ষা ও পূর্ণবাসনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের সুস্থতা, সক্ষম ও স্বাভাবিক শারীরিক অবস্থা। ভাতাভোগীদের ভাল না এ অবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৭ জন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ময়মনসিংহ ২৩ জন খুবই খারাপ অবস্থায় আছেন ১৫ জন (৪.৭%) ভাতাভোগী। তার মধ্যে টাঙ্গাইলে ৬ জন এবং কিশোরগঞ্জে ৪ জন। নেত্রকোনায় কোন উত্তরদাতার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			শারীরিক_পরিস্থিতি				মোট
			ভাল	মোটামুটি	ভাল না	খুব খারাপ	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১	১৫	২৩	১	৪০
		শতকরা	০.৩%	৪.৭%	৭.২%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২	২০	১৭	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	৬.৩%	৫.৩%	০.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৯	২৫	৬	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	৭.৮%	১.৯%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	১৫	১৬	৬	৪০
		শতকরা	০.৯%	৪.৭%	৫.০%	১.৯%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	২০	১২	৪	৪০
		শতকরা	১.৩%	৬.৩%	৩.৮%	১.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১১	৩১	৩৭	১	৮০
		শতকরা	৩.৪%	৯.৭%	১১.৬%	০.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৬	১৩	১৯	২	৪০
		শতকরা	১.৯%	৪.১%	৫.৯%	০.৬%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৩৬	১৩৯	১৩০	১৫	৩২০
		শতকরা	১১.৩%	৪৩.৪%	৪০.৬%	৪.৭%	১০০.০%

সারণি নং ২২

ভাতাভোগীরা যে সকল রোগে ভুগছেন তার ভিত্তিতে সারণি

শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক ভাতাভোগীরা বলেছেন তারা বড় ধরনের নানারকম রোগে ভুগতেছেন। তারা দুরারোগ্য যে সকল রোগে ভুগছেন সে সম্পর্কে জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়। প্রশ্নের উত্তরে ভাতাভোগীরা জানান তারা বার্ধক্য জনিত রোগ, শারীরিক অক্ষমতা, দৃষ্টিহীনতা, সাধারণ অসুস্থতা, ক্যান্সার, এজমা অন্যান্য নানাবিধ রোগে ভুগছেন। সারণি ২২ বিশ্লেষনে দেখা যায় ৫৭ জন (১৭.৮%) বয়সের ভারে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছে, শারীরিকভাবে চলাফেরা করতে অক্ষম ১৬ জন (৫.০%)। চোখে দেখতে পারে না ৩৭ জন (১১.৬%) ভাতাভোগী। ১৪১ জন (৪৪.১%) অসুস্থ ভাতাভোগী নানাবিধ রোগে ভুগছেন। ক্যান্সার আক্রান্ত ১৩ জন (৪.১%) অ্যাজমা ৩জন (০.৯%) অন্যান্য রোগের ৩জন (০.৯%) ভুগছেন। ৩৩ জন (১০.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের রোগ ব্যাধি নেই। অত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৩৩ জন (১০.৩%) ভাতাভোগী রোগমুক্ত আছেন। ৩২০-৩৩=২৮৭ জন (৮৯.৬৯%) ভাতাভোগী বেশিরভাগ মানুষ রোগে আক্রান্ত। বয়সী ব্যক্তিরা বার্ধক্যকালে বিভিন্ন রোগে ভোগেন। তাদের চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল। দরিদ্রতার কারণে তাদের পক্ষে বিশেষায়িত চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হয় না। আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীরা চিকিৎসার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেন। দুরারোগ্য ও জটিল চিকিৎসার জন্য তেমন সহযোগিতা করেন না। কোন উপায়ান্তর না থাকায় বাধ্য হয়েই তারা নিয়তির উপর ভরসা করে দিনাতিপাত করেন। উক্ত সারণি হতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ভাতাভোগী বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা চিকিৎসা সুরক্ষা হতে বঞ্চিত। বয়স্ক মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনে সমাজের আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা থাকে, কিন্তু ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য দান বা অনুদান ও তেমন পাওয়া যায় না।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			অসুখ_৩৮															মোট
			বয়স্কদের মধ্যে অতি বয়স্ক	শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী	দৃষ্টিশক্তি হারানো	অসুস্থতা	ক্যানসার	আজমা	অন্যান্য	কোন রোগ নেই	দৃষ্টিশক্তি হারানো+ অসুস্থতা	বয়স্কদের মধ্যে অতি বয়স্ক+ অসুস্থতা	অসুস্থতা+ ক্যানসার	বয়স্কদের মধ্যে অতি বয়স্ক+ ক্যানসার	শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী+ দৃষ্টিশক্তি হারানো	বয়স্কদের মধ্যে অতি বয়স্ক+ দৃষ্টিশক্তি হারানো	বয়স্কদের মধ্যে অতি বয়স্ক+শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩	৫	৫	২৬	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	১.৬%	১.৬%	৮.১%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৭	৪	১	১২	৭	০	০	৬	২	০	০	০	১	০	০	৪০
		শতকরা	২.২%	১.৩%	০.৩%	৩.৮%	২.২%	০.০%	০.০%	১.৯%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৯	৫	৯	৯	২	১	০	৪	১	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	১.৬%	২.৮%	২.৮%	০.৬%	০.৩%	০.০%	১.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১২	১	৮	১৩	০	১	১	৪	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৮%	০.৩%	২.৫%	৪.১%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৭	১	০	২৫	২	০	০	৩	০	০	০	০	০	১	১	৪০
		শতকরা	২.২%	০.৩%	০.০%	৭.৮%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১২	০	১৩	৩৫	২	১	২	১০	৩	২	০	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	৩.৮%	০.০%	৪.১%	১০.৯%	০.৬%	০.৩%	০.৬%	৩.১%	০.৯%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৭	০	১	২১	০	০	০	৬	২	১	১	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.২%	০.০%	০.৩%	৬.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	১.৯%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৫৭	১৬	৩৭	১৪১	১৩	৩	৩	৩৩	৯	৩	১	১	১	১	১	৩২০
		শতকরা	১৭.৮%	৫.০%	১১.৬%	৪৪.১%	৪.১%	০.৯%	০.৯%	১০.৩%	২.৮%	০.৯%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ২৩

ভাতাভোগীরা সচরাচর কোথায় চিকিৎসা গ্রহণ করেন তার ভিত্তিতে সারণি

ভাতাভোগীরা প্রায়শ নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য যান। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তারা প্রাইভেট ক্লিনিক বা সচরাচর কোথায় চিকিৎসা করান তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। এর উত্তরে তারা জানান যে ৩৭ জন (১১.৬%) ভাতাভোগী জেলা হাসপাতালে, ৬৮ জন (২১.৩%) ভাতাভোগী উপজেলা, ২৬ জন (৮.১%) স্থানীয় ক্লিনিকে এবং ১০৪ জন (৩২.৫%) গ্রাম্য ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ৫ জন উত্তরদাতা হোমিওপ্যাথিক, ৭জন প্রাইভেট হাসভাতালে, ৬ জন জেলা হাসপাতালে, ১৮ জন স্থানীয় ক্লিনিকে গ্রাম্য চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সারণি ২৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১০৪ জন (৩২.৫%) ভাতাভোগী গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল।। গ্রাম্য চিকিৎসকের নিকট তাদের নির্ভরতা বেশি এর কারণমূলত গ্রামীণ চিকিৎসকরা প্রায়শ কোন ফি বা ভিজিট নেন না। ৬৮ জন (২১.৩%) উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এতে প্রমাণিত যে উপজেলা হাসপাতাল প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল জায়গা হিসেবে গণ্য হয়েছে। ৩৭ জন (১১.৬%)বলেছেন তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। ১৮ জন উত্তরদাতা (৫.৬%) বলেছেন তারা স্থানীয় ক্লিনিক এবং গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করান। অত্র সারণির তথ্যাদি বিশ্লেষণে আরও বুঝা যায় উত্তর দাতারা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তারা গ্রামে উপজেলা এবং শহর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গমন করেন।উত্তর দাতাদের মাঝে উপজেলা হাসপাতালে এবং জেলা হাসপাতালে মোট ১০৫ জন চিকিৎসা গ্রহণ করেন। মোট উত্তরদাতার ৩২.৮১ শতাংশ। প্রত্যন্ত গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সুলভ বলে মনে করেন। তারা অনেকেই বলেছেন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার গুণগতমানও ভাল। এ সারণির তথ্য অনুসারে বোঝা যায় ভাতাভোগীদের চিকিৎসার সুরক্ষা হচ্ছে।

			জেলা হাসপাতাল	উপজেলা হাসপাতাল	স্থানীয় ক্লিনিক	গ্রামের ডাক্তার	হিওমি ও পথ	প্রাইভেট হাসপাতাল	জেলা হাসপাতাল+ গ্রাম ডাক্তার	স্থানীয় ক্লিনিক + গ্রামের ডাক্তার	জেলা হাসপাতাল + স্থানীয় ক্লিনিক	উপজেলা হাসপাতাল+ স্থানীয় ক্লিনিক +গ্রাম ডাক্তার	উপজেলা হাসপাতাল+ গ্রাম ডাক্তার +বেসরকারি হাসপাতাল	স্থানীয় ক্লিনিক+ভাইলেজ ডাক্তার+বেসরকারি হাসপাতাল	জেলা হাসপাতাল + গ্রাম্য ডাক্তার + বেসরকারি হাসপাতাল	উপজেলা হাসপাতাল+ গ্রাম ডাক্তার	জেলা হাসপাতাল+ উপজেলা হাসপাতাল+ গ্রাম ডাক্তার	জেলা হাসপাতাল +স্থানীয় ক্লিনিক+ভিলেজ ডাক্তার+প্রাইভেট হাসপাতাল	জেলা হাসপাতাল+ উপজেলা হাসপাতাল	গ্রামের ডাক্তার + হিওমি ও পথ	জেলা হাসপাতাল + হিওমি ও পথ	উপজেলা হাসপাতাল+ স্থানীয় ক্লিনিক	গ্রামের ডাক্তার +বেসরকারি হাসপাতাল	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৪	৫	২	১৬	১	১	০	৪	১	০	০	০	০	২	০	০	১	০	০	১	২	৪০
		শতকরা	১.৩%	১.৬%	০.৬%	৫.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	১.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২	১৪	২	১১	১	১	০	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	৪.৪%	০.৬%	৩.৪%	০.৩%	০.৩%	০.০%	২.২%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩	৯	৬	২১	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	২.৮%	১.৯%	৬.৬%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৫	২	০	২২	১	৩	১	১	০	০	১	০	১	১	১	০	১	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	০.৬%	০.০%	৬.৯%	০.৩%	০.৯%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১১	৪	৯	৮	১	১	০	০	০	০	০	০	০	৩	০	০	১	১	০	১	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	১.৩%	২.৮%	২.৫%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৩	৩২	২	১৪	১	০	২	৩	২	৫	২	১	১	১০	১	১	০	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	০.৯%	১০.০%	০.৬%	৪.৪%	০.৩%	০.০%	০.৬%	০.৯%	০.৬%	১.৬%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	৩.১%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৯	২	৫	১২	০	০	৩	৩	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১	১	৩	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	০.৬%	১.৬%	৩.৮%	০.০%	০.০%	০.৯%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.৯%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৩৭	৬৮	২৬	১০৪	৫	৭	৬	১৮	৩	৫	৩	১	২	১৭	২	১	৩	৩	১	৬	২	৩২০
		শতকরা	১১.৬%	২১.৩%	৮.১%	৩২.৫%	১.৬%	২.২%	১.৯%	৫.৬%	০.৯%	১.৬%	০.৯%	০.৩%	০.৬%	৫.৩%	০.৬%	০.৩%	০.৯%	০.৯%	০.৩%	১.৯%	০.৬%	১০০.০%

সারণি **নং** ২৪

চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের টাকার উৎসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগীরা চিকিৎসার খরচাদি কিভাবে মেটান এটা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়।এ প্রশ্নের কয়েকটি উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়। সারণি ২৪ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৪৫ জন (৪৫.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের চিকিৎসা খরচের উৎস বয়স্ক ভাতা। বয়স্ক ভাতার টাকা হতেই ওষুধপত্রাদি ক্রয় করা হয়। ৭জন বলেছেন অন্যদের দান, ১৪ জন (৪.৪%) বলেছেন পরিবার, ১১ জন (৩.৪%) বলেছেন আত্মীয়-স্বজনরা চিকিৎসার খরচ বহন করে। ৯১ জন (২৮.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন সরকারি ভাতা ও পরিবারের টাকা হতে চিকিৎসার খরচ মিটানো হয়। অন্য ১৪ জন (৪.৪%) বলেছেন সরকারি ভাতা ও আত্মীয়-স্বজনের দানে চিকিৎসার খরচ বহন করা হয়। ১১ জন (৩.৪%) বলেছেন সরকারি ভাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় চিকিৎসা খরচ বহন করা হয়। অত্র টেবিল হতে দেখা যায় ১৪৫ জন (১৪.২%) ভাতাভোগী চিকিৎসার খরচ সরকারি ভাতার টাকা নির্বাহ করেন। ৯১ জন (২৮.৪%) বলেছেন সরকারি ভাতা ও পরিবারের অর্থ দিয়ে চিকিৎসার খরচ বহন করেন। ১৪ জন (৪.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন পরিবার ,আত্মীয়-স্বজনের দানের দ্বারা চিকিৎসার খরচ বহন করেন। অপর ১১ জন (৩.৪%) বলেছেন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য এবং সরকারী ভাতার টাকা দিয়ে চিকিৎসার খরচ বহন করেন।

এ সারণিতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, ১৪৫ ভাতাভোগী চিকিৎসার খরচের জন্য সরকারি ভাতার উপর নির্ভর করেন। ৯১ জন (২৮.৪%) বলেছেন সরকারি ভাতা ও পরিবারের অর্থ দিয়ে চিকিৎসার খরচ মিটান হয়। ১৪ জন (৪.৪%) ভাতাভোগী বলেছেন পরিবার ও আত্নীয় স্বজনের দানের টাকা দিয়ে চিকিৎসার খরচ মেটান হয়। ৫ জন ভাতা ভোগী সরকারি ভাতা ও অন্যান্যের সহায়তার উপর নিরভর করেন। বর্ণিত কয়েক ক্যাটাগরির উত্তরদাতা সরকারি ভাতা ও অন্যান্যদের সাহায্যে চিকিৎসার খরচ বহন করেন। যৌথ উৎস হতে খরচ করলে ও প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে বয়স্ক ভাতার অংশীদারিত্ব রয়েছে। যৌথ উৎস হতে ১৩০ চিকিৎসার খরচ মেটান।। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে (১৪৫ জন (১৪.২%) + ১৩০জন) মোট ২৭৫ জন ভাতাভোগী চিকিৎসার খরচ সরকারি ভাতা হতে মিটান। এরূপ উত্তরদাতার হার ৮৬.৪৪%। এ সারণি দৃষ্টান্তে নিশ্চিত বলা যায় যে ভাতাগ্রহীতাদের চিকিৎসার জন্য সরকারি ভাতার প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			উৎস চিকিৎসার খরচ ৪২															মোট
			সরকারি ভাতা	অন্যান্য দান	পরিবার	আত্মীয় থেকে সহায়তা	অন্যান্য	সরকারী ভাতা + পরিবার	সরকারি ভাতা+পরিবার+অন্যান্য	সরকারী ভাতা + অন্যান্য অনুদান	অন্যান্য দান+ অন্যান্য	অন্যান্য দান + পরিবার	অন্যান্য অনুদান + আত্মীয়ের কাছ থেকে সহায়তা	সরকারি ভাতা+অন্যান্য	সরকারি ভাতা + আত্মীয়ের কাছ থেকে সহায়তা	সরকারি ভাতা+পারিবারিক +আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সহায়তা	পরিবার+স্বজনদের কাছ থেকে সহায়তা	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২৬	১	০	০	০	১২	০	০	০	০	০	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৮.১%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০ %	৩.৮%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৫	১	১	৩	০	১৪	০	৩	০	০	০	১	২	০	০	৪০
		শতকরা	৪.৭%	০.৩%	০.৩%	০.৯%	০.০ %	৪.৪%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২০	০	৬	১	৩	৫	০	১	০	০	০	০	৪	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৩%	০.০%	১.৯%	০.৩%	০.৯ %	১.৬%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১১	১	৩	১	০	১২	০	৬	২	২	১	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	০.৩%	০.৯%	০.৩%	০.০ %	৩.৮%	০.০%	১.৯%	০.৬ %	০.৬%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩০	৪	১	২	০	২	০	১	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৯.৪%	১.৩%	০.৩%	০.৬%	০.০ %	০.৬%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২৭	০	৩	৪	১০	৩৪	১	১	০	০	০	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	৮.৪%	০.০%	০.৯%	১.৩%	৩.১ %	১০.৬%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১৬	০	০	০	০	১২	০	২	০	০	০	২	৫	২	১	৪০
		শতকরা	৫.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০ %	৩.৮%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৬%	১.৬%	০.৬%	০.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৪৫	৭	১৪	১১	১৩	৯১	১	১৪	২	২	১	৫	১১	২	১	৩২০
		শতকরা	৪৫.৩%	২.২%	৪.৪%	৩.৪%	৪.১%	২৮.৪%	০.৩%	৪.৪%	০.৬ %	০.৬%	০.৩%	১.৬%	৩.৪%	০.৬%	০.৩%	১০০.০ %

বক্স নং -৩

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আলোচনার প্রারম্ভে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বলেন যে বয়স্ক ভাতা কার্ড দেওয়ার পর হতে অত্র এলাকার মানুষের বিশেষ করে বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক সুবিধা অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। কার্ড পাওয়ার আগে দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিগণ বলতে গেলে ছোটখাটো ট্যাবলেটও কিনতে পারতেন না। বর্তমানে তারা মোটামুটি কিনতে পারেন।

সারণি নং ২৫

বিষন্নতার ভিত্তিতে ভাতাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগী পুরুষ ও মহিলারা কোনো প্রকার বিষন্নতায় ভুগছেন কি না তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। দরিদ্র বয়স্ক মহিলা ও পুরুষরা জীবন জীবিকা,পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করেন। বিষন্নতা ও হতাশা তাদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। সারণি ২৫ হতে দেখা যায় ১৭৩ জন (৫৪.১%) উত্তরদাতা বর্তমানে বিষন্নতায় ভুগছেন এবং ১৪৭ জন (৪৫.৯%) উত্তরদাতা আপাতত বিষন্নতায় ভুগছেন না বলে জানিয়েছেন। ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৭৩ জন (৫৪.১%) বিষন্ন মানুষ। ময়মনসিংহে ৩৫ (১০.৯%) জন উত্তরদাতা বিষন্নতায় ভুগছেন। সংখ্যার দিক হতে চারটি জেলার মধ্যে এটাই বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভাতাভোগী হতাশায় ভুগতেছেন কিশোরগঞ্জ জেলার যার সংখ্যা ৩১ জন। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে জামালপুর ও গাজীপুর। জামালপুরে ২১ জন এবং গাজীপুরে ২১ জন ভুগছেন। এ জেলার পরবর্তী পর্যায়ে বিষন্নতায় ভুগছেন টাঙ্গাইল ও নেত্রকোনায় যথাক্রমে ১৯ এবং ১৭ জন। বাংলাদেশের দরিদ্র জেলা কুড়িগ্রাম ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৯ জন ব্যক্তি বিষন্নতায় ভুগছেন।

এই সারণি বিশ্লেষণ হতে আরও দেখা যায় বাংলাদেশের বয়স্ক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও মহিলা মাত্রই আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মধ্যেই কাটাচ্ছেন। তারা দরিদ্রতার পাশাপাশি বিষন্নতায় চরমভাবে ভুগছেন। বিষন্নতার কারণ হিসেবে তারা বলেছেন অর্থের টানাপোড়েন, সন্তান ও স্বামীর অবহেলা, শারীরিক দুর্বলতা ও আকস্মিক মৃত্যু। বয়স্ক ভাতাভোগীদের সুস্থতার এবং স্বাভাবিক জীবনের জন্য তাদেরকে বিষন্নতা মুক্ত রাখতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যবস্থা নেই বলেও তারা জানিয়েছেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			হতাশা		মোট
			হ্যাঁ	না	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩৫	৫	৪০
		শতকরা	১০.৯%	১.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২১	১৯	৪০
		শতকরা	৬.৬%	৫.৯%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৭	২৩	৪০
		শতকরা	৫.৩%	৭.২%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৯	২১	৪০
		শতকরা	৫.৯%	৬.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩১	৯	৪০
		শতকরা	৯.৭%	২.৮%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২৯	৫১	৮০
		শতকরা	৯.১%	১৫.৯%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২১	১৯	৪০
		শতকরা	৬.৬%	৫.৯%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৭৩	১৪৭	৩২০
		শতকরা	৫৪.১%	৪৫.৯%	১০০.০%

বক্স নং-৪

গাজীপুর ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের প্রাক্তন ইউপি সদস্য মিসেস শাহনাজ পারভীন বলেন যে তিনি যখন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য ছিলেন ঐ সময় কয়েকশ কার্ড তার ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়েছে। কার্ড বিতরণের সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে তাদের পারিবারিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত বিপদাপন্ন। বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেকেই কাজ করতে পারতেন না। ফলশ্রুতিতে, মানুষের কাছে হাতপাতা অথবা না খেয়ে দিন কাটান ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন অর্থের অভাব ও পারিবারিক বঞ্চনার কারণে তাদের মাঝে বিষন্নতা, হতাশা ও একাকীত্ব দারুনভাবে কাজ করতো। ভাতা পাওয়ার পর তাদের মাঝে হতাশা ও বিষন্নতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি নং ২৬

পরিবার কর্তৃক বয়স্ক ভাতাভোগীরা অত্যাচার ও নিপীড়নের ভিত্তিতে সারণি

বয়স্ক ভাতাভোগী পুরুষ ও মহিলারা পরিবার কর্তৃক কোন প্রকার যন্ত্রণা, লাঞ্চনা, অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন হন কিনা তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ও পত্রপত্রিকায় দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় পিতা মাতাকে সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনরা অত্যাচার উৎপীড়ন করার পর রাস্তাঘাটে, হাসপাতালে, বিদ্যাশ্রমে রেখে চলে যায়। উক্ত এ অবস্থার বাস্তবতা যাচাই করার নিমিত্তে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে। সারণি ২৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৫ জন (৪.৭%) উত্তরদাতা নিয়মিতভাবে শারিরীক মানসিক সামাজিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে মাঝে মাঝে নির্যাতন ও পারিবারিকভাবে যন্ত্রণা ও অত্যাচারের শিকার হন জন শতকরা ১৫.৭% জন। পরিবার কর্তৃক কোন প্রকার যন্ত্রণা অত্যাচার ক্লেশকর আচরণের শিকার হন না ২৫৪ জন (৭৯.৬%) ভাতাভোগী। বিশ্লেষণে সারণিতে দেখা যায় ১০০ জনের মধ্যে নিয়মিত যন্ত্রণা ও অত্যাচারের শিকার ১৫ জন (৪.৭%) এবং মাঝে মাঝে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৫ জন (১৪.২%) । উভয় প্রকার নির্যাতনের সংখ্যা ৬৪ জন। ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৪ ভাতাভোগী তারা পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থায় বসবাস করছেন। তারা কোন না কোন ভাবে শারীরিক মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছেন। এহেন প্রতিকুল পারিবারিক অবস্থা বয়স্ক মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও অসহনীয়। সরকারি ভাতার অর্থ দিয়ে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছেন। পারিবারিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দূর করার শক্তি ও সামর্থ্য তাদের নেই। সারণি ২৫ লক্ষ্য করা গেছে ১৭৩ জন (৫৪.১%)) ভাতাভোগী বিষন্নতায় ভুগছেন। পারিবারিক লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের সাথে বয়স্কদের বিষণ্নতার সম্পর্ক রয়েছে। বয়স্কদের বিষন্নতা দূরীকরণে পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ অত্যাবশ্যক।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			পারিবারিক অত্যাচার						মোট
			হ্যাঁ	মাঝে মাঝে	না	মানসিক	মন্তব্য নেই	আর্থিক	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	১	৩৫	০	১	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	০.৩%	১১.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১২.৬%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১	০	৩৯	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.০%	১২.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৬%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২	৮	৩০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	২.৫%	৯.৪%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৬%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১	১৮	২১	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	৫.৭%	৬.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৬%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	০	১১	২৯	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৩.৫%	৯.১%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৬%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৮	৫	৬৩	২	০	০	৭৮
		শতকরা	২.৫%	১.৬%	১৯.৮%	০.৬%	০.০%	০.০%	২৪.৫%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১	২	৩৭	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.৬%	১১.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৬%
মোট		গণসংখ্যা	১৫	৪৫	২৫৪	২	১	১	৩১৮
		শতকরা	৪.৭%	১৪.২%	৭৯.৯%	০.৬%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ২৭

বয়স্ক ভাতাভোগীদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি

চিত্তবিনোদন মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার। বয়স্কদের জন্য চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান অত্যাবশ্যক। অন্যান্য শ্রেণির মানুষের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধার উৎস নানাবিধ খেলাধুলা, হাট-বাজার , শহর বন্দরে ঘোরাঘুরি করা। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা। বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীদের শারীরিক ও সামাজিক আর্থিক কারণে পূর্বোক্ত চিত্ত বিনোদন কর্মে তারা অংশ নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে চিত্তবিনোদনের চাহিদা অপূরিত থাকে। তাদের আর্থসামাজিক জীবনের সুস্থতা ও পূর্ণতার জন্য চিত্তবিনোদন থাকা অপরিহার্য। গ্রামীণ ভাতাভোগীদের চিত্ত বিনোদন সুযোগ-সুবিধা কেমন আছে জানার জন্য এই প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারণি ২৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় মাত্র ৩৭ জন (১১.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের আনন্দ ফুর্তির সুযোগ আছে। অবশিষ্ট ২৮৩ জন (৮৮.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের কোন চিত্তবিনোদনের সুযোগ নেই। অনেকেই বলেছেন তারা সন্ধ্যায় একটু খাবার খাইয়ে ঘুমায় পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে। যারা স্বামী স্ত্রী থাকেন তারা রাত্রে দু এক কথা বলতে পারেন। একাকী যিনি থাকেন তার কারো সাথে কথা বলার সুযোগ নেই। জেলা ওয়ারি নেত্রকোনা ১৩ জন উত্তরদাতার এবং কিশোরগঞ্জের ১৪ জনের (৪.৪%) চিত্ত বিনোদনের সুযোগ আছে। টাঙ্গাইল জেলার এক জনের ও চিত্তবিনোদন সুযোগ নেই। ময়মনসিংহ ও গাজীপুরে একজন উত্তরদাতা চিত্তবিনোদনের সুযোগ আছে। জামালপুর জেলায় ৫ জন এবং কুড়িগ্রামে ৩জন (০.৯% ভাগ) উত্তরদাতার চিত্ত বিনোদনের সুযোগ আছে। মানুষ হিসেবে চিত্তের আনন্দ বা বার্ধক্যজনিত কারণে নানাবিধ সমস্যা হতে মুক্ত থাকার জন্য কোন চিত্তবিনোদনের তারা সুবিধা পাচ্ছেন না।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বিনোদন		মোট
			হ্যাঁ	না	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১	৩৯	৪০
		শতকরা	০.৩%	১২.২%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৫	৩৫	৪০
		শতকরা	১.৬%	১০.৯%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৩	২৭	৪০
		শতকরা	৪.১%	৮.৪%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	০	৪০	৪০
		শতকরা	০.০%	১২.৫%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১৪	২৬	৪০
		শতকরা	৪.৪%	৮.১%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৩	৭৭	৮০
		শতকরা	০.৯%	২৪.১%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১	৩৯	৪০
		শতকরা	০.৩%	১২.২%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৩৭	২৮৩	৩২০
		শতকরা	১১.৬%	৮৮.৪%	১০০.০%

সারণি নং ২৮

প্রবীণ ব্যক্তিদের চিত্ত বিনোদনের সম্ভাব্য ব্যবস্থার বিষয়ে ভাতাভোগীদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সারণি

সারণি ২৭ এ স্পষ্টভাবে দেখা যায় গ্রামীণ জীবনে শতকরা ৮৮.৪ % বয়স্ক লোকের কোন চিত্তবিনোদনের সুযোগ নেই। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত গ্রামীণ সমাজে বয়স্ক মানুষের যে কোন প্রকার চিত্তবিনোদন থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভাতাভোগীদের নিকট হতে মতামত নেয়ার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের একাধিক মতামত সাজেশন দেয়ার সুযোগ ছিল। অনেকেই একাধিক সাজেশন দিয়েছেন। এখানে দেখা যায় ১০৩ জন (৩২.২%) বলেছেন বয়স্ক ক্লাব, ১০ জন (৩.১%) উত্তরদাতা বলেছেন বয়স্ক মেলা, ৩ জন (০.৯%) বলেছেন খেলাধুলা, ৬২ জন (১৯.৪%) বলেছেন বাউল ও স্থানীয় গান, ৮২ জন (২৫.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন অন্যান্য ব্যবস্থা, ১৮ জন বলেছেন বয়স্ক ক্লাব ও মেলা। ১৮ জন বলেছেন বয়স্ক ক্লাব ও স্থানীয় গান বাজনা। অবশিষ্ট ১৬ জন একাধিক সাজেশন দিয়েছেন। তার মধ্যে ১৬ জন বয়স্ক ক্লাব , বয়স্ক মেলা , খেলাধুলা ,লোকাল গানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছেন। অত্র সারণি নং ২৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রামের প্রান্তিক গোষ্ঠীর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা আনন্দ উল্লাসে তাদের চাহিদা রয়েছে। চিত্ত বিনোদন জনিত অভাব বা চাহিদা তাদের অধিকারভুক্ত। চিত্তের আনন্দের অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন এবং কিভাবে চিত্তের চাহিদা মেটানো যাবে সে ব্যাপারেও তাদের প্রস্তাব ও স্পষ্ট। বয়স্ক ক্লাব স্থাপনের বিষয়ে ১০৩ জন (৩২.২%) সাজেশন দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করেন গ্রামে বয়স্ক লোকের ক্লাব থাকলে তারা তাদের অবস্থা, উন্নয়ন, সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় পারস্পরিকভাবে জানতে পারবে। তারা চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা হিসেবে বাউল গান, স্থানীয় গান, জারি গান , সারি গান, পল্লীগান, বিচ্ছেদ ও ধর্ম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ৮২ জন (২৫.৬%) সদস্য পূর্বোক্ত ২টি সাজেশন এর বাইরে অন্যান্য ব্যবস্থার কথা বলেছেন। লাইব্রেরী, টিভি, ধর্মীয় ও বার্ধক্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ,সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বয়স্ক ক্লাব	বয়স্কদের মেলা	খেলাধুলা	স্থানীয় গান/বাউল গান	অন্যান্য	প্রবীণ ক্লাব + প্রবীণ মেলা	ক্লাব ও গান	ক্লাব ও মেলা	ক্লাব মেলা গান	মেলা, খেলাধুলা, গান	ক্লাব ও খেলাধুলা	মেলা, গান	গান ও অন্যান্য	খেলা ধুলা ও গান	ক্লাব ও অন্যান্য	মোট
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৪	০	১	১৮	১	০	২	০	০	০	০	০	১	২	১	৪০
		শতকরা	৪.৪%	০.০%	০.৩%	৫.৬%	০.৩%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৬%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৩	৪	১	১২	৪	১	০	১	০	০	৪	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৪.১%	১.৩%	০.৩%	৩.৮%	১.৩%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৯	৩	১	১৭	৭	২	০	০	০	০	০	০	১	০	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	০.৯%	০.৩%	৫.৩%	২.২%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	২৪	০	০	০	১৪	০	০	০	০	১	১	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৭.৫%	০.০%	০.০%	০.০%	৪.৪%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২১	১	০	৩	১	০	৭	০	০	২	০	৩	০	২	০	৪০
		শতকরা	৬.৬%	০.৩%	০.০%	০.৯%	০.৩%	০.০%	২.২%	০.০%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.৬%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৭	২	০	৭	৩৪	৯	৮	০	৩	০	০	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	৫.৩%	০.৬%	০.০%	২.২%	১০.৬%	২.৮%	২.৫%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৫	০	০	৫	২১	৬	১	০	১	০	০	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	০.০%	০.০%	১.৬%	৬.৬%	১.৯%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১০৩	১০	৩	৬২	৮২	১৮	১৮	১	৪	৩	৫	৪	২	৪	১	৩২০
		শতকরা	৩২.২%	৩.১%	০.৯%	১৯.৪%	২৫.৬%	৫.৬%	৫.৬%	০.৩%	১.৩%	০.৯%	১.৬%	১.৩%	০.৬%	১.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারনি নং ২৯

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রবীণদের সাহার্যার্থে সুরক্ষা ও পুর্ণবাসন কার্যক্রম সম্পর্কে ভাতাভোগীদের অবহিতির ভিত্তিতে সারণি

সমাজসেবা অধিদপ্তর গ্রামীন বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং পুর্নবাসনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন। বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে ভাতাভোগীরা অবহিত কিনা সে বিষয়ে জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়েছে। কয়েকটি উত্তর (জানি, জানি না, শুনেছি, শুনিনি) দেয়ার সুযোগ ছিল। ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৯৩ জন (৫৯.৭%) ভাতাভোগী সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত আছেন। ৩৪ জন (১০.৬%) উত্তরদাতা কর্মসূচি সম্পর্কে জানে না বলে জানিয়েছেন। ৮২জন (২৫.৬%)ভাতাভোগী জানিয়েছেন তারা কর্মসূচি সম্পর্কে বিভিন্নভাবে শুনেছেন। টিভি, রেডিও, অফিস, চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য এবং বিভিন্ন সময়, হোন্ডা ওয়ালারা গ্রামে পাড়ায় যোগাযোগ করে তাদের মাধ্যমে শুনেছেন। খুবই অল্প সংখ্যক ৫জন (১.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা শূনেননি। ৪ জন (১.৩%) কোন মন্তব্য করেননি।

সারনি ২৯ বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে সরকারি প্রবীণ সুরক্ষা, পুনরবাসন কর্মসূচির বিষয়ে প্রায় ৮৫.৩% ভাতাভোগী অবহিত আছেন। উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক পরিমান ভাতাভোগীগণ সমাজসেবা করমসূচি সর্ম্পকে অবহিত আছেন। সমাজ সেবা কর্মসূচি সম্পর্কে সংখ্যা গরিষ্ঠ অবহিত থাকা ইঙ্গিত করে যে গ্রামীণ বয়স্ক মানুষের জ্ঞানে ও চেতনায় কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১২৩ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বয়স্কভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি, বেদে গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থান বিষয়ে ভাতাভোগীরা ভালোভাবে অবহিত আছেন। এতে বুঝা যায় ভাতাগ্রহীতার জীবনে আর্থিক ও সামাজিক জীবনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কতৃক গৃহিত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব পড়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			জানি	জানি না	শুনেছি	শুনি নাই	মন্তব্য নেই	জানি ও শুনছি	জানি ও শুনি নাই	শুনছি ও জানি	মোট
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩৮	০	০	০	০	০	০	২	৪০
		শতকরা	১১.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২৬	১০	২	০	২	০	০	০	৪০
		শতকরা	৮.১%	৩.১%	০.৬%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৩১	২	৫	২	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৯.৭%	০.৬%	১.৬%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	২২	৫	১২	০	১	০	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৯%	১.৬%	৩.৮%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩০	৭	০	০	১	১	১	০	৪০
		শতকরা	৯.৪%	২.২%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২৩	৬	৪৮	৩	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	৭.২%	১.৯%	১৫.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২১	৪	১৫	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	৬.৬%	১.৩%	৪.৭%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৯৩	৩৪	৮২	৫	৪	১	১	২	৩২০
		শতকরা	৫৯.৭%	১০.৬%	২৫.৬%	১.৬%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৬%	১০০.০%

সারণি নং ৩০

সমাজসেবা দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপত্তা কর্মসূচি বাইরে অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় সরকারি ভাতা পান কিনা তার ভিত্তিতে সারণি

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচি অধীন গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন প্রকার সরকারি ভাতা/অনুদান প্রদান করা হয়। বয়স্ক ভাতার একক প্রভাব বুঝার জন্য এ প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভাতাভোগীরা ভাতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে ধারণা লাভকরা। সারণি ৩০ এ দেখা যাচ্ছে ৬৫ জন (২০.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা অন্যান্য দপ্তর হতে সরকারি সহযোগিতা পান। অনেকেই বলেছেন তারা ভিজিএফ, ভিজিডি ও রিলিফ সামগ্রী পান। ২৫৪ জন উত্তরদাতা বলেছেন তারা বয়স্ক ভাতা ছাড়া অন্য কোন ভাতা ও সরকারি সাহায্য পান না। এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ২৫৪ জন (৭৯.৪%) জন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ভাতাভোগীদের প্রায় শতকরা ৮০ জন অন্য কোন খাত হতে সাহায্য সহযোগিতা পান না। তবে অনেকেই বলেছেন, বাৎসরিক উৎসব, ঈদ, পূজাপার্বন ও ঈদের সময় অনিয়মিতভাবে আত্মীয়-স্বজন, এলাকার সচ্ছল ব্যক্তি, কোনো কোনো এনজিও তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন। জেলা ওয়ারি পর্যবেক্ষণ হতে দেখা যায় টাঙ্গাইলের বয়স্ক ভাতাভোগীদের মধ্যে একজনও অন্য কোন সরকারি সাহায্য পান না। নেত্রকোনার ৩৫ জন এবং গাজীপুরে ৩৮ জন বয়স্ক ভাতাভোগী পুরুষ ও মহিলা বয়স্ক ভাতা ব্যতীত অন্য কোন সরকারি সহযোগিতা পান না। ময়মনসিংহে ১৫ (৪.৭%) জন জামালপুরে ১৫ জন (৪.৭%), কিশোরগঞ্জের ১৪ জন (৪.৪%) বয়স্ক ভাতাভোগী অন্য কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন। এ সারণি বিশ্লেষণে দেখাযায় গ্রামীণ বয়স্ক প্রান্তিক গোষ্টির মানুষের মাঝে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বয়স্কভাতার ও বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাব খুবই বেশি। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য হতে এটা স্বীকার্য যে,বয়স্ক ভাতাভোগীরা সামাজিক -আর্থিক জীবনে বয়স্ক ভাতার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা						মোট
			হ্যাঁ	না	৫০০	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৫	২৫	০	৪০
		শতকরা	৪.৭%	৭.৮%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৫	২৫	০	৪০
		শতকরা	৪.৭%	৭.৮%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৫	৩৫	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	১০.৯%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	০	৪০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	১২.৫%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১৪	২৫	১	৪০
		শতকরা	৪.৪%	৭.৮%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৪	৬৬	০	৮০
		শতকরা	৪.৪%	২০.৬%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২	৩৮	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	১১.৯%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৬৫	২৫৪	১	৩২০
		শতকরা	২০.৩%	৭৯.৪%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৩১

ভাতার কার্ড পাওয়ার জন্য কাউকে অবৈধ সুবিধা দিতে হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে বিন্যাস

বাংলাদেশের যেখানে আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম বা সেবায় আর্থিক লেনদেন থাকে সেখানে দালাল, মধ্যস্থতাকারি, নানাপ্রকার ব্যক্তির স্বার্থের সংশ্লেষ থাকে। ফলশ্রুতিতে, সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে লেনদেন করা বা ক্ষমতার রেফারেন্স দিতে হয়। এ ধারণাটি প্রমান করার লক্ষ্যেই এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সারণি ৩১ বিশ্লেষণে দেখা যায় ভাতা পাওয়ার জন্য ২৮জন (৮.৮%) ভাতাভোগী অবৈধ লেনদেন করেছেন। ২৯২ জন (৯১.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার জন্য তাদের কোন টাকা পয়সা ব্যয় করতে হয়নি। প্রাসঙ্গিক কারণেই অবৈধভাবে কত টাকা দিয়েছেন সে প্রশ্ন করা হয়নি। সাধারণত দেখা যায় ময়মনসিংহ জেলায় ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় ১২ জন (শতকরা ৩.৮ জন) অবৈধ লেনদেন করেছেন। কথা প্রসঙ্গে তারা বলেছেন ২০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি বয়স্ক ভাতা কার্ডের জন্য ব্যয় করতে হয়েছে।

জামালপুরে ৫ জন (১.৬%), নেত্রকোনায় ৪ জন (১.৩%), টাঙ্গাইলে ৩ জন (০.৯%) কিশোরগঞ্জে ৪ জন (১.৩%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের অবৈধ লেনদেন করতে হয়েছে। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, তথ্য সংগ্রহের সময় অধিকাংশ স্থানে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউপিসদস্য, চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরদাতারা তাদের বিষয়ে সচেতন ও সহানুভূতিশীল থাকার কারণে এ প্রশ্নের বিষয়ে সঠিক মতামত দেয়নি বলে আমাদের ধারণা হয়েছে। সারণিতে একটি বিষয়ে নজর দিলে দেখা যায় কুড়িগ্রাম একটি দরিদ্রতম জেলা সত্ত্বেও সেখানে কোন অবৈধ লেনদেনের কথা শুনা যায়নি। গাজীপুর উপজেলা সদরের ভাওয়ালগড় ও মির্জাপুর ভবানীপুর ইউনিয়ন দুটি গ্রামীণ বনাম শহর এলাকায় অবস্থিত। এখানেও কোন অবৈধ লেনদেনের কথা জানা যায়নি। অত্যন্ত আশার কথা, প্রশ্নমালার বাহিরে কথাবার্তায় কোন উত্তরদাতা সমাজসেবা দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মীর বিষয়ে কোনরুপ বিরুপ কথা বলেনি।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা					মোট
			হ্যাঁ	না	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১২	২৮	৪০
		শতকরা	৩.৮%	৮.৮%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৫	৩৫	৪০
		শতকরা	১.৬%	১০.৯%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৪	৩৬	৪০
		শতকরা	১.৩%	১১.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	৩৭	৪০
		শতকরা	০.৯%	১১.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	৩৬	৪০
		শতকরা	১.৩%	১১.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	০	৮০	৮০
		শতকরা	০.০%	২৫.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	৪০	৪০
		শতকরা	০.০%	১২.৫%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৮	২৯২	৩২০
		শতকরা	৮.৮%	৯১.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৩২

ভাতার টাকা ব্যয়ের খাত অনুসারে সারণি

ভাতাভোগীরা গবেষণাকালীন সময়ে মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা পেতেন (বর্তমানে মাসে ৬০০টাকা পান)। বয়স্ক ভাতার টাকা তাঁরা কোন খাতে এবং কিভাবে ব্যয় করেন তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়। সারণি ৩২ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৩০ জন (৪০.৬%) ভাতাভোগী তাদের ভাতার টাকা চিকিৎসা খাতে খরচ করেন। ৫৭ জন (১৭.৮%) উত্তরদাতা ভাতার টাকায় খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। ৩৮ জন উত্তরদাতা (১১.৯%) বলেছেন তারা ভাতার টাকা পারিবারিক কাজে ব্যয় করেন। ৫৯ জন (১৮.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা তারা পরিবার এবং চিকিৎসার খাতে ব্যয় করেন। ৩৬ জন (১১.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা তারা চিকিৎসা এবং খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করেন। বয়সজনিত কারণে তাঁরা ভাতার চেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করেছেন বলে মনে করা যায়। খাদ্য খাতে ব্যয় করেন ৫৭ জন (১৭.৮%) ভাতাভোগী। উচ্চমূল্যের বাজারে মাসিক ৫০০ টাকা অত্যন্ত নগণ্য। তারপর তারা অনেকেই বলেছেন "বিপদের মাঝে খড়কুটোই অনেক বড় সম্বল।'' ৩৩ জন (১০.৩%) উত্তরদাতা পারিবারিক খরচ, ৫৯ জন পরিবার ও স্বাস্থ্য খাতে ভাতার টাকা ব্যয় করেন। চিকিৎসা ও খাদ্য খাতে ৩৬ জন (১১.৩%)ভাতাভোগী টাকা ব্যয় করেন। ভাতার টাকা প্রধানত চিকিৎসা, খাদ্য এবং পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। উক্ত তিনটি বিষয়ই চিকিৎসা, খাদ্য ও পারিবারিক খরচ একজন বার্ধক্য মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক মানবিক প্রয়োজন। ভাতার অর্থ পেয়ে তাঁরা কোনভাবে এ প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছেন। সারণি ৩২ আরও দেখা যায় কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর ও রৌমারী উপজেলার ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬ (১৪.৪%) ভাতাভোগী চিকিৎসা খাতে এবং ১৮ জন (৫.৬%) খাবার ক্রয়ের জন্যভাতার টাকা ব্যয় করেন।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			ভাতার টাকা					মোট
			চিকিৎসা	খাবার	পরিবার	পরিবার এবং চিকিৎসা	চিকিৎসা+খাদ্য	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৫	৩	১৬	৪	২	৪০
		শতকরা	৪.৭%	০.৯%	৫.০%	১.৩%	০.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৭	১১	১১	৯	২	৪০
		শতকরা	২.২%	৩.৪%	৩.৪%	২.৮%	০.৬%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৩	৯	১	১৪	৩	৪০
		শতকরা	৪.১%	২.৮%	০.৩%	৪.৪%	০.৯%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৮	৩	০	৭	১২	৪০
		শতকরা	৫.৬%	০.৯%	০.০%	২.২%	৩.৮%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৯	৩	১০	১৬	২	৪০
		শতকরা	২.৮%	০.৯%	৩.১%	৫.০%	০.৬%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৪৬	১৮	০	৭	৯	৮০
		শতকরা	১৪.৪%	৫.৬%	০.০%	২.২%	২.৮%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২২	১০	০	২	৬	৪০
		শতকরা	৬.৯%	৩.১%	০.০%	০.৬%	১.৯%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৩০	৫৭	৩৮	৫৯	৩৬	৩২০
		শতকরা	৪০.৬%	১৭.৮%	১১.৯%	১৮.৪%	১১.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৩৩

ভাতার টাকা ভাতভোগিদের জীবন যাপনে কতটুকু উপকার আসছে তার ভিত্তিতে সারণি

যে কোনো প্রকার অতিরিক্ত অর্থ ব্যক্তির উপযোগিতা মেটাতে সক্ষম। গ্রামীন বয়স্ক ভাতাভোগীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করেন। এ দ্রব্যমূল্যের উচ্চ বাজারে তাদের জীবন প্রায় উষ্ঠাগত। বর্তমানে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষেরা ন্যূনতম পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ভাতা হিসেবে পাচ্ছেন। ভাতার টাকা তাদের কতটুকু উপকারে এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রতিক্রিয়া জানার জন্য এই প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশ্নের উত্তরে ৪৩জন (১৩.৪%) উত্তরদাতা জানান যে ভাতার টাকা অনেক বেশি উপকার হচ্ছে। ১৮জন (৫.৬%) উত্তরদাতা জানান যে ভাতার টাকা তাদের বেশ উপকারে এসেছে। ২০৮ জন উত্তরদাতা (৬৫.০%) জন বলেছেন মোটামুটি উপকার হয়েছে। ৫১ জন (১৫.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার তেমন কোনো উপকার হয়নি।

সারণি ৩৩ মতামত অনেক বেশি, বেশি, মোটামুটি, তেমন কিছুই না পারস্পরিকভাবে তুলনা করলে দেখা মাত্র ৪৩ জন ১৩.৪% উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা অনেক বেশি উপকার হয়েছে। ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২০৮ জন উত্তরদাতাই বলেছেন ভাতার টাকায় মোটামুটি উপকার হয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			অনেক বেশি	বেশি	মোটামোটি	তেমন কিছুই না	মোট
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	৩	৩৩	২	৪০
		শতকরা	০.৬%	০.৯%	১০.৩%	০.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৭	১	৩২	০	৪০
		শতকরা	২.২%	০.৩%	১০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৯	৫	২৫	১	৪০
		শতকরা	২.৮%	১.৬%	৭.৮%	০.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৪	২	২৯	৫	৪০
		শতকরা	১.৩%	০.৬%	৯.১%	১.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩	৩	৩৩	১	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.৯%	১০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৯	০	৪৩	২৮	৮০
		শতকরা	২.৮%	০.০%	১৩.৪%	৮.৮%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৯	৪	১৩	১৪	৪০
		শতকরা	২.৮%	১.৩%	৪.১%	৪.৪%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪৩	১৮	২০৮	৫১	৩২০
		শতকরা	১৩.৪%	৫.৬%	৬৫.০%	১৫.৯%	১০০.০%

বক্স নং ৫

সূচনা বক্তব্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য মিস নাজমুন আর রুনা বলেন তাদের ইউনিয়নে বর্তমানে ১১ শত বয়স্ক ভাতা কার্ড চালু আছে। কার্ড হোল্ডাররা নিয়মিতভাবে ভাতা পাচ্ছেন। ভাতা পাওয়ার ফলে ভাতাভোগিরা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছেন। এখনো অনেক বয়স্ক মানুষ ভাতা কার্ড পাননি। তারা বিভিন্ন সময় আবেদন নিবেদন করছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এক দু বছর আগে অনেক বয়স্ক মানুষ ভাতা পেতেন না। তখন তাদের আর্থিক দুরবস্থা ও দৈন্যতা অনেক বেশি ছিল। ভাতা পাওয়ার পর তাদের হতদরিদ্র ভাব অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার গ্রামে এবং ওয়ার্ডে অনেকেই এই টাকা দ্বারা শাক সবজির ব্যবসা হাঁস মুরগি পালন ও ছাগলের বাচ্চা কিনে লালন পালন করে অর্থ আয়ের পথ বৃদ্ধি করেছে।

বক্স নং ৬

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব আলম আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তার প্রথম মেয়াদে যে সকল মানুষকে বয়স্ক ভাতা কার্ড দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকেরই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ভাতার টাকা জমিয়ে কেউ একটি ছাগল কিনেছে, কেউ মুরগী কিনেছে সেগুলো বৃদ্ধি পেয়ে মোটামুটি তাদের একটা ক্যাশ ক্যাপিটাল গড়ে উঠেছে।

বক্স নং ৭

জনাব সাইফুল ইসলাম বলেন তিনি বয়স্ক ভাতার সাথে দাপ্তরিকভাবে এবং কার্যগতভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। বকশীগঞ্জ থানায় কর্মকালীন সময়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে যারা নতুন ভাতা কার্ড পেয়েছেন তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি মনে করেন যারা কার্ড পেয়েছেন তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভালো। সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। কার্ডের মাধ্যমে যারা ভাতা পাচ্ছেন অথবা অন্য কোন সাহায্য পাচ্ছেন তারা মোটামুটি ভাবে দিনাতিপাত কাটাচ্ছেন। উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম সদস্য তিনি বলেন তার ওয়ার্ডে প্রায় ৮০ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। তাদের কার্ড দেওয়ার সময় উনারা খুব দুরবস্থার মধ্যে ছিল। কার্ড পাওয়ার পর এখন তাদের আগের চেয়ে অনেকটা সচ্ছল বলে মনে হয়।

বক্স নং ৮

সাবেদ আলী বলেন, "ভাতা পাওয়ার আগে নিজের জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ভাতা পাওয়ার পর থেকে একটু স্বস্তি বোধ করি।"

বক্স নং -৯

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব হারুনুর রশিদ বলেন যে তার ওয়ার্ডে পূর্বে অনেক নিঃস্ব দরিদ্র ভূমিহীন লোক ছিলেন। বয়স্ক ভাতা কার্ড, বিধবা ভাতা কার্ড, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার ফলে এখন আর পূর্বের মতো হতদরিদ্র মানুষ আমার ওয়ার্ডে দেখা যায় না। বিশেষ করে অতি বয়স্ক ব্যক্তিগণ বেশি বিপদের মধ্যে ছিল। ভাতা পাওয়ার ফলে তাদের বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। তারা মোটামুটি জীবন জীবিকা চালাতে পারছে।

বক্স নং-১০

স্থানীয় সমাজকর্মী সাজিদুল ইসলাম বলেন "আমি এই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করি। জন্ম থেকে অত্র এলাকায় বয়স্ক মানুষের দুরবস্থা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। কয়েক বছর আগেও এই ইউনিয়নের বয়স্ক মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ভাতা পাওয়ার পর হতে বৃদ্ধ নারী ও পুরুষের অবস্থা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনেক উন্নত হয়েছে। তুলনা করলে দেখা যায় যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের অবস্থা যারা ভাতা পান না তাদের চেয়ে অনেকটা ভাল।"

সারণি নং ৩৪

ভাতাভোগীদের প্রত্যাশিত মাসিক ভাতার পরিমাণের ভিত্তিতে সারণি

সারণি ৩৩এর তথ্যানুসারে বোঝা গিয়েছে বর্তমানে মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা প্রাপ্তিতে তারা তেমন খুশি নন। সারণিতে ২০ জন উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ায় মোটামুটি উপকার হয়েছে। সারণি ৩৪ এর বিষয়টি বুঝার ও পরিমাপ করার জন্য বয়স্ক ভাতা কত হলে তাদের জন্য ভালো হবে প্রশ্নটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা নমুনা এলাকায় (উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে) বিভিন্ন প্রকার উত্তর দিয়েছে। তাদের ইপ্সিত ভাতার পরিমাণ কত টাকা হতে পারে তা অংকে রেকর্ড করা হয়। একজন উত্তরদাতা জানায় সরকার যে ভাতা বর্তমানে দিচ্ছে তা দিলেই চলবে। ৫৪ জন (১৬.৯%) বলেছেন মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা, ৫৯ জন (১৮.৪%) বলেছেন উত্তরদাতা বলেছেন মাসিক ভাতা ১৫০০ টাকা, ৬৫ জন (২০.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন মাসিক ২০০০ টাকা হলে তাঁরা চলতে পারবে। ৫ জন (১.৬%) বলেছেন মাসিক ভাতা ২৫০০ টাকা হলে ভালো হয়। অপরদিকে ৫৫ জন (১৭.২%) মাসে ৩০০০ টাকা। ২৩ জন (৭.২%) বলেছেন মাসে ৪০০০ টাকা হলে ভাল হয়। ৩ জন (০.৯%) বলেছেন মাসে ১২০০ টাকা। ১জন বলেছেন মাসিক ৩৫০০ টাকা, ৩জন বলেছেন ৪৫০০ টাকা মাসিক ভাতা হওয়া প্রয়োজন। ৪৯ জন (১৫.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন মাসিক ৫০০০ টাকা বরাদ্দের জন্য। ১জন বলেছেন মাসে ৭০০০ টাকা বরাদ্দের জন্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ১০০০ হতে ২০০০ টাকা মাসিক ভাতা বরাদ্দের জন্য ১৮১ জন উত্তরদাতা বলেছেন। ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ভাতার সীমা বৃদ্ধির জন্য ১৩১ জন (৪০.৯৪%) ভাতাভোগী ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। ১০০০-৫০০০ টাকা মাসিক বয়স্কভাতা বৃদ্ধি করার জন্য ৩২০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ৩১২ (৯৭.৫%) উত্তরদাতা প্রস্তাব দিয়েছেন সারণি হতে বুঝা যায় দৈনন্দিন জীবনে যে খরচের পরিমান ২০০০ টাকায় পূরণ করা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে বয়স্ক মানুষের চাহিদা ও অধিকার অপূরিত থেকে যায়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			.০০	১০০০	১২০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০	৪০০০+	৩৫০০	৪০০০	৫০০০	৭০০০	২০০০০	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	০	৮	০	১০	১৫	১	২	০	০	১	৩	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	২.৫%	০.০%	৩.১%	৪.৭%	০.৩%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	১০	০	১০	২	০	৩	২	০	০	১৩	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৩.১%	০.০%	৩.১%	০.৬%	০.০%	০.৯%	০.৬%	০.০%	০.০%	৪.১%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	০	১০	০	১১	৫	০	৭	৭	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৩.১%	০.০%	৩.৪%	১.৬%	০.০%	২.২%	২.২%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১	২	০	৩	১১	১	১১	৩	০	০	৮	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	০.৬%	০.০%	০.৯%	৩.৪%	০.৩%	৩.৪%	০.৯%	০.০%	০.০%	২.৫%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	০	১৩	০	১০	৬	০	২	০	১	২	৬	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	৪.১%	০.০%	৩.১%	১.৯%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.৩%	০.৬%	১.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	০	১১	৩	১৩	১৯	২	১৮	৬	০	০	৮	০	০	৮০
		শতকরা	০.০%	৩.৪%	০.৯%	৪.১%	৫.৯%	০.৬%	৫.৬%	১.৯%	০.০%	০.০%	২.৫%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	০	০	২	৭	১	১২	৫	০	০	১১	১	১	৪০
		শতকরা	০.০%	০.০%	০.০%	০.৬%	২.২%	০.৩%	৩.৮%	১.৬%	০.০%	০.০%	৩.৪%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১	৫৪	৩	৫৯	৬৫	৫	৫৫	২৩	১	৩	৪৯	১	১	৩২০
		শতকরা	০.৩%	১৬.৯%	০.৯%	১৮.৪%	২০.৩%	১.৬%	১৭.২%	৭.২%	০.৩%	০.৯%	১৫.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

বক্স নং-১১

পূর্বে গ্রামে বেশ কয়েকজন ভিক্ষুক ছিল, বয়স্ক ভাতা ও মহিলা ভাতা চালু হওয়ার পর গ্রামে আর ভিক্ষুক দেখা যায় না। সরকারি ভাতা পাওয়ার পর তারা ছোটোখাটো কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। জনাব সোহেল মাস্টার বলেন যে, ভাতার টাকা পাওয়াতে বয়স্ক মানুষগুলোর জীবনটা বেঁচে গেছে। আমাদের পাড়ায় অনেক বৃদ্ধ মানুষ আছেন, যাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। ঘরে বাইরে মিলে যে ভাতা পায় তা দিয়ে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। মিসেস সুফিয়া বলেন ভাতার টাকা পাওয়াতে গ্রামের গরীব মানুষগুলো কোনভাবে বাঁচতেছে। তবে টাকার পরিমাণ খুবই কম। বয়স্ক লোকদের জন্য ভাতার টাকার পরিমাণ আরেকটু বাড়ালে তারা হয়তো ভালোভাবে চলতে পার। তারপরও সাঁতারের মুখে কুটা গাছ, ভাতা না পাইলে অনেকের না খেয়ে থাকতে হতো।

বক্স নং-১২

জনাব আব্দুল হাকিম ফকির বলেন যে পূর্বে গ্রামে বেশ কয়েকজন ভিক্ষুক ছিল, বয়স্ক ভাতা ও মহিলা ভাতা চালু হওয়ার পর গ্রামে আর ভিক্ষুক দেখা যায় না। সরকারি ভাতা পাওয়ার পর তারা ছোটোখাটো কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। জনাব সোহেল মাস্টার বলেন যে, ভাতার টাকা পাওয়াতে বয়স্ক মানুষগুলোর জীবনটা বেঁচে গেছে। আমাদের পাড়ায় অনেক বৃদ্ধ মানুষ আছেন, যাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। ঘরে বাইরে মিলে যে ভাতা পায় তা দিয়ে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। মিসেস সুফিয়া বলেন ভাতার টাকা পাওয়াতে গ্রামের গরীব মানুষগুলো কোনভাবে বাঁচতেছে। তবে টাকার পরিমাণ খুবই কম। বয়স্ক লোকদের জন্য ভাতার টাকার পরিমাণ আরেকটু বাড়ালে তারা হয়তো ভালোভাবে চলতে পার। তারপরও সাঁতারের মুখে কুটা গাছ, ভাতা না পাইলে

সারণি **নং ৩৫**

ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীর সাথে পরিবারের সদস্যের আচরণের ভিত্তিতে সারণি

বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তির পারিবারিক জীবন বর্তমানে খুবই জটিল ও বিপদাপন্ন। পরিবারের কর্মক্ষম নবীন, প্রবী্ণ, যুবক সকলেই বয়স্ক ব্যক্তিকে পরিবারে অনেকটা বোঝা মনে করে। অধিকাংশ সময় তারা বয়স্ক পিতা - মাতা বা বয়স্ক সদস্যকে অবহেলা ও উপেক্ষা করেন। পেছনে একটি মাত্র কারণ বয়স্ক লোকেরা কোন উপার্জন করতে পারেন না। এ অপ্রিয় শ্বাশত সত্য অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো মাসে ৫০০ টাকা ভাতা পাওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা ভাতাভোগীর সাথে কেমন আচরণ করছেন তা জানা। সারণি হতে দেখা যায় ৪৩ জন (১৩.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন পরিবারের সদস্যরা তাদের সাথে খুব ভালো আচরণ করেন। ১৪৭ জন (৪৫.৯%) উত্তর দাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা ভালো আচরণ করেন। ৭৯ জন (২৪.৭%) উত্তরদাতা বলেন যে পরিবারের সদস্যরা মোটামুটি আচরণ করেন। ৫১ জন (১৫.৯%) উত্তর দাতা বলেন যে পরিবারের সদস্যরা আগের মতই আচরণ করে। সারণিতে লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেক জেলায় খুব ভালো আচরণ করেন এমন সদস্যের সংখ্যা তিন থেকে আট জন। যার জেলাওয়ারী গড় ৬.১৪%। কুড়িগ্রাম জেলার ২৫ জন উত্তরদাতা দাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পরও পরিবারের সদস্যরা একই রকম আচরণ করছেন। গাজীপুর জেলায় ১২জন উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সাথেও পরিবারের সদস্যরা আগের মতই ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনে মানসম্পন্ন আচার-আচরণ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সামাজিক আচার-আচরণ অভ্যাসও আদব-কায়দা অনুযায়ী বয়স্ক ও কর্মহীন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুআচরণ খুব একটা থাকে না। তার মধ্যে খুব ভালো এবং ভালো আচরণ করেছে মর্মে অত্র সারণিতে দেখা যায় ১৯০ জন ভাতাভোগী বলেছেন। পরিবারের সদস্যদের বয়স্কদের প্রতি এরূপ পজিটিভ আচরণের জন্য বয়স্ক ভাতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা							মোট
			খুব ভলো	ভাল	স্বাভাবিক	আগের মতই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩	২১	১৪	২	৪০
		শতকরা	০.৯%	৬.৬%	৪.৪%	০.৬%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৭	৩০	৩	০	৪০
		শতকরা	২.২%	৯.৪%	০.৯%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৭	২৪	৭	২	৪০
		শতকরা	২.২%	৭.৫%	২.২%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৭	১৬	১১	৬	৪০
		শতকরা	২.২%	৫.০%	৩.৪%	১.৯%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৫	২৬	৫	৪	৪০
		শতকরা	১.৬%	৮.১%	১.৬%	১.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৬	১৭	৩২	২৫	৮০
		শতকরা	১.৯%	৫.৩%	১০.০%	৭.৮%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৮	১৩	৭	১২	৪০
		শতকরা	২.৫%	৪.১%	২.২%	৩.৮%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪৩	১৪৭	৭৯	৫১	৩২০
		শতকরা	১৩.৪%	৪৫.৯%	২৪.৭%	১৫.৯%	১০০.০%

সারণি নং ৩৬

ভাতাভোগীরা বয়স্কভাতার টাকা না পেতেন সেক্ষেত্রে সৃষ্ট সম্ভ্যাব্য সমস্যার ভিত্তিতে সারণি

পূর্বের সারণি ৩৫ এ দেখা গেছে ভাতা প্রাপ্তির পর ৫১জন (১৫.৯%) উত্তরদাতার সাথে আগের মতই আচরণ করছেন। সেক্ষেত্রে একজন বয়স্ক মানুষ কোন ভাতা না পেলে পরিবারের সাথে তার কি কি সমস্যা হতো তা জানার জন্যই এ প্রশ্নটি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ৪৬জন (১৪.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা না পেলে তাদের জীবনটা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ত। ২২জন (৬.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতার টাকা না পেলে ছেলে মেয়েরা অবহেলা ও উপেক্ষা করত। ৩ জন (০.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা না পেলে সামাজিক অবহেলার শিকার হতে হতো। ৪১ জন (১২.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা না পেলে তারা পারিবারিক বঞ্চনা, অনিরাপদ জীবন এবং সন্তানের অবহেলা ও গঞ্চনার সম্মুখীন হতেন। ৬২ জন (১৯.৪%) বলেছেন ভাতার টাকা না পেলে পারিবারিক বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ত। ১৬জন (৫%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা না পেলে পারিবারিক বঞ্চনা ও অবহেলা বাড়ত। ২৬ জন (৮.১%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা পারিবারিক বঞ্চনা, সন্তানের অবহেলা, সামাজিক অবহেলা এবং নিরাপত্তাহীনতার সম্মখীন হতে। ১৪ জন (৪.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা ভাতা না পেলে অন্যান্য সমস্যার মধ্যে পড়তেন। অন্যান্য সমস্যা বলতে পারিবারিক ঝগড়াঝাটি, ডিভোর্স, ঘরের বাইরে রাখা, ছেলেমেয়ের সাথে সর্ম্পকের পতন ঘটত। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বয়স্কভাতা প্রবীন জনগোষ্ঠীকে পরিবারের নানা রকম বঞ্চনা, অবহেলা, গঞ্চনা ও সন্তানের উৎপীড়ন হতে সুরক্ষা দিয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			সম্ভাব্য সমস্যা																					মোট
			পারিবারিক বঞ্চনা	অনিরাপদ জীবন	শিশুদের অবহেলা	সামাজিক অবহেলা	অন্যান্য	পারিবারিক বঞ্চনা এবং অনিশ্চিত জীবন	পারিবারিক বঞ্চনা+অনিরাপদ জীবন+শিশুদের অবহেলা	পারিবারিক বঞ্চনা + অনিরাপদ জীবন	পারিবারিক বঞ্চনা +সামাজিক অবহেলা	পারিবারিক বঞ্চনা +শিশুদের অবহেলা+শিশুদের অবহেলা	অনিরাপদ জীবন +সামাজিক অবহেলা	অনিরাপদ জীবন+শিশুদের অবহেলা+ সামাজিক অবহেলা	পারিবারিক বঞ্চনা +অনিরাপদ জীবন +সামাজিক অবহেলা	পারিবারিক বঞ্চনা +শিশুদের অবহেলা	অনিরাপদ জীবন +শিশুদের অবহেলা	পারিবারিক বঞ্চনা+অনিরাপদ জীবন+শিশুদের অবহেলা+ সামাজিক অবহেলা	সামাজিক অবহেলা + পারিবারিক বঞ্চনা এবং অনিরাপদ জীবন	শিশুদের অবহেলা+অন্যান্য	অনিরাপদ জীবন +শিশুদের অবহেলা+অন্যান্য	শিশুদের প্রতি অবহেলা+ সামাজিক অবহেলা	অনিরাপদ জীবন +অন্যান্য	পারিবারিক বঞ্চনা +অনিরাপদ জীবন+ অন্যান্য	
জেলা	মমনসিংহ	গণসংখ্যা	৫	২	০	০	৬	০	০	৭	১	০	০	০	০	০	১৭	০	০	০	০	০	১	১	৪০
		শতকরা	১.৬%	০.৬%	০.০%	০.০%	১.৯%	০.০%	০.০%	২.২%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	৫.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৬	৫	৫	২	০	০	০	৮	১	০	২	০	০	০	৯	০	০	০	১	১	০	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	১.৬%	১.৬%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	২.৫%	০.৩%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	২.৮%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৬	৬	৩	০	০	১	৮	৬	৪	১	১	৩	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	১.৯%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.৩%	২.৫%	১.৯%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৭	৫	৮	১	০	০	২	৪	১	১	৪	০	০	৫	২	০	০	০	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.২%	১.৬%	২.৫%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.৬%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	১.৩%	০.০%	০.০%	১.৬%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৬	২	১	০	১	০	২	১১	৫	২	১	০	১	২	৩	০	০	০	০	৩	০	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	০.৬%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.৬%	৩.৪%	১.৬%	০.৬%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.৬%	০.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৩	৫	৫	০	০	০	২০	১৮	৪	৩	২	৫	৩	২	০	০	০	০	০	০	০	০	৮০
		শতকরা	৪.১%	১.৬%	১.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	৬.৩%	৫.৬%	১.৩%	০.৯%	০.৬%	১.৬%	০.৯%	০.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৩	৩	০	০	৭	০	৯	৮	০	১	০	০	০	২	০	৫	১	১	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	০.৯%	০.০%	০.০%	২.২%	০.০%	২.৮%	২.৫%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.৬%	০.০%	১.৬%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪৬	২৮	২২	৩	১৪	১	৪১	৬২	১৬	৮	১০	৮	৪	১১	৩২	৫	১	১	১	৪	১	১	৩২০
		শতকরা	১৪.৪%	৮.৮%	৬.৯%	০.৯%	৪.৪%	০.৩%	১২.৮%	১৯.৪%	৫.০%	২.৫%	৩.১%	২.৫%	১.৩%	৩.৪%	১০.০%	১.৬%	০.৩%	০.৩%	০.৩%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

বক্স নং-১৩

জনাব নিরাশা বলেন " তার মত অনেক মহিলা পুরুষ আছে যারা ভাতা পাওয়ার জন্যই ঘর সংসার করতে পারছেন। অন্যথায় হয়তো সংসার-ই টেকতনা। তিনি আবেগ ভরে বলেন বয়স্ক ভাতা না পেলে হয়তো আমার আত্মহত্যা করতে হতো। সরকার ভাতা দিয়ে আমার জীবনটা বাঁচিয়ে রাখছে। "

সারনি নং ৩৭

ভাতাভোগীদের বিবেচনায় বয়স্ক মানুষের সম্ভাব্য অধিকারের ভিত্তিতে সারণি

বয়স্ক মানুষের অধিকার কি কি হতে পারে এ বিষয়ে বাংলাদেশে কোন সংবিধিবদ্ধ বয়স্ক ফোরাম নেই। বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশীয় সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন ফোরাম বা সম্মেলনের ভিত্তিতে বয়স্ক মানুষের অধিকার সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নবীন, প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তিদের কি, কি অধিকার থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত বা গবেষণা বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কি কি অধিকার থাকা ও পূরণ করা প্রয়োজন তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভাতাভোগী পুরুষ মহিলা বাংলাদেশে বয়সের দিক হতে বয়োজ্যেষ্ঠ। তারাই বিভিন্ন ভাতার বিশেষ করে বয়স্ক ভাতার প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী বা স্টেকহোল্ডার। কোনো কোনো উত্তরদাতা একটি বিষয়ে বা একাধিক বিষয়ে উত্তর দিয়েছে। যারা একাধিক মতামত দিয়েছে তাদের সবগুলো মতামত যোগ করে একটি মতামত ধরা হয়েছে। ২৬ জন (৮.১%) উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষা, আবাসন, পরিবারে বসবাস করা এবং বার্ধক্য জীবনের শিক্ষা বয়স্ক মানুষের অধিকার। ২৫ জন ৭.৮% উত্তরদাতা বলেছেন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সমাজে বাস করা বয়স্ক মানুষের অধিকার। ১৫ জন (৪.৭%) উত্তরদাতা বলেছেন আত্মনির্ভর ও সুস্থ জীবন যাপনই অধিকার। ৪ জন (১.৩%) উত্তরদাতা হাসপাতালে ও রেলে, বাসে, যানবাহনে সাদরে গৃহীত হওয়া বয়স্ক মানুষের অধিকার। ৪৫ জন (১৪.২%) উত্তরদাতা বলেছেন ছেলে মেয়েদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবার পরিজন ও বার্ধক্য শিক্ষানিয়ে বসবাস করা প্রবীণের অধিকার। ৬৭ জন (২০.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন আত্মনির্ভর, সুস্থ জীবন যাপন ও ছেলে মেয়েদের আদর যত্নে বসবাস করা বার্ধক্য অধিকার। ১৪ জন (৪.৪%) উত্তরদাতা বলেছেন যে স্বনির্ভর ও সুস্থ জীবনসহ, হাসপাতালে ও রাস্তাঘাটে সম্মানজনক সহযোগিতা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অধিকার। ২৪জন (৭.৫%) ভাতাভোগী বলেছেন প্রবীণ শিক্ষাসহ ছেলেমেয়েদেরসহ আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপন করাই প্রবীণ অধিকার। ১৫জন (৪.৭%) ভাতাভোগী বলেছেন ছেলেমেয়েসহ পারিবারিক আবেশে স্বনির্ভর হয়ে বাস করাই বয়স্ক অধিকার। ২৪জন (৭.৫%) ভাতাভোগী বলেছেন সুস্থজীবন ও যানবাহনে , সমাজে চলাফেরায় সম্মানজনক গ্রহনীয়তাই বার্ধক্য অধিকার। ১১জন (৩.৪%) বলেছেন পরিবারসহ সুস্থ আত্মনিরভরশীল জীবন যাপনই হলো বার্ধক্য অধিকার। ২জন (০.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন সুস্থ জীবন, বার্ধক্য শিক্ষা ও সম্মাজঞ্জ জীবন যাপন তাদের নিকট অধিকার।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবার, প্রবীণ শিক্ষা	সমাজে বসবাস,ছেলেমেয়েদের সেবা যত্নে বসবাস	আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন	হাসপাতাল,যানবাহন,অফিস আদালতে সম্মান জনক আচরণ	শিক্ষা, সঞ্জয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা + শিশুদের সমাজের যত্নে বসবাস	শিশুদের যত্ন সহ সমাজে বসবাস+ আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন	শিক্ষা, সঞ্চয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা শিশু দের যত্ন নিয়ে সমাজে বসবাস আত্ম নির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন মানন ীয় গ্রহণ হাসপাতাল পরিবহন	সন্তানের সামাজিক যত্ন + আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন	সন্তানের সোসাইটি কেয়ারে বসবাস+সম্মানিত গ্রহণযোগ্য হাসপাতাল পরিবহন	শিক্ষা, সঞ্জয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা + আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৫	০	২	০	৩	০	০	২১	০	৩
		শতকরা	১.৬%	০.০%	০.৬%	০.০%	০.৯%	০.০%	০.০%	৬.৬%	০.০%	০.৯%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	৪	৫	২	১০	০	১	৫	০	২
		শতকরা	০.০%	১.৩%	১.৬%	০.৬%	৩.১%	০.০%	০.৩%	১.৬%	০.০%	০.৬%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	০	২	২	১	৯	১	২	৮	১	২
		শতকরা	০.০%	০.৬%	০.৬%	০.৩%	২.৮%	০.৩%	০.৬%	২.৫%	০.৩%	০.৬%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৮	৫	৫	১	৩	০	৪	৬	২	১
		শতকরা	২.৫%	১.৬%	১.৬%	০.৩%	০.৯%	০.০%	১.৩%	১.৯%	০.৬%	০.৩%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১	১	১	০	১	০	৩	৪	০	১
		শতকরা	০.৩%	০.৩%	০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.৯%	১.৩%	০.০%	০.৩%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১২	১৩	০	০	১১	০	৯	১৮	৫	৫
		শতকরা	৩.৮%	৪.১%	০.০%	০.০%	৩.৪%	০.০%	২.৮%	৫.৬%	১.৬%	১.৬%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	০	০	০	৮	০	৩	৫	৭	০
		শতকরা	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	২.৫%	০.০%	০.৯%	১.৬%	২.২%	০.০%
মোট		গণসংখ্যা	২৬	২৫	১৫	৪	৪৫	১	২২	৬৭	১৫	১৪
		শতকরা	৮.১%	৭.৮%	৪.৭%	১.৩%	১৪.১%	০.৩%	৬.৯%	২০.৯%	৪.৭%	৪.৪%

শিক্ষা, সঞ্চয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা+শিশুদের সমাজের যত্নে বসবাস+আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাস্থ্যকর জীবন	শিক্ষা, সঞ্চয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা শিশুদের যত্ন নিয়ে সমাজে বসবাস মাননীয় গ্রহণ হাসপাতাল পরিবহন	শিশুদের সামাজিক যত্নে বসবাস+আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাস্থ্যকর জীবন+সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা হাসপাতাল পরিবহন	আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন + সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা হাসপাতাল পরিবহন	শিক্ষা, সঞ্চয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা + সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা হাসপাতাল পরিবহন	শিক্ষা, সঞ্চয়, পরিবার, বার্ধক্য শিক্ষা + আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থ জীবন + সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা হাসপাতাল পরিবহন	মোট
০	০	০	৪	২	০	৪০
০.০%	০.০%	০.০%	১.৩%	০.৬%	০.০%	১২.৫%
৬	২	০	১	২	০	৪০
১.৯%	০.৬%	০.০%	০.৩%	০.৬%	০.০%	১২.৫%
৪	২	২	৩	১	০	৪০
১.৩%	০.৬%	০.৬%	০.৯%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
১	০	১	০	৩	০	৪০
০.৩%	০.০%	০.৩%	০.০%	০.৯%	০.০%	১২.৫%
৫	৩	১	১৪	৩	২	৪০
১.৬%	০.৯%	০.৩%	৪.৪%	০.৯%	০.৬%	১২.৫%
৩	১	২	১	০	০	৮০
০.৯%	০.৩%	০.৬%	০.৩%	০.০%	০.০%	২৫.০%
৫	২	৯	১	০	০	৪০
১.৬%	০.৬%	২.৮%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
২৪	১০	১৫	২৪	১১	২	৩২০
৭.৫%	৩.১%	৪.৭%	৭.৫%	৩.৪%	০.৬%	১০০.০%

সারনি নং ৩৮

প্রবীণ বয়স্ক মানুষের অধিকার রক্ষায় ও পুনর্বাসনে গৃহীত কর্মসূচি যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে ভাতাভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে সারণি

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি প্রবীণ অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট কিনা তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সারণি ৩৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৯৩ জন (৯১.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন গৃহীত কর্মসূচি প্রবীণ অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট নয়। মাত্র ১৯ জন (৫.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন গৃহীত কর্মসূচি বয়স্ক মানুষের অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট। অবশিষ্ট ৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে কয়েকজন বলেছেন পর্যাপ্ত ,আবার কয়েকজন বলেছেন অপর্যাপ্ত। সারণিতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ৩২০ জনের মধ্যে ২৯৩ জন (অর্থাৎ ৯১.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন সরকারিভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন গবেষণা এবং সরকারি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ৬০ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৫৩ কোটি। তার মধ্যে মাত্র ৫৭.০১ লাখ বয়স্ক ভাতা কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা, হিজরা উন্নয়ন ভাতা, বেদে জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির পরিসর খুবই কম। উক্ত ২৯৩ জন উত্তরদাতার মতামত বাংলাদেশের নিরাপত্তার কর্মসূচির বাস্তব রূপ প্রকাশ করেছে। গৃহীত কর্মসূচি এরিয়ার সুবিধাভোগী লোকের সংখ্যার তুলনায় বয়স্কভাতা পান নি লোকের সংখ্যা খুবই বেশী। এছাড়া অধিকাংশ কর্মসূচির ভাতার পরিমাণ খুবই কম। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে অল্প পরিমাণ ভাতা পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে গৃহীত কর্মসূচির আওতা বর্ধিত করে ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন। অত্র সারণি হতে এটাই বাস্তব যে প্রবীন জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা বরাদ্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমান ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা							মোট
			হ্যাঁ	না	অন্যান্য	হ্যা / না	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	০	৪০	০	০	৪০
		শতকরা	০.০%	১২.৫%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	৩৫	১	৪	৪০
		শতকরা	০.০%	১০.৯%	০.৩%	১.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১	৩৯	০	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	১২.২%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৬	৩৩	০	১	৪০
		শতকরা	১.৯%	১০.৩%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	২	৩৭	০	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	১১.৬%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৮	৭১	০	১	৮০
		শতকরা	২.৫%	২২.২%	০.০%	০.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২	৩৮	০	০	৪০
		শতকরা	০.৬%	১১.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১৯	২৯৩	১	৭	৩২০
		শতকরা	৫.৯%	৯১.৬%	০.৩%	২.২%	১০০.০%

সারনি নং ৩৯

সারণি ৩৮-এর প্রশ্নের উত্তর না হলে অধিকার রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে

সারণি ৩৮ এর উত্তর না হলে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মতামত প্রদানের ৪টি অপশন ছিল। একজন উত্তরদাতা একাধিক মতামত পেশ করেছেন। সারণি ৩৯ বিশ্লেণে দেখা যায় যে প্রবীণ ভাতা ও চিকিৎসাসহ আনুসাংগিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ২৮৬ জন (৩২.৬%) উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। ১৮৫জন উত্তরদাতা আর্থসামাজিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মাসিক ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করার জন্য মতামত দিয়েছেন। ১৭৮ জন (১৯.৯৬%) উত্তরদাতা পৃথক তালিকা করে ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করার এবং মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাতা প্রদানের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। ২৪৩জন (২৭.২৪%) উত্তরদাতা প্রবীণ রেশন কার্ড প্রদানের জন্য মতামত দিয়েছেন। সারণিতে দেখা যায় যে ২৮৬ জন উত্তরদাতা ভাতা ও চিকিৎসার উপর জোর দিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য সাহায্যের উপর গুরত্ব দিয়েছেন। ১৮৫ জন উত্তরদাতা আর্থসামাজিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ভাতার পরিমান বাড়ানোর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। বয়সভেদে পৃথক তালিকা প্রণয়ন করে ভাতা বাড়ানোর বিষয়ে ১৭৮ জন উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। একটা বিষয় গভীরভাবে লক্ষনীয় যে মতামত ক্রমিক ১ ও ৪ এ মোট ৫৪৯ টি মতামত প্রদান করাহয়েছে। এ দুটি উপাত্ত বা উত্তর হতে বুঝা যায় যে ভাতাভোগীরা চিকিৎসা এবং খাদ্যের প্রতি বেশি আগ্রহী। কারণ হিসেবে বলা যায় বয়স্ক মানুষের জন্য খাদ্য এবং চিকিতসা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রম	মতামতের বিষয়	পুরুষ=১৫৬	মহিলা=১৪৪	গণসংখ্যা=৩২০	শতকরা
১	প্রবীণদের জন্য ভাতা চিকিতসাসহ আনুসাংগিক ব্যবস্থা গ্রহন	১৪৩	১৪৩	২৮৬	৩২.৬%
২	আর্থ-সামাজিক ওশারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ভাতার পরিমান নিধারন	১০৫	৮০	১৮৫	২০.৭৪%
৩	পৃথক ভাতা তালিকা করে ভাতার পরিমান বৃদ্দি এবং প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ভাতা প্রদান	৮৯	৮৯	১৭৮	১৯.৯৬%
৪	খাদ্য সাহায্যের আওতায় প্রবীণ রেশন কার্ড প্রদান	১১৪	১২৯	২৪৩	২৭.২৪%
	মোট	৪৫১	৪৪১	৮৯২	১০০%

বিদ্রঃ উত্তরদাতাকে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল।

সারনি নং ৪০

বয়স্ক ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীদের পরিবারে সম্মান ও গুরুত্বের ভিত্তিতে সারনি

ভাতাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা জানা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। ভাতাভোগীদের পূর্বতন অবস্থা সম্পর্কে কোন বেইজ লাইন তথ্য না থাকায় ভাতা পাওয়ার পর এবং ভাতা পাওয়ার আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনার জন্য ১০টি নির্ধারকে তাদের উপর বয়স্ক ভাতার প্রভাব জানার জন্য এই প্রশ্নটি করা হয়। তারা ১০টি নির্ধারকের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, একই রকম আছে, হ্রাস পেয়েছে, মন্তব্য নেই যেটি প্রযোজ্য মনে করেছেন, তাদের ইচ্ছা অনুসারে অপশন গুলোতে টিক চিহ্ন দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটির দ্বারা তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যাবে মর্মে এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের নিজস্ব মতামত বা পছন্দের তুলনায় বয়স্ক ভাতার প্রভাব সম্পর্কে পরিমাপ করা যাবে।

এ প্রশ্নের পৃথক নির্ধারক সমূহ ভাতাভোগীর আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নের প্রথম নির্ধারক ভাতা পাওয়ার পর পরিবারে গুরুত্ব ও সম্মানের অবস্থা কেমন হয়েছে। তারা ৪টি অপশন অনুসারে জবাব দিয়েছেন। সারণি ৪০ হতে দেখা যায় ৮০ জন (২৫%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর পরিবারে তাদের গুরুত্ব ও সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৩৩ জন (৪১.৬%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর তাদের গুরুত্ব ও সম্মান আংশিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০৬ উত্তরদাতা (৩৩.১%) বলেছেন ভাতা পাওয়াতে সম্মান ও গুরুত্ব বাড়েনি পূর্বের মতোই রয়েছে। একজন ভাতাভোগী উত্তর করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে ৮০ জন উত্তরদাতা বলেছেন তাদের গুরুত্ব ও সম্মান যথেষ্ট বেড়েছে। ১৩৩ জন বলেছেন তাদের সম্মান ও গুরুত্ব আংশিক বেড়েছে। এখানে শতভাগ ভাতাভোগীর সম্মান ও গুরুত্ব না বাড়লেও যথেষ্ট ও আংশিক এই দুই গ্রুপের ২১৩(৮০+১৩৩) জন ভাতাভোগীর সম্মান ও গুরুত্ব বেড়েছে। এতে প্রতীয়মান প্রবীণ মানুষের জীবনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রভাব রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			পরিবারে_গুরুত্ব_এবং_সম্মান_				মোট
			যথেষ্ট	আংশিকভাবে	পূর্বের মত	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৭	১৭	১৫	১	৪০
		শতকরা	২.২%	৫.৩%	৪.৭%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৬	১৮	৬	০	৪০
		শতকরা	৫.০%	৫.৬%	১.৯%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৩	১৫	১২	০	৪০
		শতকরা	৪.১%	৪.৭%	৩.৮%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১৩	১৭	১০	০	৪০
		শতকরা	৪.১%	৫.৩%	৩.১%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	৩১	৫	০	৪০
		শতকরা	১.৩%	৯.৭%	১.৬%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৭	২১	৪২	০	৮০
		শতকরা	৫.৩%	৬.৬%	১৩.১%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	১০	১৪	১৬	০	৪০
		শতকরা	৩.১%	৪.৪%	৫.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৮০	১৩৩	১০৬	১	৩২০
		শতকরা	২৫.০%	৪১.৬%	৩৩.১%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৪১

ভাতা পাওয়ায় সমাজে ভাতাভোগীদের গুরুত্ব ও সম্মানের ভিত্তিতে সারণি

ভাতা পাওয়ার আগে সমাজে ভাতাভোগীর সম্মান ও গুরুত্ব কেমন ছিল এবং ভাতা পাওয়ার পর সমাজে ভাতাভোগীর সম্মান ও গুরত্বের তুলনা করার নিমিত্ত এ প্রশ্নটি করা হয়। সারণি ৪১ এ দেখা যায় মোট উত্তর দাতার মধ্যে এ নির্ধারকে ২৫জন (৭.৮%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর সমাজে তাঁদের সম্মান ও গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়েছে। ১৭৭ জন (৫৫.৩%) উত্তরদাতা বলেছেন সমাজে তাদের সম্মান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০৯ জন (৩৪.১০%) বলেছেন পূর্বের মতই আছে। ৯জন (২.৮%) উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি। সারনি ৪১ বিশ্লেষনে দেখা যায় ২৫ জন ভাতাভোগীর সমাজে গুরুত্ব ও সম্মান বেড়েছে। ১৭৭জন (৫৫.৩%) ভাতাভোগীর সমাজে সম্মান ও গুরুত্ব বেড়েছে। পূর্বের সারণি ৪০ এ ১৩৩ জনের (৪১.৬%) পরিবারে আংশিক গুরুত্ব ও সম্মান বেড়েছে। অত্র সারণিতে দেখা যায় সামাজে ১৭৭ জন (৪১.৬%) ভাতাভোগীর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে এটা প্রতীয়মান যে, বয়স্কভাতা পাওযা সমাজের দৃস্টিতে সম্মানের ও স্বীকৃতির বিষয়ও বটে। তথ্য সংগ্রহকালে এফজিডি আলোচনায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বলেছেন যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের সমাজের মানুষ বর্তমানে সম্মানের সাথে দেখেন। সমাজের অন্যান্য মানুষেরা মনে করেন ভাতাভোগীরা সরকারের তালিকাভুক্ত মানুষ। তাদের প্রতি সরকারের বিশেষ অনুকম্পা রয়েছে। অত্র সারণিতে আরো লক্ষ্য করা যায় যে ২৫জন (৭.৮%) ভাতাভোগীর সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়েছে। যদিও পরিবারে মর্যাদা ও গুরুত্বের তুলনায় (২৫%) কম। কারণ হিসেবে বলা যায় পরিবারে সদস্যরা বয়স্ক ব্যক্তির সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করবে এটা আমাদের সামাজিক রীতি, বাধ্যতামূলক আচরণ ও সামাজিক মুল্যবোধ। এছাড়া পারিবারিক আইন, পিতামাতা ভরণ পোষণ আইনেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করার বিধান রাখা হয়েছে। সামাজিক অনুশাসন, মুল্যবোধ ও আদর্শে বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়ার রীতি ও কৃষ্টি রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের ও বাস্তবায়নের প্রভাবে সামাজিক মুল্যবোধ ও আদর্শ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ কারণেই সমাজে বয়স্ক ব্যক্তির সম্মান ও গুরুত্ব পরিবারের গুরুত্বের চেয়ে কম (৭.৮%) বলে ধারণা করা যায়।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			সমাজে_গুরুত্ব_এবং_সম্মান				মোট
			যথেষ্ট	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের মত	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	২৫	১২	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	৭.৮%	৩.৮%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১	২০	১৮	১	৪০
		শতকরা	০.৩%	৬.৩%	৫.৬%	০.৩%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৯	১৪	১৫	২	৪০
		শতকরা	২.৮%	৪.৪%	৪.৭%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৭	১৯	১৪	০	৪০
		শতকরা	২.২%	৫.৯%	৪.৪%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৫	২৫	১০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	৭.৮%	৩.১%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১	৫০	২৯	০	৮০
		শতকরা	০.৩%	১৫.৬%	৯.১%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	২৪	১১	৫	৪০
		শতকরা	০.০%	৭.৫%	৩.৪%	১.৬%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৫	১৭৭	১০৯	৯	৩২০
		শতকরা	৭.৮%	৫৫.৩%	৩৪.১%	২.৮%	১০০.০%

সারণি নং ৪২

ভাতাভোগীর পরিবারে ও সমাজে মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি

ভাতা পাওয়ার পর পরিবারে ও সমাজে তাদের মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা বা অবস্থা কেমন হয়েছে তার জানার জন্য এ নির্ধারকটির উপর ভাতাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সারণি ৪২ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৪জন (৭.৫%) উত্তরদাতা বলেছেন মত প্রকাশ এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৩ জন (৫৭.২%) উত্তরদাতা বলেছেন মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮৭ জন (২৭.২%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের অবস্থা পূর্বের মতই রয়েছে। ২৬জন (৮.১%) এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ তাদের মন্তব্য না থাকায় এটা অনুমেয় যে মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে কোন পরিবর্তন হয়নি। মোট ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে (২৪+১৮৩)=২০৭ জন ভাতাভোগীর। প্রায় শতকরা ৬৪.৬৯% ভাতাভোগীর মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে। তাত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সুপ্ত ছিল। পরিবারে বা সমাজে গৃহিত বা সমর্থনীয় হতো না। ভাতা পাওয়ার পর ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের (যারা পূর্বে ভাতা পেতেন না) মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্র সারণিতে ভাতাভোগীদের মতামত প্রকাশে ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা ৫৭.২% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৪২ এর তথ্য বিশ্লষণে দেখা যায় ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীদের মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা বেড়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			_মতামত প্রকাশ_এবং_সিদ্ধান্ত_গ্রহণ				মোট
			যথেষ্ট	আংশিকভাবে	পূর্বের মত	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৪	২৬	৯	১	৪০
		শতকরা	১.৩%	৮.১%	২.৮%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	২৫	৮	৭	৪০
		শতকরা	০.০%	৭.৮%	২.৫%	২.২%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১২	২২	৫	১	৪০
		শতকরা	৩.৮%	৬.৯%	১.৬%	০.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৪	১৯	১৭	০	৪০
		শতকরা	১.৩%	৫.৯%	৫.৩%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১	২৫	১৪	০	৪০
		শতকরা	০.৩%	৭.৮%	৪.৪%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৩	৫২	২২	৩	৮০
		শতকরা	০.৯%	১৬.৩%	৬.৯%	০.৯%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	১৪	১২	১৪	৪০
		শতকরা	০.০%	৪.৪%	৩.৮%	৪.৪%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	২৪	১৮৩	৮৭	২৬	৩২০
		শতকরা	৭.৫%	৫৭.২%	২৭.২%	৮.১%	১০০.০%

সারণি নং ৪৩

ভাতাভোগীদের ব্যক্তিগত ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগীদের পূর্বের ক্রয়ক্ষমতা কেমন ছিল এবং বর্তমানে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কেমন তা জানার জন্য ক্রয়ক্ষমতার নির্ধারকটি প্রশ্নমালায় সংযোজন করা হয়েছে। এ নির্ধারকটি যোগ করার উদ্দেশ্য ভাতাভোগীর যে ক্রয়ক্ষমতা ভাতা প্রাপ্তির আগে ছিল, ভাতা পাওয়ার পর তার ক্রয় ক্ষমতা কি অবস্থায় আছে কর্মসূচির প্রভাব বুঝার জন্য তাদের মতামত আবশ্যক। সারণি ৪৩ এ দেখা যায় যে মোট ৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ৬৩ জন (১৯.৭%) ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের অপেক্ষায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০ ভাতাভোগীর (৬২. ৫%) আংশিক ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫১ জন উত্তরদাতার (১৫.৯%) কোনো পরিবর্তন হয়নি, পূর্বের মতই আছে। ৪ জন উত্তরদাতা (১.৩%) বলেছেন তাদের ক্রয় ক্ষমতা-পূর্বের চেয়ে কমেছে। একজন উত্তরদাতা কোন মতামত দেয়নি উত্তর দেয়নি।

সারণি ৪৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২৬৩ জন (৮২.১৯%) ভাতাভোগীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে শতকরা ১৯.৭ জন ভাতাভোগীর ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০ জনের (শতকরা ৬২.৫%) ক্রয় ক্ষমতা আংশিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫৬ জন ভাতাভোগীর কোন ক্রয় ক্ষমতা আদৌ বৃদ্ধি পায়নি। অত্র সারণি হতে বোঝা যায় মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা প্রাপ্তির পর তাদের ছোটখাটো ক্রয় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে তাদের এমন সুযোগ ছিল না। মোট ভাতাভোগী ৩২০জনের মধ্যে যথেষ্ট এবং আংশিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৬৩ জন । প্রায় শতকরা ৮৩ জন ভাতাভোগীর ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিসংখ্যানে প্রমাণিত যে ভাতাভোগীদের ক্রয় ক্ষমতার মোটামোটি বৃদ্ধি পেয়েছে।। এই ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ইংগিত করে যে ভাতাভোগীদের আর্থিক অবস্থায় বয়স্কভাতা কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			ক্রয়ক্ষমতা						মোট
			যথেষ্ট	আংশিকভাবে	পূর্বের মত	হ্রাস পেয়েছে	মন্তব্য নেই	১+২	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১১	২৭	০	১	১	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	৮.৪%	০.০%	০.৩%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১১	২৫	৪	০	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	৭.৮%	১.৩%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১৫	২০	৫	০	০	০	৪০
		শতকরা	৪.৭%	৬.৩%	১.৬%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৫	২৭	৭	১	০	০	৪০
		শতকরা	১.৬%	৮.৪%	২.২%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৮	৩২	০	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.৫%	১০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৬	৪২	২৯	২	০	১	৮০
		শতকরা	১.৯%	১৩.১%	৯.১%	০.৬%	০.০%	০.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৭	২৭	৬	০	০	০	৪০
		শতকরা	২.২%	৮.৪%	১.৯%	০.০%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৬৩	২০০	৫১	৪	১	১	৩২০
		শতকরা	১৯.৭%	৬২.৫%	১৫.৯%	১.৩%	০.৩%	০.৩%	১০০.০%

সারণি নং ৪৪

ভাতা পাওয়ায় আত্মীয়-স্বজনের নিকট ভাতাগ্রহীতার গুরুত্বের ভিত্তিতে সারণি

সারণি ৪৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩২ জন (১০%) উত্তরদাতার গুরুত্ব সাথে আত্মীয়-স্বজনের নিকট যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮ জন (৫৮.৮%) আত্মীয়-স্বজনের নিকট ভাতাগ্রহীতার গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮৭ জন ভাতাভোগী (২৭.২%) বলেছেন আত্মীয়-স্বজনের নিকট তাদের গুরুত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের মতই রয়েছে। একজন বলেছেন গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। অবশিষ্ট ১১ জন (৩.৪%) ভাতাভোগী কোনো উত্তর দেননি।

৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ৩২ জন বলেছেন তাদের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১২৮ জন ভাতাভোগী বলেছেন পূর্বের আত্মীয়-স্বজনের নিকট যেমন গুরুত্ব ছিল ভাতা পাওয়ার পর তার আংশিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে। ৮৭ জন ভাতাভোগীরা বলেছেন গুরুত্ব আগের মতই রয়েছে। অত্র সারণিতে দেখা যায় ৩২ জন ভাতাভোগীর আত্মীয় স্বজনের নিকট তাদের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮জন (৫৮.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন আত্নীয় স্বজনের সাথে তাদের গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণির তথ্য মতে যথেষ্ট বৃদ্ধি এবং আংশিক বৃদ্ধি মিলে মোট ২২০ জনের আত্নীয়ের নিকট পূর্বের অপেক্ষা গুরুত্ব বেড়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৮ জন ভাতাভোগীর গুরুত্ব আত্মীয়-স্বজনের নিকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির অর্থ দাড়ায় পূর্বে বর্তমানের মত গুরুত্ব ছিল না। ৮৭ জন (২৭.২%) ভাতাভোগীরা বলেছেন তাদের গুরুত্ব আগের মত আছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ জীবনে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক পরিপালিত হয় অনেকগুলো সামাজিক চলক কে কেন্দ্র করে। তার মধ্যে প্রধান বিবেচ্য বিষয় আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তির আচার, আচরণ, পারিবারিক অবস্থা,ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদির উপর। ভাতাভোগীদের অধিকাংশ সদস্য চরম দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করেন। তাদের সাথে সমাজের ও আত্মীয়-স্বজনের আন্তরিক সম্পর্ক থাকে না। তাই ভাতা পাওয়ার পরও ৮৭জন (২৭.২%) ভাতাভোগীর সাথে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গুরুত্ব আগের মতই আছে। তবে এটা প্রতীয়মান যে, ভাতা পাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের নিকট ২২০(৩২+১৮৮) ভাতাভোগীর গুরুত্ব বেড়েছে যার পেছনে বয়স্ক ভাতার প্রভাব রয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা								মোট
			যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	একই রকম আছে	হ্রাস পেয়েছে	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	২২	১৪	১	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	৬.৯%	৪.৪%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	২	২৯	৮	০	১	৪০
		শতকরা	০.৬%	৯.১%	২.৫%	০.০%		১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১২	২০	৮	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৮%	৬.৩%	২.৫%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৬	২৭	৭	০	০	৪০
		শতকরা	১.৯%	৮.৪%	২.২%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৩	১৮	১৯	০	০	৪০
		শতকরা	০.৯%	৫.৬%	৫.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৭	৪৬	২৫	০	১	৮০
		শতকরা	২.২%	১৪.৪%	৭.৮%	০.০%	০.৩%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	০	২৬	৬	০	৮	৪০
		শতকরা	০.০%	৮.১%	১.৯%	০.০%	২.৫%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৩২	১৮৮	৮৭	১	১১	৩২০
		শতকরা	১০.০%	৫৮.৮%	২৭.২%	০.৩%	৩.৪%	১০০.০%

সারণি নং ৪৫

ভাতা পাওয়ার পর ভাতাভোগীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ভিত্তিতে সারণি

বয়স্কভাতাভোগী বা বয়স্কমানুষের বেঁচে থাকার ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী হতে হয়। আত্মবিশ্বাসী না হলে কোনো বয়স্ক লোক কোনভাবেই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনা। উল্লেখ্য যে একজন মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখনই তার বার্ধক্য শুরু হয়। বয়স ২০বছর হোক আর ২৫বছর হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। ভাতা পাওয়ার আগে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং ভাতা পাওয়ার পর তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে কিনা এ বিষয়ে জানার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারণি ৪৫ এ দেখা যায় ১১৪ জন ((৩৫.৬%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের আত্নবিশ্বাস পূর্বের চেয়ে যথেষ্ট বেড়েছে। অনেকেই বলেছেন যে, তারা অনুভব করেন আত্নবিশ্বাস কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে। তারা অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন কম হোক বা বেশি হোক আজীবন বয়স্কভাতা পাওয়া যাবে। ১৬৯ জন (৫২.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের আত্মবিশ্বাস আংশিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র ২৫ জন (৭.৮%)ভাতাভোগী বলেছেন তাদের আত্মবিশ্বাস পূর্বের মতেই রয়েছে। ১০ জন (৩.১%) উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেনি। আলোচনায় তারা বলেছেন ভাতা পাওয়ায় তাদের আত্মবিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয়নি। সারণিতে লক্ষ্য করা যায় আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বাড়ছে ১১৪ জন এবং আত্মবিশ্বাস আংশিক বাড়ছে ১৬৯ জন। উভয় শ্রেণীর ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৮৩ জন (৮৮.৪%) । মোট ৩২০ জনের মধ্যে ২৮৩ জনের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। দুই গ্রুপের মিলিত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ভাতাভোগীর সংখ্যা শতকরা ৮৮.৪৪% ভাগ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বয়স্কভাতা গ্রামীণ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জীবনে আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। বয়স্কভাতার‘ সূচনা হতে ১০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বয়স্ক ভাতা পেয়েছেন। বয়স্কভাতা ৩ মাস পর এককিস্তিতে ৩ মাসের ভাতা একসাথে পরিশোধ করা হয়। ভাতার টাকার পরিমান হিসেবে খুবই কম, তবে উক্ত ভাতার প্রভাব বয়স্কভাতা গ্রহীতার উপর পর্বতময়। ভাতার অর্থের উপর ভরসা করে তারা নিজেদের হতাশা মুক্ত জীবিকা নির্বাহে অবিচল ।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			আত্ম_আত্মবিশ্বাস					মোট
			যথেষ্ট	আংশিকভাবে	পূর্বের মত	হ্রাস	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৬	২২	১	০	১	৪০
		শতকরা	৫.০%	৬.৯%	০.৩%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১১	২৪	৫	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৪%	৭.৫%	১.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২৪	১৪	২	০	০	৪০
		শতকরা	৭.৫%	৪.৪%	০.৬%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৯	২৮	২	১	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	৮.৮%	০.৬%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১২	২৫	৩	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৮%	৭.৮%	০.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৯	৪৯	১২	০	০	৮০
		শতকরা	৫.৯%	১৫.৩%	৩.৮%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২৩	৭	০	১	৯	৪০
		শতকরা	৭.২%	২.২%	০.০%	০.৩%	২.৮%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১১৪	১৬৯	২৫	২	১০	৩২০
		শতকরা	৩৫.৬%	৫২.৮%	৭.৮%	০.৬%	৩.১%	১০০.০%

সারণি নং ৪৬

ভাতাভোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতাভোগীদের চিকিৎসার বর্তমান অবস্থার সাথে ভাতা পাওয়ার আগের অবস্থা তুলনা করার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নের সাথে তাদের সংগে আলাপ করে জানা গেছে তাদের পূর্বের চিকিৎসা গ্রহনের সুযোগ তেমন ছিলনা। সারণি ৪৬ হতে দেখা যায় ১০৩ জন (৩২.৩%) ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর তাদের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৬ জন (৫৫.২%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৪ জন (১০.৭%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি পূর্বের মতই আছে। ৫ জন (১.৬%) ভাতাভোগী কোন মতামত দেননি।

অত্র সারণিতে লক্ষ্য করা যায় ভাতা পাওয়ার পর ৩২০ জনের মধ্যে ২৭৬ (১০৩+১৭৩) জন ভাতাভোগীর চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০৩জন (৩২%) বলেছেন তাদের চিকিৎসার সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ১৭৬ (৫৫.২%) জন ভাতাভোগী বলেছেন পূর্বের তুলনায় তাদের চিকিৎসা গ্রহণের কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে দেখা যায় (৩২.৩+৫৫.২)=৮৭.৫% ভাতাভোগীর চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ বাড়ছে। ভাতাভোগীরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য। তাদের সহায় সম্পদ বা আশ্রয়স্থল তেমন নেই। সামান্য দামের ওষুধ কিনে খাবার টাকাও তাদের হাতে থাকে না। তথ্য সংগ্রহকালে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জানা গেছে ভাতার টাকা দিয়েই তারা ওষুধ ক্রয় করেন। ভাতা পাওয়ার পূর্বে এ সুযোগ ছিল না। সামান্য প্যারাসিটামল বা অ্যান্টাসিড ক্রয় করার জন্য মানুষের নিকট হাত পাততে হতো। ভাতা পাওয়ার পর টুকটাক ওষুধ ক্রয়ের জন্য টাকা নিজেই দিতে পারেন। ৩৪ জন (১০.৭%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। চিকিৎসার খরচ বর্তমানে খুবই বেশি। ওষুধের দাম আকাশচুম্বী। মাসিক ৫০০ টাকা ভাতার টাকা হতে চিকিৎসার খরচ বহনের সুযোগ খুব একটা থাকেনা।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			চিকিৎসা_সুবিধা				
			যথেষ্ট	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের মত	মন্তব্য নেই	মোট
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	১৮	২০	১	১	৪০
		শতকরা	৫.৬%	৬.৩%	০.৩%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১৮	১৭	৪	০	৪০
		শতকরা	৫.৬%	৫.৩%	১.৩%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	২২	১১	৩	৪	৪০
		শতকরা	৬.৯%	৩.৪%	০.৯%	১.৩%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৭	২৮	৪	০	৩৯
		শতকরা	২.২%	৮.৮%	১.৩%	০.০%	১২.২%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	১৭	২২	১	০	৪০
		শতকরা	৫.৩%	৬.৯%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১২	৪৮	২০	০	৮০
		শতকরা	৩.৮%	১৫.০%	৬.৩%	০.০%	২৫.১%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৯	৩০	১	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	৯.৪%	০.৩%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১০৩	১৭৬	৩৪	৫	৩১৯
		শতকরা	৩২.৩%	৫৫.২%	১০.৭%	১.৬%	১০০.০%

বক্স নং-১৪

পল্লী চিকিৎসক ডাক্তার হারুন তিনি বলেন যে, "আমি প্রায় ২০ বছর যাবৎ এই বাজারে ওষুধ বিক্রি করি। ১০ বছর আগে একটা প্যারাসিটামল অথবা একটা গ্যাস্টিকের বড়ি নেওয়ার জন্য যারা আসছেন অনেকেই নগদ টাকা দিতে পারত না। বয়স্ক ভাতা চালু হওয়ার পর দেখা যায় প্রত্যেকেই অল্প টাকার ঔষধ ক্রয় করতে পারে। সরকার বয়স্ক মানুষের জন্য ভাতা চালু করে বড় পুন্যের কাজ করেছে। তবে আমাদের গ্রামে এখনো অনেক গরীব বয়স্ক পুরুষ/মহিলা রয়েছেন যারা বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

সারণি নং ৪৭

পুষ্টিকর খাবারের সুযোগের ভিত্তিতে সারণি

বয়স্কভাভাতা ভোগীরা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন কিনা তা জানার জন্য এই প্রশ্নটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ভাতাভোগীর নিকট পুষ্টিকর খাদ্য হলো খাঁটি গ্রামীণ দুধ, ছোট মা্ছ, শাকসবজি, তরকারী, মাসে এক আধ দিন মাংস ইত্যাদি। ৩২০জন ভাতাভোগীর মধ্যে ৪০ জন (১২.৫%) উত্তরদাতা বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর তাদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট বেড়েছে। ১৫৬জন (৪৮.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬৮ জন (২১.৩%) ভাতাভোগীর জানিয়েছেন তাদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সুযোগ বাড়েনি পূর্বের মতই রয়েছে। ৫৬ জন (১৭.৫%) ভাতাভোগী এবিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেনি।

সারণি ৪৭ এ দেখা যায় ১৯৬ জন (৪০+১৫৬) ভাতাভোগীর পুষ্টিকর খাবারের সুযোগ মোটামোটি বেড়েছে। ভাতা পাওয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, সেরূপ ছিল না। পূর্বতন অবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বয়স্কভাতা প্রাপ্তির কারণে তাদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ বেড়েছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা যোগ্য যে ১২৪ জন(৬৮+৫৬) ভাতাভোগীর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে কোন সুযোগ বাড়েনি। ৬৮ জন (২১.৩%) বলেছেন তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি পূর্বের মতই আছে। ৫৬ জন ভাতাভোগী এ বিষয়ে কোনো মতামত দেয়নি। এতে অতি সহজেই বোধগম্য তাদের ভাতার টাকা পুষ্টিকর খাদ্য কেনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ১৯৬ জন অল্প বিস্তর পুষ্টিকর খাবার ক্রয় করতে পারেন।ভাতার অর্থ দিয়েই মাঝে মাঝে পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করতে পারেন। এটা অবশ্যই বয়স্ক ভাতার প্রভাব।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			পুষ্টিকর_খাবার				মোট
			যথেষ্ট	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের মত	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	০	২৬	১৩	১	৪০
		শতকরা	০.০%	৮.১%	৪.১%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	১	২৩	৭	৯	৪০
		শতকরা	০.৩%	৭.২%	২.২%	২.৮%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৮	৯	১৬	৭	৪০
		শতকরা	২.৫%	২.৮%	৫.০%	২.২%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	৩	২১	১৩	৩	৪০
		শতকরা	০.৯%	৬.৬%	৪.১%	০.৯%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৫	২৩	৬	৬	৪০
		শতকরা	১.৬%	৭.২%	১.৯%	১.৯%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	১৬	৪৩	১৩	৮	৮০
		শতকরা	৫.০%	১৩.৪%	৪.১%	২.৫%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৭	১১	০	২২	৪০
		শতকরা	২.২%	৩.৪%	০.০%	৬.৯%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪০	১৫৬	৬৮	৫৬	৩২০
		শতকরা	১২.৫%	৪৮.৮%	২১.৩%	১৭.৫%	১০০.০%

বক্স নং-১৫

ফকির আব্দুস সামাদ ভূঁইয়া তিনি বলেন ভাতা পাওয়ার আগে আমি অনেক সময় টাকার অভাবে অনাহারে থাকতাম। ভাতা পাওয়ার পর আমার সেই দুরবস্থা কমেছে। কখনো হাতে টাকা না থাকলে দোকান হতে বাকিতে চাল কিনতে পারি। দোকানদার বিশ্বাস করে কারণ এক মাস দুই মাস পরে একসাথে তিন মাসের ভাতা পেয়ে বকেয়া গুলো পরিশোধ করতে পারি। ভাতা না পেলে আমার খুবই কষ্ট হতো।

বক্স নং-১৬

পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আরিফ উদ্দিন কনক বলেন, যারা কার্ড পেয়েছেন তারা সকলেই মোটামুটি খেয়ে পড়ে আছে। এ কাজটি করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভাতাভোগীরাও আমার কাছে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কেহ কেহ ভাতার পরিমান আর একটু বাড়ানোর জন্য আমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন।

সারণি নং ৪৮

বিনোদন সুযোগের ভিত্তিতে ভাতাভোগীর শ্রেণীবিন্যাস

বয়স্কভাতা পাওয়ায় ভাতাভোগীদের বিনোদন সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে কিনা তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নটি ভাতাভোগীদের জীবনে বয়স্ক ভাতার প্রভাব কটটুকু তা পরিমাপ করার জন্য এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। ৪৯ জন (১৫.৩%)উত্তরদাতা বলেছেন টাকা পাওয়ার পর তাঁদের বিনোদন অবস্থা যথেষ্ট বেড়েছে। ১০৭ জন (৩৩.৪%) ভাতাভোগী বলেছেন বিনোদন সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০০ জন(৩১.৩) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের অবস্থা পূর্বের মতই আছে। বয়স্ক ভাতাভোগীদের বয়সের পরিসর ৬৫ থেকে ৯০ হয়। বিনোদনের বিষয়টি কম বয়সী ভাতাগ্রহীতার নিকট অতিকাংখিত। অতি বয়সী,অসুস্থ, দৃষ্টিহীন ও অক্ষম ভাতাভোগীর নিকট মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। ৬২ জন (১৯.৪%)ভাতাভোগী বিনোদন বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। ভাতা পাওয়ার পর বিনোদন সুযোগ বেড়েছে এমন তথ্য দিয়েছেন ১৫৬ (৪৯+১০৭) জন ভাতাভোগী। ৩২০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ১৫৬ জন ভাতাভোগী বলেছেন বিনোদন সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ৪৮.৭০% (১৫.৩+৩৩.৪) জন ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্র সারণিতে দেখা যায় কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য প্রবণ জেলা হলেও ৮০ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ৬১ জন ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা পাওয়ার পর তাদের বিনোদন সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			বিনোদন_সুবিধা_৭৩_৯					মোট
			যথেষ্ট	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের মত	হ্রাস পেয়েছে	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	২	১৪	১৭	০	৭	৪০
		শতকরা	০.৬%	৪.৪%	৫.৩%	০.০%	২.২%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	০	১১	১৯	১	৯	৪০
		শতকরা	০.০%	৩.৪%	৫.৯%	০.৩%	২.৮%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	১১	১০	১৭	০	২	৪০
		শতকরা	৩.৪%	৩.১%	৫.৩%	০.০%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	২	১২	২১	০	৫	৪০
		শতকরা	০.৬%	৩.৮%	৬.৬%	০.০%	১.৬%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	০	১৭	১৬	০	৭	৪০
		শতকরা	০.০%	৫.৩%	৫.০%	০.০%	২.২%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	২৫	৩৬	১০	১	৮	৮০
		শতকরা	৭.৮%	১১.৩%	৩.১%	০.৩%	২.৫%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	৯	৭	০	০	২৪	৪০
		শতকরা	২.৮%	২.২%	০.০%	০.০%	৭.৫%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	৪৯	১০৭	১০০	২	৬২	৩২০
		শতকরা	১৫.৩%	৩৩.৪%	৩১.৩%	০.৬%	১৯.৪%	১০০.০%

সারণি নং ৪৯

ভাতাভোগীদের মানসিক প্রশান্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

ভাতা প্রাপ্তির পর সামাজিক,আর্থিক ও পারিবারিক বিষয়ে ভাতাভোগীর উপর বয়স্কভাতার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে মর্মে প্রতীয়মান। বয়স্ক ভাতাভোগীর বয়সের কারণে ও নানারকম প্রতিকূল অবস্থাজনিত কারণে তাদের মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। বয়স্কভাতা প্রাপ্তির পর তাদের মানসিক প্রশান্তি (মেন্টাল হ্যাপিনেস) কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা জানার জন্য এটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভাতাভোগীর ভাতা পাওয়ার পূর্বের এবংভাতা পাওয়ার পর মানসিক অবস্থা যাচাই করা। এতে বুঝা যাবে ভাতাভোগীর মানসিক অবস্থায় বয়স্কভাতার কোন প্রকার প্রভাব পড়ছে কিনা।

সারণি ৪৯ এ দেখা যায় ১০৮ জন (৩৩.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের মানসিক প্রশান্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৩৫ জন (৪২.২%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের মানসিক প্রশান্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭৩ জন (২২.৮%) ভাতাভোগী বলেছেন তাদের মানসিক প্রশান্তি পূর্বের মতই রয়েছে। বয়স্ক ভাতাভোগী পুরুষ -মহিলাদের কম বেশি একই মানদন্ডে বিবেচনা করে ভাতার জন্য নির্বাচন করা হয়। তারা যে সমাজ পরিবেশে বসবাস করে তা স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অনুকূল নয়। সে পরিবেশে ৭৩ জন (২২.২৮%) ভাতাভোগীরা বলেছেন তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই একই পরিবেশে একই মানদন্ডে মনোনীত ভাতাভোগীরা ১৩৫ (৪২.২%) জন ভাতাভোগী বলেছেন তাদের মানসিক প্রশান্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বের মতই আছে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য (৪২.২−২১.৮)=শতকরা ১৯.৪০%। যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে ভাতাভোগীদের মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে বয়স্কভাতার প্রভাব বিদ্যমান।

গবেষণা এলাকা ও গণসংখ্যা			মানসিক প্রশান্তি					মোট
			যথেষ্ট	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের মত	হ্রাস	মন্তব্য নেই	
জেলা	ময়মনসিংহ	গণসংখ্যা	৩	৩৪	২	০	১	৪০
		শতকরা	০.৯%	১০.৬%	০.৬%	০.০%	০.৩%	১২.৫%
	জামালপুর	গণসংখ্যা	৯	১২	১৯	০	০	৪০
		শতকরা	২.৮%	৩.৮%	৫.৯%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	নেত্রকোনা	গণসংখ্যা	৫	১৬	১৬	১	২	৪০
		শতকরা	১.৬%	৫.০%	৫.০%	০.৩%	০.৬%	১২.৫%
	টাঙ্গাইল	গণসংখ্যা	১২	২০	৮	০	০	৪০
		শতকরা	৩.৮%	৬.৩%	২.৫%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কিশোরগঞ্জ	গণসংখ্যা	৪	২৪	১২	০	০	৪০
		শতকরা	১.৩%	৭.৫%	৩.৮%	০.০%	০.০%	১২.৫%
	কুড়িগ্রাম	গণসংখ্যা	৪৭	১৮	১৫	০	০	৮০
		শতকরা	১৪.৭%	৫.৬%	৪.৭%	০.০%	০.০%	২৫.০%
	গাজীপুর	গণসংখ্যা	২৮	১১	১	০	০	৪০
		শতকরা	৮.৮%	৩.৪%	০.৩%	০.০%	০.০%	১২.৫%
মোট		গণসংখ্যা	১০৮	১৩৫	৭৩	১	৩	৩২০
		শতকরা	৩৩.৮%	৪২.২%	২২.৮%	০.৩%	০.৯%	১০০.০%

বক্স নং -১৭

স্থানীয় চেয়ারম্যান জানান “আমার ইউনিয়নে বর্তমানে ২৪৬৮ ভাতা ভোগী রয়েছেন। তারা ভাতা গ্রহণের জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিষদে আসেন এবং আমার সাথে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রত্যেক ভাতাভোগী তাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ও আমার সাথে শেয়ার করেন। অধিকাংশ ভাতাভোগী পূর্বের চেয়ে ভালো আছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয়, যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কোন সমস্যা সম্পর্কে তেমন কিছু বলেন না। এতে আমার মনে হয় যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা মোটামুটি ভাবে ভালো আছেন।”

গ.প্র ৭৪/৯২

সারণি নং ৫০

বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে সারণি

বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির সুফল কার্যকর ভাবে ভাতাভোগীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য পদ্ধতিটির ত্রুটি-বিচ্যুতি, সিস্টেম ত্রুটি থাকে সেগুলো সারানো ও সংশোধন করা এবং দূরীকরণে সুপারিশ করা এই গবেষণা্র একটি উদ্দেশ্যে। বয়স্ক ভাতার সুবিধাভোগী অর্থাৎ ভাতাভোগী যারা, তারাই বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে ভালোভাবে বলতে পারেন। বয়স্ক ভাতার কাজকর্মের সাথে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্য, সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। বয়স্ক ভাতা প্রার্থী নির্বাচন হতে শুরু করে ভাতা উত্তোলন করা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যৌথভাবে ভাতা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। তাই ভাতা প্রদানে প্রধান প্রধান সমস্যা কি, কি হচ্ছে এবং হতে পারে তা জানার জন্য এ প্রশ্নটি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশ্নমালা পূরণ কালে প্রত্যেক ভাতাভোগীর নিকট হতে চারটি সম্ভাব্য ত্রুটির উপর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রম	মতামত	পুরুষ	মহিলা	গণসংখ্যা	শতকরা
১.	ভাতার পরিমান কম	১৬৪	১৫৩	৩১৭	২৮.২৮%
২.	প্রবীণ সংখ্যার তুলনায় ভাতাপ্রাপ্ত প্রবীণের সংখ্যা কম	৬৯	৫৭	১২৬	১১.২৪%
৩.	প্রবীণ ভাতার জন্য প্রাথী মনোনয়ন অসচ্ছ	৪৭	৪২	৮৯	৭.৯৪%
৪.	সমাজে ভাতা সম্পর্কে তথ্যের অসচ্ছতা	৪৭	৫৬	১০৩	৯.১৯%
৫.	তালিকাভূক্তিতে ভোগান্তি	৭৩	৭৭	১৫০	১৩.৩৮%
৬.	সময়মত ভাতা না পাওয়া	৬৭	৫৭	১২৪	১১.০৬%
৭.	অফিসারদের অসহযোগিতা	৬৭	৬৬	১৩৩	১১.৮৭%
৮.	রাজনৈতিক প্রভাব	৩৭	৩৬	৭৩	৬.৫১%
৯.	অন্যান্য পরামর্শ (যদি থাকে বলুন)	৪	২	৬	.৫৪%
	মোট	৫৭৫	৫৪৬	১১২১	১০০%

বিঃদ্রঃ একজন উত্তরদাতাকে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল।

অত্র সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৩১৭ জন (২৮.২৮%) ভাতাগ্রহীতা বলেছেন মাসে মাত্র ৫০০ টাকা ভাতা এটা খুবই কম। এখানে লক্ষনীয় যে ১৫৩ জন মহিলা উত্তরদাতা ভাতা কম বলে মতামত দিয়েছেন। ১২৬ জন (১১.২৪%) উত্তরদাতা বলেছেন প্রবণীনের তুলনায় বয়স্কভাতার কার্ড সংখ্যা খুব কম। ৮৯ জন (৭.৯৪%) ভাতাভোগী বলেছেন বয়স্ক ভাতা প্রাথী মনোনয়নে অস্বচ্ছতা রয়েছে। ১০৩জন (৯.১৯%) ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা সম্পর্কে গ্রামের জনসাধারন ভাল ভাবে খবর বার্তা পায়না। ১৫০ জন (১৩.৩৮%) ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা পাওয়ার জন্য তালিকা ভুক্তির জন্য ঝামেলা পোহাতে হয়। ১২৪ জন (১১.০৬%) ভাতাভোগী বলেছেন তারা সময়মত ভাতা পান না। ১৩৩ জন (১১.৮৭%) বলেছেন ভাতার আবেদন করার সময়, কোন তথ্য জানার বা কোন সমস্যা জানাতে গেলে অফিসারদের তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায়না। ৭৩জন (৬.৫১%) ভাতাভোগী বলেছেন ভাতা প্রাথী মনোনয়নে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। ৬ জন উত্তর দাতা অন্যন্য পরামর্শের মধ্যে সময় মত খোঁজখবর দেয়া, প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ভাতা দেয়া এবং মাসের ভাতা মাসেই দেয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

সারণি নং ৫১

প্রবীণদের সুরক্ষায় ও পুনর্বাসনে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য ভাতাভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে সারণি

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উন্নয়ন ও কার্যকর করনের স্বার্থে ভাতাভোগীদের নিকট মতামত/পরামর্শ/প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। ভাতাভোগীর উত্তর দেয়ার সুবিধার্থে উক্ত প্রশ্নে ৭টি সম্ভাব্য উত্তর রাখা হয়েছে। একজন উত্তর দাতাকে মতামতের জন্য অনুরোধ করা হয়। অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম কে কার্যকর ও বয়স্কবান্ধব করার লক্ষ্যে তারা প্রস্তাব/মতামত পেশ করেছেন। দীর্ঘদিন যাবত চলমান একটি কর্মসূচির সুবিধাভোগীরা যা ভাবছেন সে অনুসারে তাদের মতামত/সাজেশন জানার জন্য প্রশ্নটি প্রশ্ন মালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সারণি ৫১ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৮৮ জন (৩০.১৯%) ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, ১৩১ জন (১৩.৭৩%) সঠিকভাবে প্রবীণ প্রার্থী নির্বাচন, ১৬৬জন (১৭.৪০%)ভাতাভোগী মানবিক বোধ সম্পন্ন কর্মচারীর কথা বলেছেন। ১৮৩ জন (১৯.১৮%) ভাতাভোগী তদারকি বৃদ্ধি, ১২১জন (১২.৬৮%) ভাতাভোগী প্রবীণদের বয়স বিবেচনা করে অতি বয়স্ক মানুষের জন্য আলাদা ভাতাপ্রদান নীতিমালা প্রণয়নের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।। ৬২ জন (৬.৫%) ভাতাভোগী ভাতাসংশ্লিষ্ট আইন ,বিধি ও নীতিমালার কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য মতামত দিয়েছেন। অবশিষ্ট ৩ জন (০.৯%) উত্তরদাতা স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্য রোধ করার কথা বলেছেন। সারণিতে দেখা যায় ৩০.১৯% ভাতাভোগী ভাতার পরিমান বৃদ্ধি এবং মাসের প্রথম সপ্তাহে দেয়ার কথা বলেছেন। ১৯.১৮% ভাতাভোগী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি তদারকি বাড়ানোর কাথা বলেছেন।

ক্রম	মতামত	পুরুষ	মহিলা	গণসংখ্যা	শতকরা
১.	ভাতার পরিমান বৃদ্ধি,মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভাতা প্রদান	১৪১	১৪৭	২৮৮	৩০.১৯%
২.	সঠিকভাবে প্রবীণ প্রার্থী বাছাইকরণ	৭০	৬১	১৩১	১৩.৭৩%
৩.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক হওয়া	৭৮	৮৮	১৬৬	১৭.৪০%
৪.	সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তদারকি বৃদ্দি করা	৮১	১০২	১৮৩	১৯.১৮%
৫.	প্রবীণদের বয়সভেদে (৬০+,৬৫+,৯০+, ১০০+) পৃথকভাবে ভাতা প্রদান নীতিমলা প্রণয়ন	৫৮	৬৩	১২১	১২.৬৮%
৬.	বয়স্কভাতাআইন, বিধিরকঠোর বাস্তবায়ন করা	২০	৪২	৬২	৬.৫০%
৭.	অন্যান্য সাজেশন (যদি থাকে)	১	২	৩	০.৩১%
৮.	মোট			৯৫৪	১০০%

বিঃ দ্রঃ একজন উত্তর দাতাকে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল।

১ম এফ জিডি

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, স্থা

স্থানঃ বিদ্যানন্দ মাস্টার বাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গন,

বৃহস্পতিবার, তারিখ ২৫-৬-২০২৩,

সময় সকাল ১০ ঘটিকা।

উক্ত আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১	মোঃ সাবেদ আলী পিতা কসিম উদ্দিন	গ্রাম বিদ্যানন্দ ইউনিয়ন কালাদহ	পেশা ভিক্ষাবৃত্তি	বয়স ৭৫ বছর	ভাতাগ্রহীতা
২	শাহ আব্দুল হাকিম পিং মরহুম আমজাদ ফকির	ঐ	কাঠ মিস্ত্রি	৬৫ বছর	ভাতাগ্রহীতা নন
৩	মো; আব্দুল খালেক পিং তমিজুদ্দিন সরকার	ঐ	কৃষি	৭৫ বছর	ভাতাভোগী নন
৪	মো; জয়নাল আবেদিন, মসজিদের, খাদেম	ঐ	খাদেম	৩৫ বছর	ভাতাভোগীনন
৫	মো; সোহেল সরকার পিতা আলতাব আলী সরকার	ঐ	শিক্ষকতা	৪০ বছর	ভাতাভোগী নন
৬	মো; হেলালুউদ্দিন পিং সোহরাব আলি সরকার	ঐ	কৃষিকাজ ও ব্যবসা	৫৫ বছর	ভাতাভোগী নন
৭	মোসাঃ সুফিয়া খাতুন স্বামী মোবারক আলী আকন্দ	ঐ	গৃহিণী	৮০বছর	ভাতাভোগী নন
৮	ডা; হারুন, পিতা বাবর আলী,পল্লী চিকিৎসক্,নঈম উদ্দিনের বাজার	ঐ	ডাক্তারি	৪৫	ভাতা ভোগী নন
৯	মোহাম্মদ মনজুরুল আলম, ইউপি সদস্য পিতা মৌলভী সেকান্দর	ঐ	জনপ্রতিনিধি	৪০	ভাতাভোগী নন
১০	মোহাম্মদ মতিন কাজী, পিতা মকবুল হোসেন	ঐ	সাংবাদিকতা	৪৫ বছর	ভাতাভোগী নন

উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে আলোচনায় উপস্থিত হন। গবেষক হিসেবে আমি সবার সাথে কুশল বিনিময় করি এবং তাদের শারীরিক ও পারিবারিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেই। তাদেরকে দলীয় আলোচনায় ডাকার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারী জনাব আবু তাহের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং কোন কোন পয়েন্টের উপর আলোচনা হবে সে ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কে অবহিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে

গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষা এবং কারো নাম প্রকাশ না করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত, বক্তব্য ও পরামর্শ রেকর্ড করার অনুমতি ও গ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ এবং সহজ ভাবে কথা বলার সুবিধার্থে গবেষক প্রশ্নমালার, প্রশ্ন ৭২,৭৩,৭৫ এবং ৭৬ আলোকে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানানো হয়। জনাব আব্দুল হাকিম ফকির বলেন যে পূর্বে গ্রামে বেশ কয়েকজন ভিক্ষুক ছিল, বয়স্ক ভাতা ও মহিলা ভাতা চালু হওয়ার পর গ্রামে আর ভিক্ষুক দেখা যায় না। সরকারি ভাতা পাওয়ার পর তারা ছোটোখাটো কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। জনাব সোহেল মাস্টার বলেন যে, ভাতার টাকা পাওয়াতে বয়স্ক মানুষগুলোর জীবনটা বেঁচে গেছে। আমাদের পাড়ায় অনেক বৃদ্ধ মানুষ আছেন, যাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। ঘরে বাইরে মিলে যে ভাতা পায় তা দিয়ে কোনভাবে জীবন চালাছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। মিসেস সুফিয়া বলেন ভাতার টাকা পাওয়াতে গ্রামের গরীব মানুষগুলো কোনভাবে বাঁচতেছে। তবে টাকার পরিমাণ খুবই কম। বয়স্ক লোকদের জন্য ভাতার টাকার পরিমাণ আরেকটু বাড়ালে তারা হয়তো ভালোভাবে চলতে পার। তারপরও সাঁতারের মুখে কুটা গাছ, ভাতা না পাইলে অনেকের না খেয়ে থাকতে হতো।

ডাক্তার হারুন তিনি বলেন যে, “আমি প্রায় ২০ বছর যাবৎ এই বাজারে ওষুধ বিক্রি করি। ১০ বছর আগে একটা প্যারাসিটামল অথবা একটা গ্যাস্টিকের বড়ি নেওয়ার জন্য যারা আসছেন অনেকেই নগদ টাকা দিতে পারত না। বয়স্ক ভাতা চালু হওয়ার পর দেখা যায় প্রত্যেকেই অল্প টাকার ঔষধ ক্রয় করতে পারে। সরকার বয়স্ক মানুষের জন্য ভাতা চালু করে বড় পূন্যের কাজ করেছে। তবে আমাদের গ্রামে এখনো অনেক গরীব বয়স্ক পুরুষ/মহিলা রয়েছেন যারা বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব আলম আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তার প্রথম মেয়াদে যে সকল মানুষকে বয়স্ক ভাতা কার্ড দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকেরই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ভাতার টাকা জমিয়ে কেউ একটি ছাগল কিনেছে, কেউ মুরগী কিনেছে সেগুলো বৃদ্ধি পেয়ে মোটামুটি তাদের একটা ক্যাশ ক্যাপিটাল গড়ে উঠেছে। স্থানীয় সাংবাদিক কাজী মতিন আলোচনায় বলেন পূর্বে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে, হাটে বাজারে অনেক সোয়ালি মানুষ দেখা গিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে পূর্বের মতো ভিক্ষুক সোয়ালি আর দেখা যায় না। তথ্য সংগ্রহকারী ও গবেষক উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের আলোচনা মতামত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। কোন কোন পয়েন্টে গবেষক আলোচককে সহায়ক দুই একটি পয়েন্ট ধরিয়ে দেন আবার কখনো কখনো আলোচনা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষেত্রে গবেষক আলোচনা করার চেষ্টা করে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে জনাব হেলাল উদ্দিন বলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত অত্র এলাকায় দলিল লিখক হিসেবে কাজ করছেন। বিভিন্ন গ্রামে যে সকল ভাতাগ্রহীতা আছেন তাদের সাথে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা হয়। তারা অনেকেই বলে ভাতা পাওয়ার পর মোটামুটি শান্তিতে আছেন। তবে এখনো অনেক বয়স্ক মহিলা পুরুষ রয়েছেন যারা ভাতা পাওয়ার একশতভাগ উপযোগী। যে পরিমাণ ভাতা পাওয়ার বৃদ্ধ মানুষ আছেন সে অনুসারে ভাতা কার্ড এলাকার মানুষ পায় নাই। সরকারের এ সুন্দর উদ্যোগকে আমরা সকলেই স্বাগত জানাই। একইসঙ্গে বয়স্ক ভাতার পরিসর আরও বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করি। গ্রামের মানুষ ১০ টাকা পেলে ২০ টাকা তৈরি করে। এ অবস্থায় সরকারি ভাতা প্রাপ্য ব্যক্তিদের দেওয়া হলে তাদের অবস্থা, যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের মতই পরিবর্তন হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনা অংশগ্রহণের জন্য এবং বয়স্ক ভাতা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্য উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাদের সুপারিশ এবং পরামর্শ সরকারের কাছে প্রতিবেদন এর মাধ্যমে উপস্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানান। অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

আলোচনার প্রথম পর্যায়ে জনাব সাবেদ আলী বলেন, “ভাতা পাওয়ার আগে নিজের জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ভাতা পাওয়ার পর থেকে একটু স্বস্তি বোধ করি।”

২য় এফ জি ডি

স্থানঃ ইউনিয়ন পরিষদ সভা কক্ষ, ধানুয়া, কামালপুর

ইউনিয়নঃ ধানোয়া কামালপুর,উপজেলা, বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর

তারিখঃ ২২.০৭.২০২৩

অদ্যকার এফ জি ডি আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন

১. জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা বকশীগঞ্জ, জামালপুর
২. জনাব মোঃ মশিউর রহমান, চেয়ারম্যান, ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন, বকশীগঞ্জ
৩. মোঃ সাইফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য গুদাম, বকশীগঞ্জ
৪. মোঃ শাহজাহান, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, বকশীগঞ্জ
৫. মোঃমোহাম্মদ নুরুল আমিন, সদস্য ১ নং ওয়ার্ড, ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন
৬. মোঃ আব্দুল জলিল, পিতা মসর উদ্দিন শেখ , গ্রাম নয়াপাড়া,বকশীগঞ্জ
৭. মোআব্দুল বারেক পিতা মৃত সাজেক আলী, গ্রাম নয়াপাড়া, ধানুয়া কামালপুর বকশীগঞ্জ
৮. মোঃ মুক্তার মিয়া পিতা মৃত রমজান আলী, গ্রাম নয়াপাড়া, ধানুয়া কামালপু বকশীগঞ্জ
৯. মোছাঃ জুলেখা, স্বামী মৃত আবুল কাশেম, নয়াপাড়া শেষ সীমানা, ধানুয়া কামালপু বকশীগঞ্জ
১০. মিসেস সুবর্ণা, সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসন, ১ নং ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন
১১. মিসেস শামীমা নাসরিন, সচিব, ১ নং ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দলীয় আলোচনা শুরু করার জন্য গবেষক তথ্য সংগ্রহকারী জনাব আবু তাহেরকে অনুরোধ জানান। জনাব আবু তাহের উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং আলোচনা সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় খাদ্য গুদাম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সাইফুল ইসলাম সাহেবকে বয়স্ক ভাতার বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব সাইফুল ইসলাম বলেন তিনি বয়স্ক ভাতার সাথে দাপ্তরিকভাবে এবং কার্যগতভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। বকশীগঞ্জ থানায় কর্মকালীন সময়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে যারা নতুন ভাতা কার্ড পেয়েছেন তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি মনে করেন যারা কার্ড পেয়েছেন তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভালো। সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। কার্ডের মাধ্যমে যারা ভাতা পাচ্ছেন অথবা অন্য কোন সাহায্য পাচ্ছেন তারা মোটামুটি ভাবে দিনাতিপাত কাটাচ্ছেন। উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম সদস্য তিনি বলেন তার ওয়ার্ডে প্রায় ৮০ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। তাদের কার্ড দেওয়ার সময় উনারা খুব দুরবস্থার মধ্যে ছিল। কার্ড পাওয়ার পর এখন তাদের আগের চেয়ে অনেকটা সচ্ছল বলে মনে হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মিসেস নাসরীন বলেন আমি এখানে কয়েক বছর যাবত কাজ করছি। এখানে যোগদান করার পর আমি অনেক হত দরিদ্র মানুষ দেখেছি। গত দুই বছরে এই এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা খুবই কমেছে। ভাতার টাকা পেয়ে কায়ক্লেশে জীবন-যাপন করে। অতি সামান্য সঞ্চয় করে কোন কোন ভাতাভোগী হাঁস-মুরগি পালন করছে। অনেকেই ছাগল ক্রয় করেছে। হাঁস মুরগি ছাগল পালন করে অনেক ভাতাভোগি এখন স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। সরকারি ভাতা পাওয়ার এটাই একটা বড় উপকার। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মসিউর রহমান বলেন আমি নতুন চেয়ারম্যান হয়েছি। চেয়ারম্যান হওয়ার পর লক্ষ্য করেছি আমার ইউনিয়নে মাত্র ৬০০ বয়স্ক ভাতা কার্ড রয়েছে। আরও লক্ষ করেছি যারা ভাতা পাচ্ছেন উনারা মানসিক এবং

শারীরিকভাবে, যারা ভাতা না পাচ্ছেন তাদের থেকে অনেকটাই ভালো পর্যায়ে আছে। এটা লক্ষ্য করেই আমি আমাদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আমাদের এলাকা শতভাগ বয়স্ক ভাতাভোগী কার্ড দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আশা করছি এ বছরই আমার এই ইউনিয়ন শতভাগ বয়স্ক ভাতার আওতায় চলে আসবে। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই সরকারের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি ভাতার বিনিময়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের বেঁচে থাকার সাহস ও সামর্থ্য অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষক আলোচনায় সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিষয়ভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করার জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করে। আলোচনায় কখনো অপ্রাসঙ্গিক মনে হলে তা কৌশলে পুনরায় তিনি বিয়ষভিত্তিক কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচকগণের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের মতামত যথাযথভাবে গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করা হবে মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সর্বশেষে, তিনি সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে দলীয় আলোচনার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

অত্র ইউনিয়নের ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, "আমি যখন কার্ড বিতরণ করেছি তখন তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন ছিল। এক বছর পর আমি লক্ষ্য করেছি তাদের কাপড়-চোপড় ও আবাসিক অবস্থায় বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি আরো বলেন আমার স্পষ্ট মনে আছে একজন মুরুব্বী এক কাপড়ে দিন কাটাত তিনি এখন মাশাল্লাহ দুটি কাপড় পরেই থাকতে পারছেন।

৩য় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

স্থানঃ কাঁদির জঙ্গাল ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ করিমগঞ্জ, জেলা কিশোরগঞ্জ

তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৩

সময়ঃ বিকাল ২ ঘটিকা

করিমগঞ্জ উপজেলা কাঁদির জঙ্গাল ইউনিয়ন এর আওতাধীন সাঁতারপুর, কুশাখালী, গাংগাইল, জাহাঙ্গীর চর পিটুয়া, রগড়া পাড়া গ্রামে তথ্য সংগ্রহের পর ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ভাতাভোগী এবং ভাতাভোগী নন এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ কিশোরগঞ্জ
২. জনাব আরিফ উদ্দিন কনক, চেয়ারম্যান, কাদির জঙ্গাল ইউনিয়ন পরিষদ
৩. মিস সরলা দেবী, সংরক্ষিত আসন, সদস্য কাদিরগঞ্জ, কাদির জঙ্গাল ইউনিয়ন পরিষদ
৪. জনাব জগোপাল বৈষ্ণব, সচিব, কাদির জঙ্গাল ইউনিয়ন পরিষদ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
৫. মো হারুনুর রশিদ, সদস্য ১ নং ওয়ার্ড, ছাতারপুর, কাদির জঙ্গাল ইউনিয়ন পরিষদ
৬. ফকির আব্দুস সামাদ ভূঁইয়া, স্থানীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও ভাতাভোগী
৭. মহম্মদ আব্দুল মালেক, গ্রামঃ কাদির জঙ্গাল, করিমগঞ্জ কিশোরগঞ্জ
৮. মিসেস বেদানা, গ্রাম কুশাকালি, ইউনিয়ন কাদির জঙ্গাল, করিমগঞ্জ
৯. মিস সুমিত্রা, পিটুয়া, কাদির জঙ্গাল, করিমগঞ্জ. কিশোরগঞ্জ
১০. মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, গ্রাম হাতড়াপাড়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, ইউনিয়ন কাদির জঙ্গাল
১১. মিসেস মারজিয়া আক্তার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কাদির জঙ্গাল ইউনিয়ন, সমাজসেবা অফিস, করিমগঞ্জ
১২. মিস নুসরাত জাহান পিংকি, ফিল্ড ওয়ার্ক এ নিয়োজিত গুরুদয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সম্মান ক্লাসের ছাত্রী।

কাদির জঙ্গাল ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহের পর ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে তথ্য সংগ্রহকারী জনাব আবু তাহের উপস্থিত সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। বয়স্ক ভাতা প্রবর্তন হওয়ার পর কাদির জঙ্গাল ইউনিয়নে ভাতাগ্রহীতাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ হয়েছে সে সম্পর্কে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে প্রধান গবেষক উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, ভাতাগ্রহীতা অন্যান্য গণ্যমান্য যারা ছিলেন তাদেরকে মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আলোচনার প্রারম্ভে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বলেন যে বয়স্ক ভাতা কার্ড দেওয়ার পর হতে অত্র এলাকার মানুষের বিশেষ করে বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক সুবিধা অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। কার্ড পাওয়ার আগে দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিগণ বলতে গেলে ছোটখাটো ট্যাবলেটও কিনতে পারতেন না। বর্তমানে তারা মোটামুটি কিনতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব হারুনুর রশিদ বলেন যে তার ওয়ার্ডে পূর্বে অনেক নিঃস্ব দরিদ্র ভূমিহীন লোক ছিলেন। বয়স্ক ভাতা কার্ড, বিধবা ভাতা কার্ড, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার ফলে এখন আর পূর্বের মতো হতদরিদ্র মানুষ আমার ওয়ার্ডে দেখা যায় না। বিশেষ করে অতি বয়স্ক ব্যক্তিগণ বেশি বিপদের মধ্যে ছিল। ভাতা পাওয়ার ফলে তাদের বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। তারা মোটামুটি জীবন জীবিকা চালাতে পারছে। অত্র ইউনিয়নে ফিল্ড ওয়ার্কে নিয়োজিত গুরুদয়াল

কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্রী মিস নুসরাত জাহান পিংকি বলেন তার এলাকায় অনেকেই বয়স্ক ভাতা কার্ড পেয়েছেন। যারা কার্ড পেয়েছেন তারা পূর্বের তুলনায় অনেকটা ভালো অবস্থায় আছেন বলে আমার ধারণা। বয়স্ক ভাতা নারী পুরুষের জন্য বড় ধরনের একটা সাপোর্ট হয়েছে। পরিষদের সচিব জনাব রজ গোপাল বলেন আমার হাত দিয়ে কয়েক শত কার্ড আমি বিতরণ করেছি। গত দুই তিন বছরে কার্ডের মাধ্যমে যারা ভাতা পেয়েছেন অনেকেই আমার কাছে সরকারের এই কর্মসূচিকে অনেক প্রশংসা করেছেন। একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্যণীয় যারা বয়স্ক ভাতা পান না তারা তুলনামূলকভাবে যারা ভাতা পাচ্ছেন, তাদের চেয়ে অনেক ভালো আছেন। ফকির আব্দুস সামাদ ভূঁইয়া তিনি বলেন ভাতা পাওয়ার আগে আমি অনেক সময় টাকার অভাবে অনাহারে থাকতাম। ভাতা পাওয়ার পর আমার সেই দুরবস্থা কমেছে। কখনো হাতে টাকা না থাকলে দোকান হতে বাকিতে চাল কিনতে পারি। দোকানদার বিশ্বাস করে কারণ এক মাস দুই মাস পরে একসাথে তিন মাসের ভাতা পেয়ে বকেয়া গুলো পরিশোধ করতে পারি। ভাতা না পেলে আমার খুবই কষ্ট হতো।

পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আরিফ উদ্দিন কনক বলেন তার ইউনিয়ন পরিষদে কয়েকশত দরিদ্র মানুষ ছিলেন। আমরা ভাতা বরাদ্দ নীতিমালা অনুসারে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সকল শর্তাদি দেখে বয়স্ক ভাতা প্রার্থী যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন করেছি। যারা কার্ড পেয়েছেন তারা সকলেই মোটামুটি খেয়ে পড়ে আছে। এ কাজটি করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভাতাভোগীরাও আমার কাছে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কেহ কেহ ভাতার পরিমান আর একটু বাড়ানোর জন্য আমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন। এই পরিষদে আমার পিতা চেয়ারম্যান ছিলেন তার পরবর্তীতে আমি চেয়ারম্যান হয়েছি। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি বয়স্ক ভাতা কার্ড বয়স্ক মানুষদের জন্য নিরাপত্তার অন্যতম আশ্রয়।

উপস্থিত সকলের বক্তব্য গবেষক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং তাদের প্রস্তাব ও সুপারিশগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন বয়স্ক ভাতা ইউনিয়নের বয়স্ক মানুষের জীবন যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা তুলনামূলকভাবে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দিক থেকে, যারা ভাতা পান না তাদের চেয়ে ভালো আছেন। গবেষক তাদের সুপারিশ প্রস্তাব ও মতামত গোপন রাখা এবং প্রতিবেদনে তাদের মতামত ও প্রস্তাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ইতিবাচক কথা বলেন। অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

চেয়ারম্যান কাজিরজঞ্জল ইউনিয়ন পরিষদ বলেন‘‘আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি বয়স্ক ভাতা কার্ড বয়স্ক মানুষদের জন্য নিরাপত্তার অন্যতম আশ্রয়।’’

৪র্থ এফডিজি

স্থানঃ রৌমারী সদর পূর্ব পাড়া

তারিখঃ ২৩.৬.২৩,

সময়ঃ দুপুর ১২ ঘটিকা

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ৪ নং রৌমারী ইউনিয়নের একনং ওয়ার্ড রৌমারীতে তথ্য সংগ্রহ করার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১. জনাব নাহিদ হাসান, উপজেলা নির্বাহি অফিসার, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
২. জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দিন, সমাজসেবা কর্মকর্তা, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
৩. জনাব আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, ৪ নং ইউনিয়ন পরিষদ রৌমারী সদর,
৪. মিসেস মারুফা বেগম, সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসন (ওয়ার্ড নম্বর ১,২ ,৩) নোটানপাড়া, রৌমারী
৫. জনাব সাজিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, রৌমারী সদর ইউনিয়ন
৬. মোঃ আবদুল কাফি, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, গন্ধবপুর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
৭. মোঃ রবিউল ইসলাম, সদস্য ১ নং ওয়ার্ড, রৌমারী সদর, রৌমারী
৮. মোঃ মহসিন আলী (বাবু মিয়া) গ্রাম রৌমারী, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজকর্মী
৯. জনাব সহদেব কুমার সাহা, সচিব ৪ নং রৌমারী ইউনিয়ন পরিষদ, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
১০. মোঃ নিরাশা আলী, পিতা মৃত আব্দুলকাদের গ্রাম রৌমারী উপজেলা রৌমারী ভাতাগ্রহীতা,
১১. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সাদুল্যা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম ও তথ্য সংগ্রহকারী
১২. মোঃ আলাউদ্দিন, গবেষক, বাড়ি ২৬, রোড নম্বর ১৩/এ, ধানমন্ডি ঢাকা

উপস্থিত সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়ে আলোচনার সূচনা করা হয়। আলোচনার প্রারম্ভে তথ্য সংগ্রহকারী জনাব মোফাজ্জল হোসেন দলীয় আলোচনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। চলমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। বয়স্ক ভাতা উক্ত ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম এবং বাতাগ্রহীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এবং পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলার জন্য তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ জানান।

আলোচনার প্রারম্ভে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকক মোঃ বাবু মিয়া বলেন যে তিনি সারা ইউনিয়ন বিভিন্ন কাজে পরিদর্শন ও ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে অনেক মুরুব্বিদের সাথে তার আলাপ-আলোচনা হয়। যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা অনেকেই বার্তা পাওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ভাতার পরিমান কম হলেও তারা প্রাপ্ত অর্থকে খুবই হিসাব নিকাশ করে ব্যয় করে। আপাতদৃষ্টিতে যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে অনেকটা ভালো।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব মোঃ নিরাশা আলী পিতা আব্দুল কাদের, গ্রামঃ রৌমারি, উপজেলা রৌমারী তিনি বলেন যে তার বাস্তুভিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। হাতে প্যারালাইসিস হওয়ার কারণে কোন কাজও করতে পারেন না। ভাতা পাওয়ার আগে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হত। তার স্ত্রী কখনো কখনো খাবার দিতেন না। উপার্জন করতে পারেন না বিধায় সবসময় স্ত্রী তাকে বকাবকি করতেন। এক সময় তার স্ত্রী তার বিছনাপত্র সহ ঘর থেকে বের করে দেন। ঘর থেকে বের করার কারণ ছিল তিনি কোন উপার্জন করতে পারেন না। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

সহযোগিতায় তিনি একটি ভাতা কার্ড লাভ করেন। বয়স্ক ভাতা কার্ড পাওয়ার পর তিনি পরিবারে পুনরায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ভাতা পাওয়ার জন্যই তিনি বর্তমানে পরিবারের সহিত বসবাস করছেন।

"জনাব নিরাশা বলেন তার মত অনেক মহিলা পুরুষ আছে যারা ভাতা পাওয়ার জন্যই ঘর সংসার করতে পারছেন। অন্যথায় হয়তো সংসার-ই টেকতনা।তিনি আবেগ ভরে বলেন বয়স্ক ভাতা না পেলে হয়তো আমার আত্মহত্যা করতে হতো। সরকার ভাতা দিয়ে আমার জীবনটা বাঁচিয়ে রাখছে। "

১ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব রবিউল ইসলাম বলেন রৌমারী উপজেলা নদী ও খালের খেলা। প্রতি বছর ছোটখাটো বন্যা অতিবৃষ্টি নদী ভাঙ্গন ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। বৎসরে একবার দুবার এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলায় এ এলাকার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে আপনারা জানেন কুড়িগ্রাম জেলাকে বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই এলাকায় কোন শিল্পকারখানা বা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই যাতে কোন কাজ করা যায়। কৃষি নির্ভর এলাকা যদি ভালো ফসল হয় তাহলে আমরা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের এলাকায় সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে বয়স্ক ব্যক্তিগণ। বয়স্ক ভাতা বিপদের সময় খুবই উপকারে আসে।

স্থানীয় সমাজকর্মী সাজিদুল ইসলাম বলেন "আমি এই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করি। জন্ম থেকে অত্র এলাকায় বয়স্ক মানুষের দুরবস্থা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। কয়েক বছর আগেও এই ইউনিয়নের বয়স্ক মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ভাতা পাওয়ার পর হতে বৃদ্ধ নারী ও পুরুষের অবস্থা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনেক উন্নত হয়েছে। তুলনা করলে দেখা যায় যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের অবস্থা যারা ভাতা পান না তাদের চেয়ে অনেকটা ভাল।"

সমাজসেবা কর্মকর্তা রৌমারী তিনি বলেন, "আমি রৌমারীতে সমাজসেবা শাখায় সুপার হিসেবে আগে কাজ করেছি। পদোন্নতি পাওয়ার পর আমাকে পুনরায় রৌমারীতে পদায়ন করেছে। পাঁচ বছর আগে এখানকার বৃদ্ধ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ পুরুষ মহিলা অপরের বাড়িতে বসবাস করতেন। সাহায্য সহায়তা নিয়ে দিন চালাতেন। গত কয়েক বছরে বয়স্ক ভাতা কার্ডের সংখ্যা এবং ভাতা টাকার পরিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অধিকাংশ নারী পুরুষ বর্তমানে ভাতা পাচ্ছেন। ভাতার টাকায় তারা ভালোভাবে চলতে পারেন। তবে এখনো অল্প সংখ্যক ভাতা পাওয়ার মত যোগ্য বয়স্ক মানুষ আছেন তারা খুবই কষ্টের দিন কাটান। আমার বিশ্বাস তারা যদি অন্যদের মতো বয়স্ক ভাতা পান তাদের জীবন যাত্রা অনেকটা সহজ হবে।"

স্থানীয় চেয়ারম্যান জানান "আমার ইউনিয়নে বর্তমানে ২৪৬৮ ভাতা ভোগী রয়েছেন। তারা ভাতা গ্রহণের জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিষদে আসেন এবং আমার সাথে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রত্যেক ভাতাভোগী তাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ও আমার সাথে শেয়ার করেন। অধিকাংশ ভাতাভোগী পূর্বের চেয়ে ভালো আছেন বলে আমাকে জানায়। আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন যারা ভাতা পাচ্ছেন, তারা অনেক ভালো আছেন। যারা ভাতা পান না তারা প্রায়ই আমার কাছে ভাতার কার্ডের জন্য আসেন এবং তাদের পারিবারিক ও আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয়, যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কোন সমস্যা সম্পর্কে তেমন কিছু বলেন না। এতে আমার মনে হয় যারা ভাতা পাচ্ছেন তারা মোটামুটি ভাবে ভালো আছেন।"

সহকারি কমিশনার ভূমি উল্লেখ করেন যে, তিনি বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। রৌমারী উপজেলায় বয়স্ক ভাতা প্রভাব খুবই দৃশ্যমান যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের সাথে কথা বললেই অনুমান করা যায় যে তারা স্বাবলম্বী না হলেও অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। ভাতার টাকা দ্বারা তারা অনেকেই তরকারি ব্যবসা, হাঁস মুরগিপালন, গাছের চারা লাগান ইত্যাদি কাজ করেন। এতে তারা মানসিকভাবে ও আর্থিকভাবে অনেকটা সচ্ছল অবস্থায় আছেন। যারা ভাতার টাকা পান না তারা ভাতাভোগীদের থেকে অনেকটা পিছে। তারা ভাতা না পেলেও সরকারের অন্যান্য সাহায্য পেয়ে থাকেন। তবে সে সাহায্য নিয়মিত নয় যার জন্য তাদেরকে সব সময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। অপরদিকে বয়স্ক ভাতা নির্ধারিত সময়ে এককালীন পাওয়া যায়। এককালীন টাকা পাওয়াতে তাদের প্রয়োজনমতো কাজে ব্যয় করতে পারেন।

সর্বশেষে, গবেষক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গকে তাদের আলোচনা বয়স্ক ভাতা সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং ভাতা কার্যক্রম বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সাজেশন ও মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

“জনাব নিরাশা বলেন তার মত অনেক মহিলা পুরুষ আছে যারা ভাতা পাওয়ার জন্যই ঘর সংসার করতে পারছেন। অন্যথায় হয়তো সংসার-ই টেকতনা। তিনি আবেগ ভরে বলেন বয়স্ক ভাতা না পেলে হয়তো আমার আত্মহত্যা করতে হতো। সরকার ভাতা দিয়ে আমার জীবনটা বাঁচিয়ে রাখছে। ”

৫ম এফ জি ডি

স্থানঃ ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষ

ভবানীপুর, গাজীপুর সদর

তারিখঃ ২৮.৭.২০২৩

সময়ঃ দুপুর ১ ঘটিকা

ভাওয়াল ঘর ইউনিয়ন পরিষদ এর তালিকাভুক্ত ভাতাগ্রহীতার সাক্ষাৎ গ্রহণের পর ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১. আলহাজ্ব সালাউদ্দিন সরকার চেয়ারম্যান, ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর
২. মিসেস নাজমুন নাহার রুনা, সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা আসন, ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদ
৩. মিসেস শাহানাজ পারভিন, প্রাক্তন সংরক্ষিত মহিলা আসন, সদস্য, ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদ
৪. জনাব বাবুল হোসেন সদস্য ৪ নং ওয়ার্ড, ভাওয়াল ঘর ইউনিয়ন পরিষদ
৫. মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন, ভাওয়াল ঘর ইউনিয়ন পরিষদ
৬. মিসেস আসমা আক্তার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাজীপুর
৭. মিসেস নাজমিন নাহার, ইউনিয়ন সমাজকর্ম, মির্জাপুর ইউনিয়ন গাজীপুর সদর
৮. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন তথ্য সংগ্রহকারী ও কম্পিউটার প্রোগ্রামার
৯. মোঃ আলাউদ্দিন, গবেষক, বাড়ি নং ২৬, রোড নম্বর১৩/এ, ধানমন্ডি ঢাকা

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন আলোচনার সূত্রপাত করেন। আলোচনা প্রারম্ভে তিনি গবেষণার উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে তিনি অত্র ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আলোচনার জন্য আহ্বান জানান।

সূচনা বক্তব্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য মিস নাজমুন আর রুনা বলেন তাদের ইউনিয়নে বর্তমানে ১১ শত বয়স্ক ভাতা কার্ড চালু আছে। কার্ড হোল্ডাররা নিয়মিতভাবে ভাতা পাচ্ছেন। ভাতা পাওয়ার ফলে ভাতাভোগিরা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছেন। এখনো অনেক বয়স্ক মানুষ ভাতা কার্ড পাননি। তারা বিভিন্ন সময় আবেদন নিবেদন করছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এক দু বছর আগে অনেক বয়স্ক মানুষ ভাতা পেতেন না। তখন তাদের আর্থিক দুরবস্থা ও দৈন্যতা অনেক বেশি ছিল। ভাতা পাওয়ার পর তাদের হতদরিদ্র ভাব অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার গ্রামে এবং ওয়ার্ডে অনেকেই এই টাকা দ্বারা শাক সবজির ব্যবসা হাঁস মুরগি পালন ও ছাগলের বাচ্চা কিনে লালন পালন করে অর্থ আয়ের পথ বৃদ্ধি করেছে।

প্রাক্তন ইউপি সদস্য মিসেস শাহনাজ পারভীন বলেন যে তিনি যখন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য ছিলেন ঐ সময় কয়েকশ কার্ড তার ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়েছে। কার্ড বিতরণের সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে তাদের পারিবারিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত বিপদাপন্ন। বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেকেই কাজ করতে পারতেন না। ফলশ্রুতিতে, মানুষের কাছে হাতপাতা অথবা না খেয়ে দিন কাটান ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন অর্থের অভাব ও পারিবারিক বঞ্চনার কারণে তাদের মাঝে বিষন্নতা, হতাশা ও একাকীত্ব দারুনভাবে কাজ করতো। ভাতা পাওয়ার পর তাদের মাঝে হতাশা ও বিষন্নতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সভাপতি ও ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব বাবুল হোসেন বলেন সরকারি কার্ড দেওয়াতে আমাদের ইউনিয়নের অনেক গরিব মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছে। বিশেষ করে মহিলা ভাতাভোগীদের অবস্থা বেশি পরিবর্তন হয়েছে। ভাতা পাওয়ার আগে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্ম করতেন। ভাতা পাওয়ার পর এখন অনেকেই হাঁস-মুরগি পালন করেন এবং ছোটোখাটো ব্যবসা করেন। পরিষদের সচিব জনাব সানোয়ার হোসেন বলেন যে, অত্র ইউনিয়নে এক হাজারের বেশি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এখনো অনেক যোগ্য বয়স্ক ব্যক্তি বয়স্ক ভাতা কার্ড পান নাই। তারা ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। তাদের আবেদন আমরা প্রসেস করেছি। আশা করছি আরো কিছু বয়স্ক ভাতার কার্ড পাওয়া যাবে। এই পরিষদে তিনি প্রায় তিন বছর যাবত কাজ করছেন। অধিকাংশ কার্ড তার হাতেই বিতরণ করা হয়েছে। যারা বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে হতাশা ও একাকীত্ব খুব একটা তিনি লক্ষ্য করছেন না। তিনি আরো বলেছেন তার ধারণা বয়স্ক ভাতা যারা পাচ্ছেন তাদের অবস্থা যারা এখনো ভাতা পান নাই তাদের সে অনেকটা ভালো।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে পরিষদের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন সরকার বলেন যে তিনি বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম শুরু হতেই সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি চেষ্টা করছেন যারা প্রকৃত ভাতা পাওয়ার উপযোগী তাদের হাতে বয়স্ক ভাতার কার্ড পৌঁছে দেয়া। ইতিমধ্যে এই ইউনিয়নে তিনি ১১ শত কার্ড বিতরণ করেছন। যাদেরকে কার্ড দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আরো বলেন ভাতার টাকায় ভাতা ভোগীদের রাতারাতি সামাজিক আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে সরকার নিয়মিতভাবে বয়স্ক মানুষের জন্য যে ভাতা দিচ্ছেন তাতে বয়স্ক লোকেরা দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের হতাশা নিঃসঙ্গতা ও দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। তিনি আশা করছেন আবেদিত বয়স্ক ভাতা কার্ডগুলো পাওয়া গেলে আরো কিছু যোগ্য মানুষকে ভাতার আওতাভুক্ত করতে পারবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে আশা করছেন শতভাগ ভাতা কার্যক্রম চালু হলে তার ইউনিয়নের আওতায় সকল গ্রামে কোনরকম ভিক্ষাবৃত্তি ও বয়স্কদের বিপদাপন্ন অবস্থা থাকবে না। তিনি আরো বলেন সারা বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা যত্নের জন্য পরিবারের ভূমিকা অপরিহার্য।

আলোচনা শেষ পর্বে গবেষক উপস্থিত সকল সুধীজনকে আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানান। দলীয় আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়গুলো তার গবেষণা প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন। আলোচনা করার মত অন্য আর বিষয় না থাকায় উপস্থিত সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

“ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন সরকার তিনি আরো উল্লেখ করেন তার ইউনিয়নে অনেক বয়স্ক মানুষ পরিবারের মধ্যে অনেকটা অবাঞ্চিত ছিল। বয়স্ক ভাতা পাওয়ার পর তাদের পারিবারিক অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। বলতে গেলে তারা পুনরবাসিত হয়েছেন”

সুপারিশমালা

প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচিসহ অন্যান্য ভাতার মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত কয়েক দশক যাবত সমাজসেবা অধিদপ্তর বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং পারিবারিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশব্যাপি বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে অধিকাংশ উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু আছে। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২৬২ উপজেলায় প্রাপ্তিযোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ পাঁচশত টাকা। বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসের সাথে সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ,বয়স ভেদে বৈষম্যহীন এক ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা, আন্তর্জাতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বয়স্ক জনসংখ্যা আধিক্য একটি দেশে পরিণত হবে। বিবিএস পপুলেশন এবং হাউজিং সেন্সাস ২০২২ সমীক্ষায় উল্লেখিত মোট জনসংখ্যা ভিত্তিতে প্রজেকশন করা হচ্ছে ২০৫০ সালে বাংলাদেশে শতকরা ১৮ জন মানুষ প্রবীণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলাদেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠী অনেকটা পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী বয়সের কারণে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং দরিদ্রতার কারণে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক পিছনে রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিগণ সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ। তাদের অবদানের জন্য সমাজ গঠিত হয়েছে এবং সমাজ ক্রমবিকশিত হয় যার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করে। তাদের দ্বারাই সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতিবোধ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বর্তমান প্রজন্ম হতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়। বয়স্ক ব্যাক্তিরা সমাজের ভিত্তি পাথর হিসেবে কাজ করে। তাদের জীবনের বার্ধ্যকে তাদের অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসন করা বিদ্যমান সমাজের ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বর্তমান সরকার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে বিদ্যমান রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, এসডিজি ২০৩০, বাংলাদেশ ডেলটা প্লান ২১০০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ গঠনের স্বপ্ন পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি প্রদানের জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুলক কর্মসূচি ও নীতিমালার অনুসরণে গৃহীত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভাতার অল্প টাকা দিয়ে ভাতাভোগীরা মোটামুটিভাবে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। এ বয়স্ক বান্ধব কর্মসূচিটি গ্রামীন বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণায় দেখা যায় গ্রামীণ বয়স্ক মহিলা পুরুষ ভাতার অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেক বয়স্ক পুরুষ মহিলা আছেন যাদের ভাতার অর্থ ছাড়া আর কোন আয় উপার্জন নেই। ভাতার টাকা এবং আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। এই প্রেক্ষাপটে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিকে আরো কার্যকর, বাস্তবমুখী এবং স্বচ্ছ করার জন্য গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পেশ করা হলোঃ-

১. গবেষণায় দেখা যায় ভাতাগ্রহীতাদের মধ্যে অধিকাংশ নিরক্ষর। অল্প সংখ্যক মানুষের স্বাক্ষর জ্ঞান আছে। (সারনি-১, (৭৫.৩% নিরক্ষর)। শারীরিক কারণে, বয়সের কারণে যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি অল্প কিছু লেখাপড়া জানতেন তাহাও ভুলে গেছেন। বয়স্ক ভাতা উত্তোলনের জন্য শিক্ষাগত অবস্থা অনেকেরই

নেই। ভাতাগ্রহীতাদের ভাতা দেওয়ার পূর্বেই প্রাথমিকভাবে তাদেরকে টাকা তোলার নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা প্রয়োজন।

২. গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অতি বয়সের কারণে, স্বাস্থ্যগত কারণে, একাকীত্ব ও বিষন্নতাজনিত মানসিক রোগে ভুগছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে ভাতাগ্রহীতাদের বয়স্ক জীবন, বয়স্ক জীবন শিক্ষা, বাস্তবে করণীয় এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অভিজোযন (অরিয়েন্টেশন) করা প্রয়োজন। সমাজ সেবা দপ্তরের মাধ্যমে বয়স্ক জীবনে বাস্তব সমস্যা এবং বয়স্ক জীবন পরিচালনায় করনীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, সাহস যোগানো এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের পরামর্শ প্রদান করা।

৩. গ্রামের বয়স্ক মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য বা সামাজিকভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য গ্রামীণ কাঠামোতে কোন ব্যবস্থা নেই (সারণি-২৭, ৮৮.৪%)। বয়স্ক মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা সুস্থ রাখার জন্য তাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে গ্রামের বয়স্ক মানুষের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে বা প্রতি ইউনিয়নে একটি বয়স্ক ক্লাব স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. গ্রামাঞ্চলের মানুষের সাময়িক আনন্দ উৎসব করার জন্য বয়স্ক মেলা, বয়স্ক মানুষের জন্য ইনডোর খেলাধুলা, টিভি দেখা এবং স্থানীয়ভাবে বাউল/জারী/সারী গান বাজনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে বয়স্ক মানুষের জন্য পরিবারের সহযোগিতা ও সেবা যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ বয়স্ক মানুষের সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক ভালো নয় (সারণি ১৭, ৫৮.৪%)। ফলশ্রুতিতে বয়স্ক মহিলা বা পুরুষ তারা পারিবারিক আবেশ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বয়স্ক মানুষের অধিকার ও পারিবারিক পুনর্বাসনের জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে বয়স্কদের বিষয়ে সংবেদনশীল করার জন্য সমাজ সেবা দপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬. ভাতাগ্রহীতা জনগোষ্ঠী প্রায়শ উপজেলা হাসপাতালে, জেলা হাসপাতালে এবং স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা গ্রহণ করে (সারনি-২৩)। বয়সের কারণে এবং বয়স্ক বিরূপ (Ageism) মনোভাবের কারণে বয়স্ক ব্যক্তিরা উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে অনেক সমস্যা ও ঝামেলার সম্মুখীন হন। হাসপাতালে, ক্লিনিকে বা দেশের যেকোনো সরকারী হাসপাতালে সহজে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভাতাগ্রহীতাদের নামে চিকিৎসা কার্ড ইস্যু করা যেতে পারে।

৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত ভাতাগ্রহীতা ও অন্যান্য লোকেরা ভালোভাবে অবহিত নন। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল কর্মসূচি বর্তমানে চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসকল কর্মসূচি চালু করা হবে সেগুলো সম্পর্কে বাংলা পত্রিকায় এবং রেডিও, টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে যে উপজেলায় বা ইউনিয়নে নতুনভাবে কোন কর্মসূচি চালু করা হবে সমাজ সেবা দপ্তর কর্তৃক ঐ উপজেলায় গণসংযোগ করে সর্বসাধারণকে অবহিত রাখা যেতে পারে।

৮. তথ্য সংগ্রহকালে অধিকাংশ ভাতা ভোগী বলেছেন তাদের ভাতার টাকা মাঝে মাঝে হ্যাকিং হয়ে যাচ্ছে। হ্যাকিং হওয়ায় তারা ভাতার টাকা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ অবস্থায় হ্যাকিং বন্ধ করার জন্য বা হ্যাকিং প্রতিরোধকল্পে বিকল্প পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৯. আলোচনায় ও পর্যবেক্ষণে জানা গেছে অনেক ভাতাভোগি, ভাতার টাকা ছেলে, ছেলের বৌ, কন্যা, কন্যান জামাই এবং নাতির মোবাইল নাম্বারে (বিকাশে/রকেটে/নগদ) যে টাকা আসে, ঐ ভাতার টাকা

ভাতাভোগিদের হাতে পৌছে না। অনেক সময় তারা জানতেও পারে না। এক্ষেত্রে ভাতাভোগির নিজ মোবাইল নাম্বারে ভাতার টাকা প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১০. গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় অনেক বয়স্ক মহিলা ও পুরুষ পারিবারিকভাবে, শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে প্রায়শ লাঞ্চিত ও উৎপীড়িত হচ্ছেন (সারণি-২৬) ৬৩ জন সামাজিকভাবে পারিবারিক উৎপীড়নের কোনরকম প্রতিরোধ বা প্রতিকার হচ্ছে না। এ অবস্থায় পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইনে নতুন একটি ধারা সংযোজন করা অথবা বয়স্ক লোকের পারিবারিক নির্যাতন হতে সুরক্ষার জন্য "পারিবারিক বয়স্ক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন নামে" একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১১. গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় বর্তমানে ভাতাগ্রহীতা যে পরিমাণ ভাতা পাচ্ছেন বাজার দ্রব্যমূল্যের দাম অনুপাতে অত্যন্ত কম। বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনা করে ভাতাভোগীদের বয়স্ক ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুসারে (সারণি-৩৪, ৯৭.৫%) জন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২. অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা বয়স্ক ভাতা কার্ড অর্থাৎ আরো নতুন বয়স্ক ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। এটা বাস্তবিকভাবে সত্য যে, পরিমাণ বয়স্ক ব্যক্তিগণ বর্তমানে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন তার চেয়ে দ্বিগুণ কার্ড প্রাপ্তি যোগ্য বয়স্ক লোক বয়স্ক ভাতার কার্ড পাচ্ছন না। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে বয়স্ক ভাতা কার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৩. বয়স্ক ভাতা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, চেয়ারম্যান কে বয়স্ক ভাতা সম্পর্কে, ভাতা ব্যবস্থাপনা এবং ভাতা প্রার্থী বাছাই সম্পর্কে সমাজ সেবা দপ্তর/ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ঘন ঘন প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা যেতে পারে।

১৪. বাংলাদেশে বর্তমানে তিন বয়সের বয়স্ক ব্যক্তি বিদ্যমান; তাদের মধ্যে নবীন বয়স্ক (বয়স৬০-৬৫), মধ্যম বয়স্ক (৭০-৮০বছর) এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক (বয়স ৮১+) (সারণি-৩৩)। যাদের বয়স ৮০ বছরের উপরে তাদের শারীরিক অবস্থা ও ওষুধ পত্রাদির চাহিদা অন্য দুই গ্রুপের বয়স্ক মানুষের চেয়ে অত্যাধিক বেশি তাদের বয়স বিবেচনা করে অতি বয়স্ক ব্যক্তির জন্য সাধারণ ভাতার চেয়ে বর্ধিত হারে ভাতা বরাদ্দ করা যেতে পারে।

১৫. গবেষণায় দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ভাতাগ্রহীতা বা তার অর্থের বাইরে কোন আয় রোজগার নেই। প্রতি বছর মুসলিম ভাতাগ্রহীতাদের ঈদ এবং হিন্দু ভাতাগ্রহীতাদের পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। ন্যূনতমভাবে উৎসবে ব্যয় মেটানোর জন্য ঈদ এবং পূজা উপলক্ষে এক মাসের বয়স্ক ভাতার টাকার সমপরিমাণ বৎসরে দুটি বয়স্ক বোনাস প্রদান করা যেতে পারে।

১৬. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সর্বজনীন করার জন্য সরকারিভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ভাতা সংশ্লিষ্ট কমিটির তদারকি মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উপসংহারঃ

প্রবীণ অধিকার সুরক্ষায় এবং প্রবীণদের পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বয়স্ক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুস্থ জীবন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে তাদের আত্নবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর ব্যক্তি হিসেবে সক্ষম করে তোলা এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে বিদ্যমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক অধিকার সুরক্ষায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি কেমন ভূমিকা পালন করছে আলোচ্য জরিপে অনেকগুলো বিষয় গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিরা ভালো বাসস্থানে, পানি, টয়লেট বিদ্যুৎ সুবিধাসহ বসবাস করছেন। ভাতা প্রাপ্তিতে তাদের মাঝে আর্থিক, সামাজিক ও

মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। পূর্বের অবস্থার সাথে তাদের বর্তমান অবস্থা তুলনা করার জন্য যে মানদন্ডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার অধিকাংশ মানদন্ডের নিরীখে তথ্যের ফলাফল অনুসারে পরিবারে ও সমাজে তাদের সম্মান বেড়েছে। ব্যক্তিগত ক্রয় ক্ষমতাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। আত্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ভাতা প্রাপ্তিতে ভাতাগ্রহীতাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা ভিত্তিক ও পাঁচটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এটা দৃশ্যমান সত্য যে, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি গ্রামীন বয়স্ক মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে সুরক্ষা ও পুরর্বাসনে ভুমিকা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography References):

১) তাহের মোঃ আবু (২০০৮) *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি,* অনু প্রকাশনী

২) সিদ্দিকী রহমত আলী, *সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য ও প্রয়োগ,* ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৩) Kenneth D. Baily (১৯৯২) *Methods of social research 22nd edition, landon, The Free Press.*

৪) *জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা* ২০১৩, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৫) Political Declaration and *Madrid international plan of action on Ageing (MIPAA) (২০০২) United Nations . New York.*

৬) প্রবীণ বার্তা ২০১৪, *বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান,* বর্ষ ৪৯ অক্টোবর ২০১৪, আগারগাঁও, ঢাকা

৭) *ষান্মাসিক অবসর জীবন,* ২০২২, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ৩৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২, ঢাকা

৮) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০২২, *জনশুমারী ও গৃহ গণনা,* আগারগাঁও, ঢাকা

৯) তালুকদার, আবদুল হক, (২০২০) *সামাজিক গবেষণা,* উপমা প্রকাশন, ঢাকা

১০) Nahar Nilufar, (২০০৬), *Aged Woman in Urban Area of Dhaka city in Bangladesh,* AH Delovpment Publish House.

১১) আলী এম হাসান (২০২৩) *উচ্চতর সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান,* অনু প্রকাশনী, ঢাকা

১২) মজুমদার প্রতিমা পাল এবং বেগম শরিফা, (২০০৮), *দ্যা ওল্ড এইজ এলাউন্স প্রোগ্রাম ফর দ্যা পউর এল্ডারলি ইন বাংলাদেশ,* বিআইডিএস, আগাঁরগাও, ঢাকা

১৩) *এ স্টাডি অফ ওল্ডার পিপলস লাইভলিহুড ইন বাংলাদেশ,* (২০১১) হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল

১৪) আলম মো আশরাফুল, *দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি এবং এর প্রভাব,* (২০২৩) সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগাঁরগাও, ঢাকা।